CENTRE FOR DISTANCE & ONLINE EDUCATION
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY

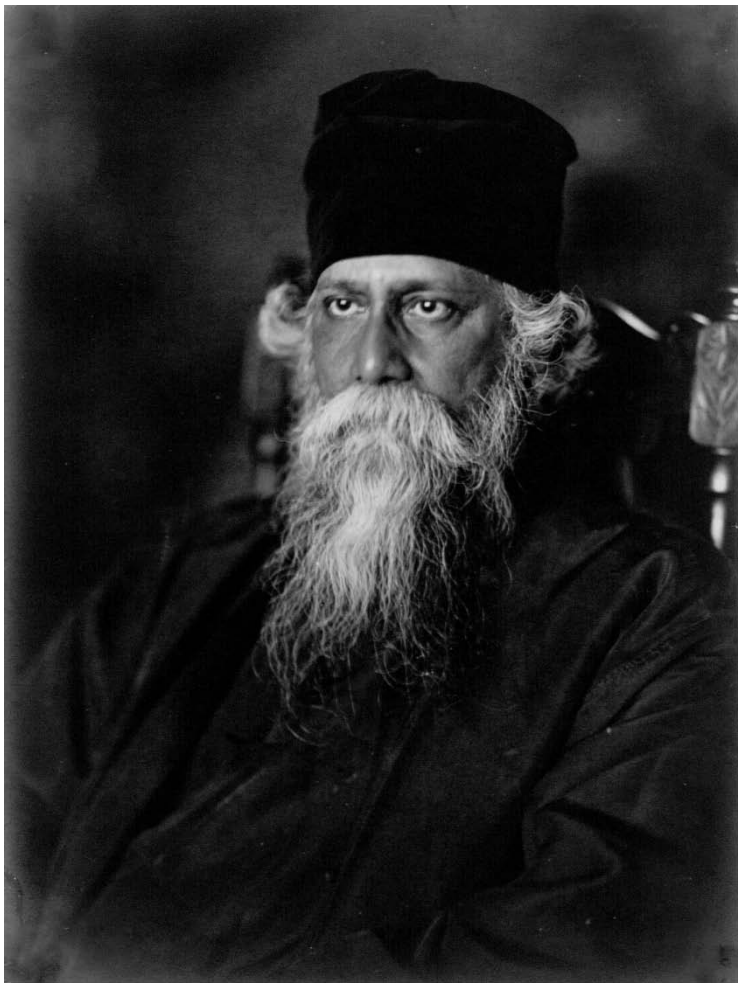

Self-Learning Materials

for

M.A. (POLITICAL SCIENCE)

(Under CBCS)

Semester	C.C	Units
1	1.2	1–8

Rabindra Bhavan, EE 9 & 10, Sector – II, Salt Lake City, Kolkata – 700050, Phone - (033) 23584014/ 4016/ 4018
Website: www.rbudde.in, E-mail: director.cdoe@rbu.ac.in

COURSE CONTRIBUTORS

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Shibasis Chatterjee	i)Professor ii) Former Professor	i)Department of International Relations and Governance Studies, School of Humanities and Social Sciences (SoHSS), Shiv Nadar University ii) Department of International Relations, Jadavpur University
Kuntal Mukhopadhyay	Former Head and Retired Associate Professor	Department of Political Science, Raja Peary Mohan College, University of Calcutta
Atashi Chatterjee	Professor	Department of Philosophy, Jadavpur University
Prabrit Das Mahapatra	Retired Professor	Department of Political Science, Bijoygarh College, University of Calcutta
Prosenjit Pal	Associate Professor	Department of Political Science, Diamond Harbour Women's University
Eyasin Khan	Assistant Professor	Department of Political Science with Rural Administration, Vidyasagar University
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University

COURSE EDITOR

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Soumitra De	Professor	Department of Political Science, North Bengal University

EDITORIAL ASSISTANCE

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University

March, 2021 © Rabindra Bharati University

All rights reserved. No part of this SLM may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Rabindra Bharati University, Kolkata.

Printed and published on behalf of the Rabindra Bharati University, Kolkata by the Registrar, Rabindra Bharati University.

Printed at East India Photo Composing Centre

69, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006

C.C : 1.2
Contemporary Liberalism and Its Critics

Contents

Unit 1.	Roots of Liberalism: Socio-political and Intellectual	1-7
Unit 2.	Contemporary Liberalism: Rawls and Nozick	8-18
Unit 3.	Marxist Critique of Liberal-Capitalist State:Gramsci and Poulantzas	19-25
Unit 4.	Pocock: Republicanism Revived	26-38
Unit 5.	Martha Nussbaum's Liberal Feminism and its Critics	39-50
Unit 6.	Communitarian Critique of Liberalism: Sandel, Walzer and McIntyre	51-56
Unit 7.	Communication Theory: Habermas	57-66
Unit 8.	Liberal Multiculturalism: Kymlicka and Taylor	67-78

পাঠক্রম : ১.২

Unit-1

উদারনীতিবাদী মতাদর্শ ও তার উৎসভূমি
Roots of Liberalism: Socio-Political and Intellectual

বিষয়সূচি :

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ উদারনীতিবাদের উৎস সন্ধানে : ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা

১.৪ উদারনীতিবাদ ও আধুনিক গণতন্ত্র

১.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী :

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছে—

ক) উদারনীতিবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি

খ) আধুনিক গণতন্ত্রের প্রেক্ষিতে উদারনীতিবাদ

১.২ ভূমিকা

যে প্রধান দিকগুলি রাজনৈতিক মতাদর্শ সমকালীন বিশ্বের অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনকে নানাভাবে ও নানামাত্রায় আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছে তার মধ্যে ইতিহাসের কালানুক্রমে, প্রথমটি হল উদারনীতিবাদ এবং পরবর্তী দুটি— সমাজবাদ ও মার্ক্সবাদ। জন্মাবধি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা রূপান্তরের সাথে খাপ খাইয়ে উদারনীতিবাদ তার প্রতিপক্ষ মতাদর্শের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। জন্মাবধি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা রূপান্তরের সাথে খাপ খাইয়ে উদারনীতিবাদ যেভাবে নিজের ধারাবাহিকতাকে ক্রমান্বয়ে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক বিচারে উদারনীতিবাদ আধুনিকযুগ ও আধুনিকতার সহচর। অর্থাৎ, একটি সমাজ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হিসেবে উদারনীতিবাদ জন্ম নিয়েছে আধুনিক যুগের আধুনিক মননের প্রতিফলন হিসেবে। কিন্তু বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগের সূত্রপাত বিশ্বের সকল প্রান্তে একই সময়কালে বা একইভাবে ঘটেনি। এর প্রথম পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল ইউরোপ মহাদেশে, এবং আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে। বিশ্বের এই ভুখন্ডেই ক্রমান্বয়ে ইউরোপীয় পূণর্জাগরণ (Renaissance), সংস্কার আন্দোলন (Reformation) ও ইউরোপীয় আলোকদীপ্তির আন্দোলনের (Enlightenment) ধারাবাহিক পরম্পরায় ক্রমশ তৈরি হতে থাকে এক কালান্তরের পটভূমি। আর এই ঐতিহাসিক পর্বেই প্রায় সমান্তরাল

ধারায় গড়ে উঠতে থাকে আন্তর্দেশীয় ও আন্তর্মহাদেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনী হয়ে ওঠা নতুন এক সামাজিক শ্রেণী যারা ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়। এদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তির সুবাদে আইনশাস্ত্রের নতুন চর্চায় মধ্যযুগীয় ভূসম্পত্তি কেন্দ্রিক স্তর বিন্যাসের পরিবর্তে আধুনিক চুক্তিধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। মধ্যযুগের সামন্ত প্রভূত ও অভিজাত শ্রেণীর প্রাধিকারের পাশাপাশি অস্থাবর পুঁজির ধারণা প্রতিষ্ঠা করে এই নতুন শ্রেণী সমাজ জীবনে ও রাজনীতিতে তাদের বিপরীতমুখী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ক্রমশ সফল হয়। অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় ''মধ্যযুগের ইউরোপে সামাজিক শ্রেণী কাঠামোর প্রধান শ্রেণী ছিল জমির মালিক অভিজাত শ্রেণী যাজক শ্রেণী ও যুদ্ধ কার্যের পেশায় নিযুক্ত শ্রেণী। ষোড়শ শতকে এই শ্রেণীগুলির প্রভার খর্ব করে নতুন যে শ্রেণীগুলির জন্ম হয় সেগুলি হল ব্যাঙ্ক মালিক, ব্যবসায়ী এবং শিল্প উৎপাদনকারী শ্রেণী।'' এইভাবে প্রধানত বাণিজ্যিক পুঁজির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ও পরবর্তীতে শিল্প বিপ্লবের পর আধুনিক শিল্প পুঁজির মাধ্যমে পুষ্ট হওয়া উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর আশা আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সহায়ক মতাদর্শ হিসেবে উদারনীতিবাদের স্ফুরণ ঘটে।

কিন্তু উদারনীতিবাদের সমাজ-রাজনীতিক ও বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটের বিশদ আলোচনায় যাবার আগে এর মূলগত স্বরূপ-স্বধর্ম বিষয়ে কিছু কথা বলা সমিচীন। যেহেতু দীর্ঘ প্রায় দুই শতাব্দি ব্যাপী এই শক্তিশালী সমাজ-রাজনৈতিক মতাদর্শ তার ধারাবাহিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, স্বভাবতই নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নানাবিধ ওঠা-পড়ার সাথে মোকাবিলায় নিজেকে ক্রমাগত বিবর্তিত ও রূপান্তরিত করেছে। এক পূর্ণবিকশিত ও সুসংবদ্ধ সমাজ-রাজনীতিক মতাদর্শ রূপে উদারনীতিবাদ আত্ম প্রকাশ করে উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে। এর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এর দীর্ঘ বিকাশ ধারার সুবাদে। প্রধানত তিনটি পর্যায়ে এই বিকাশধারা আলোচিত হয় : ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ; আধুনিক উদারনীতিবাদ ও সমকালীন বা নব্য উদারনীতিবাদ। বস্তুত উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব এমনই এক গতিশীল মতাদর্শ যা সর্বদাই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক শক্তিসমবায়ের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার সামর্থ দেখিয়েছে।

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের সুনির্দিষ্ট অন্তর্বস্তুটি যদি হয় অযৌক্তিক ব্যাহ্যিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোষণা, তবে তার অতীত ভিত্তিগত অনুষঙ্গ হিসেবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের বিরোধীতা, ন্যূনতম রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ধারণা, প্রতিনিধিমূলক ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা, শাসকের প্রতি শাসিতের শর্তসাপেক্ষ আনুগত্যের ধারণার প্রসার, রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে ক্ষমতা বিভাজনের নীতির প্রচার, আগ্রাসী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, এমনকি তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার অধিকারের বৈধতা, ও সর্বোপরি ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকারকে জন্মগত ও প্রাকৃতিক অধিকার হিসেবে মান্যতা দেওয়া। আর এই অতীত অনুষঙ্গগুলিই উদারনীতিবাদের ঐকান্তিক অনুষঙ্গ বলে চিহ্নিত। সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব থেকে অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত, এমনকি তার পরেও উদারনীতিবাদী ভাবাদর্শ ক্রমান্বয়ে তার এই স্বকীয়তাগুলিকে উন্মোচিত ও প্রসারিত করেছে।

যে কথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল জন্মবধি উদারনীতিবাদ নানা ভিন্ন ভিন্ন ধারার রাষ্ট্রচিন্তার দিকপাল প্রতিনিধিদের মননপ্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপ লাভ করেছে। জার্মানির আদর্শবাদী চিন্তাবিদ কান্ট থেকে হুমবোল্ট, ইংল্যান্ডের হিতবাদী দার্শনিক স্টুয়ার্ট মিল থেকে শুরু করে অক্সফোর্ড আইডিয়ালিস্ট টি. এইচ. গ্রীন প্রমুখ অনেকেই নানাদিক থেকে উদারনীতিবাদের পুষ্টিসাধনে ভূমিকা পালন করেছেন।

পরবর্তীকালে সংশোধিত ও পরিমার্জিত উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে আর এক খ্যাতনামা দার্শনিক হবহাউস তাঁর রচনায় (লিবারেলিজম, [১৯১১]) মিল ও গ্রীনের চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটান। সমাজে ন্যায়ভিত্তিক বন্টন (Distributive justice) এবং সামাজিক সুসংহতি (Social harmony) এই দুই মৌল ধারণার প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি ধ্রুপদী উদারনীতিবাদকে বিংশ শতকের পরিবর্তীত পটভূমির উপযোগী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ক্রমশ জন্ম নেয় এক আধুনিক জনকল্যাণমুখী

উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব।

বিংশ শতাব্দির প্রথমার্দ্ধে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে পশ্চিম দুনিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বল্গাহীন আগ্রাসী প্রতিযোগিতা ও অন্তর্নিহিত নৈরাজ্যের যে ছবি প্রকট হয়ে পড়েছিল তাতে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বে যে 'ন্যূনতম রাষ্ট্র কর্তৃত্বের' (Minimalist state) ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা এক বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য এর আগে থেকে ধ্রুপদী উদারনীতির রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই মতাদর্শের প্রতি জনগণের মান্যতা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছিল। চরম ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ যেভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে সীমিত করার পক্ষপাতী ছিল, বিংশ শতকের শুরু থেকেই তার পূণর্মূল্যায়নের প্রবণতা জোরদার হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঘনীভূত সঙ্কটের পটভূমিতে চিন্তাবিদ ও সাধারণ মানুষ উভয়েই রাষ্ট্রে কিছু সদর্থক ভূমিকা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার স্বপক্ষে সরব হতে থাকেন। এরই ফলস্বরূপ ইউরোপ ও আমেরিকায় গড়ে উঠতে থাকে এক প্রসারিত জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রতত্ত্ব। এটাই সাধারণভাবে আধুনিক উদারনীতিবাদ নামে পরিচিত।

তৃতীয় পর্যায়ে, উদারনীতিবাদের যে নতুন প্রভাবশালী ধারার উদ্ভব লক্ষ্য করা যায় তা নব্য উদারনীতিবাদ (Neo liberalism) নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে, গত শতকের শেষ দুই দশকে এর পরিচিতি ও প্রসার ঘটে, যা বিন্যায়িত বাজার অর্থনীতির পরিপূরক এক চরমপন্থী উদারনীতিবাদ। এই উদারনীতি অনেক ক্ষেত্রে 'নব-দক্ষিণপন্থী' উদারনীতি হিসেবে অভিহিত হয়, যার প্রধান প্রবক্তা হলে রবার্ট নজিক। এ প্রসঙ্গে অবশ্য ফ্রেডরিক হায়েক এবং এম. আর. ফিডম্যানের নামও উল্লেখ করতে হয় যাঁরা এই নব্য দক্ষিণপন্থী উদারনীতিক তত্ত্বকে জোরালো যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

নজিকের বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুটি হল স্বত্বাধিকার তত্ত্ব (এনটাইটলমেন্ট থিওরি) যা প্রধানত রল্‌সের ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বক্তব্যের বিরোধীতা করেই উঠেছে। নব্য উদারনীতিক তাত্ত্বিকদের মতে, সামাজিক ন্যায় (Social justices) এমনই এক ধারণা যেখানে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উদ্যোগ ও পরিশ্রমের সঠিক মূল্য কি হওয়া উচিত বা নির্ধারণ করে দেয়। তাই ব্যক্তির স্বাধীন (free choice) স্বাধীন উদ্যোগ ও স্বাধীন সত্ত্বা বিরোধী ফলে কার্যত তা উদারনীতিবাদ বিরোধী।

১.৩ উদারনীতিবাদেরর উৎস সন্ধানে : ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা

একদিকে জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় সামন্তবাদী সমাজ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অন্য দিকে উদীয়মান বণিক ও উদ্যোগপতি শ্রেণীর উত্থান ও প্রসারকাল—এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী যে কালান্তরপর্ব সাধারণভাবে অনেকে এটাকেই উদারনীতিবাদের ঐতিহাসিক উৎসভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্রধানত যে দুটি বৌদ্ধিক আন্দোলনের ধারা এই উৎসভূমির উর্বরতা দান করেছিল অতঃপর আমরা তারই পর্যালোচনা করব।

ক) ইউরোপীয় নবজারণ বা রেনেসাঁস :

ইতিহাসখ্যাত রেনেসাঁস বা ইউরোপীয় নবজাগরণের উন্মেষ ও ব্যাপ্তিকাল নিয়ে কিছু মতানৈক্য অবশ্যই আছে। কোনও কোনও লেখক গবেষক যেমন সপ্তদশ শতককেই নবজাগরণের উদ্ভবকাল বলে চিহ্নিত করেন, তেমনি অন্য কিছু পন্ডিত-চিন্তাবিদের মতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেই নবজাগরণের সূত্রপাত। আবার Bronosky ও Majtis-এর মত বেশ কিছু লেখক ১৪০০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে নবজাগরণের ধ্রুপদী স্থাপন করার পক্ষপাতী।

একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হিসেবে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ আধুনিকতার সহোদর সহচর। আর এই আধুনিকতার বীজ লুকিয়ে ছিল যে মননের গভীরে তার উৎসভূমি এই নবজাগরণ। আপাতভাবে যদিও রেনেসাঁসকে নানা

ধরনের শিল্পকলা ও বৌদ্ধিক চর্চার মননশীল প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে ব্যাপ্ত অর্থে কিন্তু ইউরোপীয় নবজাগরণের মাধ্যমেই শুরু হয় অভিজ্ঞতাবাদী চর্চা ও বস্তুময় প্রকৃতির নিবিড়তার ঘন-অনুসন্ধান। উপরন্তু মুদ্রণ ব্যবস্থার উদ্ভাবনের সুবাদে এই মনন অধ্যায় ধীরে ধীরে কিছুটা প্রসারিত হয়। একদিকে উদারনীতিবাদ যেমন আধুনিকতার সহোদর তেমনি আবার সমকালীন উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী হল এই উদারনীতির সহচর। রেনেসাঁস পরবর্তীকালে আলোকদীপ্তি (enlightenment) ও তারও পরে শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতে যে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ইউরোপে সঞ্চারিত হয়েছিল তার আদি ভিত্তিভূমি এই রেনেসাঁস। মনে করা হয়, পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁসের গুরুত্ব অনুধাবন না করে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় না।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে রেনেসাঁসের যে দুটি মুখ্য অবদান প্রকট হয় তা বলা বাহুল্য একে অন্যের পরিপূরক। তর্কশাস্ত্রীয় ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঞ্চার ঘটিয়ে ইউরোপীয় চিন্তা ও মননে মুক্তির সূচনা ঘটিয়েছিল রেনেসাঁস। মধ্যযুগীয় ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মকেন্দ্রিক জীবনবোধকে অতিক্রম করে রেনেসাঁস মানুষের মনে যে মুক্তচিন্তার সূচনা ঘটায় তারই সুবাদে মানুষের মনে বৌদ্ধিক স্বাধীনতার পথ সুগম হয়। আর এর ফলেই ইউরোপীয় জনচেতনায় পুরোহিততন্ত্রের বিধি নিষেধকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রেরণা সৃষ্টি হয়। একদিকে এই ঐশ্বরিকতা, সর্বস্ব জীবনবোধের পিছু হটা এবং অন্যদিকে মুক্তি ও বিজ্ঞানের নির্দেশও অধিক মান্যতা দানের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় এক নতুন মানবতাবাদ যাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। অন্যভাবে বলা যায়, যুক্তিবাদী বিচারবুদ্ধির হাত ধরেই ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ জন্ম দেয় মানব কেন্দ্রিক চিন্তার ধারা, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজচেতনার ধারা ও সর্বোপরি বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যাচর্চার ধারা। এই তিন পরিপূরক ধারাই সমাজের নানা স্তরে বেশ কিছুটা প্রসারিত হয়েছে।

মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কূপমন্ডুকতার বিপরীতে গিয়ে, নতুন নতুন ভৌগোলিক অভিযান ও আবিষ্কারের সুবাদে অজানা দেশ মহাদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে ইউরোপীয় চিন্তা নতুন নতুন দিগন্ত স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। রেনেসাঁস পর্বে বৌদ্ধিক মনন ও সাংস্কৃতিক চর্চার ধারা রেখেই ষোড়শ শতকের সংস্কার আন্দোলন, প্রোটেস্টান্ট বিপ্লব, সপ্তদশ শতকের পিউরিটান বিপ্লব, গৌরবময় বিপ্লব থেকে অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লব, ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব ইত্যাদি যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। একদিকে যেমন প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, ফ্রান্সিস বেকন ও দেকার্ত প্রমুখরা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সূচনা করেন, অন্যদিকে তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তার পরিসরে ইতালির মার্সিলিয়াস, ম্যাকিয়াভেলি থেকে ফ্রান্সের জাঁ বদ্যাঁ, ইংল্যান্ডের টমাস হব্‌স ও জন লক ধর্মনিরপেক্ষ, আধুনিক মানবতাবাদী ভাবধারার প্রসার ঘটান।

(খ) ইউরোপীয় আলোকদীপ্তির আন্দোলন :

ইউরোপীয় বুদ্ধি বিভাসী বা আলোকদীপ্তির আন্দোলন নামে যা ইতিহাস খ্যাত তা হল সপ্তদশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমার্দ্ধ ব্যাপী মননশীলতা ও বৌদ্ধিক অনুশীলনের এক ধারাবাহিক আন্দোলন। আর এই বৌদ্ধিক চর্চা যে তিনটি প্রধান লক্ষণকে প্রতিফলিত করেছিল তা হল— যুক্তিবাদ (Reason), সংশয়বাদ (Scepticism), ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)। স্পষ্টতই এই বুদ্ধিদীপ্তির আন্দোলন সনাতনী ধর্মীয় চিন্তা, আদি ভৌতিক ও আলৌকিকতার আস্থা, অন্ধবিশ্বাস ও কূপমন্ডুক ধ্যানধারণার বিপক্ষে সংশয় সৃষ্টি করে তাকে যুক্তিজালে খণ্ডন করার হাতিয়ার জোগায়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে যে বিজ্ঞান চিন্তার বিপ্লব পরিলক্ষিত হয় তা বস্তুত এই আলোকদীপ্তির আন্দোলনেরই সহোদর এবং এরা কার্যত একে অন্যের পরিপূরক। অবশ্য এটাও মনে রাখা জরুরি যে বিগত শতকের ইউরোপীয় নবজাগরণ ও প্রোটেস্টান্ট বিপ্লব নানা দিক থেকে এই সময়কার অনুসন্ধানমূলক বিজ্ঞান গবেষণার পটভূমিকে উর্বরতা দান করেছে। ফ্রান্সিস

বেকন, নিকোলাস কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্মত পর্যবেক্ষক, এবং রেনে দেকার্ত, উইলহেলস লিবনিজ (Leibniz) ও আইজাক নিউটনের অঙ্কশাস্ত্রভিত্তির অনুসন্ধান যে বৌদ্ধিক পটভূমিতে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে তা আসলে পূর্ববর্তী ওই দুই ধারার (রেনেসাঁস ও রিফরমেশন) অবদান।

ইউরোপের ইতিহাস আলোকদীপ্তির আন্দোলন যুক্তিবাদের যুগ বা 'Age of Reason' নামে সবিশেষ পরিচিত। এই সমগ্র ঐতিহাসিক পর্যায়টি জুড়ে যুক্তিবাদের চর্চা ও প্রয়োগ অনিবার্যভাবে যুক্তিবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে বিকাশের সহায়ক হয়। আর এই পদ্ধতি চর্চার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছিল প্রকৃতি বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রে যেখানে আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি বিদ্যার সহায়তায় নতুন cosmology নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটাতে সক্ষম হয়। পার্থিব বিশ্বজগতের গতিবিদ্যার সূত্রগুলি উন্মোচনের মাধ্যমে আইজাক নিউটন মহাবিশ্বের গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি অনুধাবনের ক্ষেত্রে মানুষের কানের পরিধিকে অনেকটাই বিস্তৃত করেন। এর ফলে কার্যত জাগতিক ও অতিজাগতিক বিষয়ে প্রচলিত খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণার গোড়ায় অন্তর্ঘাতের সূচনা হয়। অবসম্ভাবীভাবেই মানুষের ধর্মীয় ভাবনা চিন্তার পরিসরে যুক্তিবাদের ক্রমিক প্রসার শুরু হয়।

আলোকদীপ্তিই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় সভ্যতাই ইতিহাসে মানব ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ তত্ত্বসমূহের জন্ম দেয়। মানবমন সম্পর্কে জন লকের 'tabula rasa' বা খালি পাতার ধারণার মাধ্যমে মানুষের মনকে তার অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। পূর্বানুমানভিত্তিক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ভালো বা মন্দত্বের ধারণা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। টমাস হবস্ মানুষকে চিত্রিত করেন এমন এক জীব হিসেবে যে কেবলমাত্র সুখ অর্জন ও যন্ত্র আপেক্ষিক বিবেচনার দ্বারাই তাড়িত হয়। রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের রাজ্য বা 'city of god' এর আদলে গড়া এক দৈব-নির্দ্ধারিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে না দেখে সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক স্বার্থভিত্তিক এক মানবসৃষ্টি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচারের সূচনা হয়।

রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভবকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে গণ্য করার মধ্যযুগীয় চিন্তার অবসান ঘটিয়ে সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক স্বার্থভিত্তিক চুক্তির ফসল হিসেবে তুলে ধরেন এই আন্দোলন থেকে উঠে আসা পুরোধা চিন্তানায়করা। এইভাবেই আলোকদীপ্তির আন্দোলন হয়ে উঠে প্রচলিত মধ্যযুগীয় চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর বির্ধিমানবাদী ও বৈপ্লবিক। ইংল্যান্ডে টমাস হবস্, জন লক, এ্যাডাম স্মিথ, জেরেমি বেন্থাম; ফ্রান্সে মন্টেস্কু, ভোলতেয়ার, জাঁ জ্যাক রুশো, ডেনিস দিদেরো এবং কনডরসেঁ; এবং ঔপনিবেশিক আমেরিকার টমাস পেইন ও জেফারসন প্রমুখ চিন্তাবিদ তৎকালীন রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধাচরণে নানা দিক থেকে প্রভূত অবদান রাখেন। এর ফলে ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের ভিত্তিতে এমন এক রাজনৈতিক সমাজের রূপরেখা গড়ে উঠে যা একালের প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিকে দৃঢ়তর করল। এঁদের এইসব প্রভাবশালী চিন্তাই অনুপ্রাণিত করে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে এবং ফ্রান্স ও আমেরিকার বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে।

১.৪ উদারনীতিবাদ ও আধুনিক গণতন্ত্র :

উদারনীতিবাদের পরিব্যাপ্ত পটভূমি ও বৌদ্ধিক আবহ থেকে রসদ চয়নের মাধ্যমে অনিবার্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এক নতুন প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত—যা আজকের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই আদিরূপ। সঙ্গতভাবেই তাই আধুনিক প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র উদারনীতিবাদী গণতন্ত্র নামে পরিচিত।

যে কোনও ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরোধীতাই হল উদারনীতির মূলগত বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের অন্তিমপর্বে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বের ক্ষয়িষ্ণু প্রকৃতি প্রকটতর হতে থাকে। পাশাপাশি ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেও ইউরোপীয় জনমানসে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়। তদুপরি ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ও কৌমবাদী জীবনে আনুশাসনিক শৃঙ্খল যার দরুন

ব্যক্তিসত্ত্বার স্বাধীনতা নানাভাবে খর্বিত হয়। কালক্রমে ইউরোপীয় সমাজে বাণিজ্য পুঁজি ও নতুন কলকারখানা ব্যবস্থার প্রসারের ফলে পুরোনো সামাজিক স্তর বিন্যাস শিথিল হতে থাকে, ভাঙন ধরতে থাকে সামন্তবাদী কর্তৃত্বের ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় কর্তৃত্বের। সাবেকি সমাজের এইসব প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণও আরোপিত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি যে স্বাধীনভাবে তার সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে চায় তার তাত্ত্বিক প্রেরণা আসে এই উদারনীতিবাদ থেকে। আর এই তাত্ত্বিক প্রেরণা প্রধানত অনুপ্রাণিত করেছিল সমাজে নবোদ্ভুত সেই মধ্যশ্রেণিকে যারা বাণিজ্য নির্ভর পুঁজি ও তার সহায়তাপুষ্ট কলকারখানা ব্যবস্থার সুবাদে আত্মপ্রকাশ করে। এই কারণে কেউ কেউ বিশেষত সমাজতন্ত্রবাদীরা উদারনীতিবাদকে পেটি বুর্জোয়া তথা মধ্যশ্রেণীর ভাবাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

আধুনিক ইউরোপীয় ধাঁচের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র যেহেতু ইউরোপীয় উদারনীতির তাত্ত্বিক আবহ ও আবেগ থেকেই জন্ম নিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই এই নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার তাই ব্যক্তির স্বাধীন সত্ত্বা ও তার স্বাধীনতার অধিকার। ফলে এখানে রাষ্ট্রশক্তি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়; বরং ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের সীমান্তেই সীমিত কর্তৃত্ব সম্পন্ন রাষ্ট্রশক্তির অবস্থান। অর্থাৎ উদারনৈতিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবে সীমিত, আর এই সীমারেখা টানার ক্ষমতা থাকবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক সদস্যের হাতে।

পশ্চিমী দুনিয়ায় দেশ ভেদে, সমাজ রাজনৈতিক পটভূমির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতার কারণে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কিছু ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা হয়েছে। কিন্তু মূলগত সুরটি একই থেকেছে। ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বুদ্ধিদীপ্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মঁতেস্কু নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করেন তাঁর 'The Spirit of the law'। গ্রন্থে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ তিনি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে তিনি তিনটি প্রধান বিভাগকে এমনভাবে বিভাজিত করার কথা বলেন যার দ্বারা এক বিভাগ অন্য বিভাগকে ক্ষমতা ব্যবহারে সংযত রাখবে, এবং তার দরুন সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিসর বৃদ্ধি পাবে।

অন্যদিকে সদ্যোদ্ভুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিন্নতর ঐতিহাসিক পটভূমির অভিজ্ঞতায় কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের (যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়। এখানেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষত প্রভাবশালী হয়েছে হ্যামিলটন, মেডিসন প্রমুখ লেখকদের উদারনৈতিক ধ্যানধারণা সম্বলিত 'Federalist papers', যার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সংশোধনে স্থান পায় Bill of Rights বা অধিকারের সনদ। আবার গত শতকে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বের নানা প্রান্তে ঔপনিবেশিক যেসব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শাসন প্রণালী উঠতে শুরু করল তা ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হুবহু প্রতিলিপি নয়। হওয়া সম্ভব ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে ওইসব দেশে যেহেতু সমাজ সাংস্কৃতিক পটভূমিতে উদারনীতিবাদী চিন্তাচেতনার স্বকীয় স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে নি তাই ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকরণে যে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের সূচনা হয় তা অচিরেই নানা অসংগতি ও অন্তর্নিহিত স্ববিরোধীতার মুখে পড়ে হয় নিজেদের স্থায়িত্ব হারাল, অথবা ব্যবস্থাগত বিকৃতি (Systemic abberation)-র শিকার হল। তবু মানতেই হবে, এইসব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের আইনগত ও রাজনৈতিক সমতার নীতি এবং সংবিধানের উল্লেখিত মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোষণা উদারনৈতিক ভাবাদর্শেরই প্রেরণাজ্ঞাত।

বস্তুত বিগত প্রায় দুই শতকের বেশি কাল উদারনীতিবাদের যাত্রা পথে বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত চিন্তাভাবনার বহুবিধ নির্মাণ, বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া ও নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষার প্রয়াস হয়েছে। Classical democracy থেকে Protective Democracy, Developmental Democracy থেকে Peoplis Democracy, Inclusive Democracy থেকে Participatory Democracy— এমন নানা ধাঁচের (model) গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক নির্মাণ ও রূপায়ণ প্রয়াসের পরীক্ষা নীরিক্ষা হতে দেখা গেছে। কিন্তু বোধ বিচারে John Lobe থেকে John Rawls পর্যন্ত

কেউই আধুনিক গণতন্ত্রকে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, অসফলতা থেকে মুক্ত করতে পারেন নি। প্রকৃত বিচারে, এই দুর্বলতা ও অসফলতার বীজ লুকিয়ে আছে মতাদর্শগতভাবে উদারনীতিবাদেরই গভীরে।

১.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) উদারনীতিবাদের মূল অন্তর্বস্তু ও তার বিকাশমান রূপগুলি কি কি?

খ) উদারনৈতিক সমাজের অর্থনৈতিক পটভূমির পরিচয় দিন।

গ) উদারনীতির ভাবাদর্শের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি কেমন ছিল?

ঘ) উদারনীতির মতাদর্শের সঙ্গে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের কি সম্পর্ক?

১.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Farrelly, Colin. (2003). *Introduction to Contemporary Political Theory.* Sage.

ii. Gray, John. (1998). *Liberalism - Concepts in Social Thought.* Open University Press.

iii. Hampton, Jean. (1997). *Political Philosophy* . Oxford: Westview Press.

iv. Heywood, Andrew. (2003). *Political Ideologies - An Introduction.* Palgrave Macmillan.

v. Bronowski, Jacob., & Mazlish, Bruce. (1960). *The Western Intellectual Tradition: From Leonardo to Hegel.* New York: Harper & Brothers.

vi. Macpherson, C. B. (1977). *The Life and Times of Liberal Democracy.* New York: Oxford University Press.

পাঠক্রম : ১.২

Unit-2

আধুনিক উদারনীতিবাদ : জন রলস্—রবার্ট নোজিক
Contemporary Liberalism: Rawls and Nozick

বিষয়সূচি :

২.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ জন বোর্ডলি রলস্ (১৯২১-২০০২) :

২.৪ রলস্‌ের তত্ত্বের সমালোচনা :

২.৫ রবার্ট নোজিক (১৯৩৮-২০০২) :

২.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

২.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

২.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটির মাধ্যমে পাঠক জন রলস্-এর আধুনিক উদারনৈতিক তত্ত্বের সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। এই এককটির দ্বিতীয় অংশের মাধ্যমে পাঠক রবার্ট নোজিক-এর ন্যূনতম রাষ্ট্রতত্ত্বের বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

২.২ ভূমিকা :

রাজনীতি শাস্ত্রে দীর্ঘ সময় ধরে যে তত্ত্বটি আলোচনার ভরকেন্দ্রে রয়েছে, তা হল উদারনীতিবাদ। ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসানের অব্যবহিত পর্বে যে তত্ত্বটি রাষ্ট্র দর্শনের আলোচনায় গুরুত্ব পেতে শুরু করে তা হল উদারনীতিবাদ। অনেকে এমন মন্তব্যও করেন যে, উদারনীতিবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটে। একেবারে সূচনা লগ্নে উদারনীতিবাদ ছিল এক ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ, যা চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদ, সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির বিপরীত আচরণে আগ্রহী ছিল, এবং একই সঙ্গে সাংবিধানিক আইন ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিকাশে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিল। উদারনৈতিকতা (লিবারালিজম) কথাটি এসেছে স্পেনীয় ভাষায় ব্যবহৃত 'লিবারালেস' শব্দটি থেকে। উনিশ শতকে প্রথমদিকে স্পেনে 'লিবারালেস' নামে একটি রাজনৈতিক দল সাংবিধানিক শাসনের, সীমিত ক্ষমতার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে আন্দোলন করে। উনিশ শতকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সীমিত রাষ্ট্রের দাবিই যেভাবে রাষ্ট্র দর্শনের মুখ্য বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, তাই ইংল্যান্ড তথা পাশ্চাত্য রাষ্ট্র দর্শনে উদারনীতি রাষ্ট্র তত্ত্ব নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করলে, পরবর্তীকালে আধুনিক উদারনীতিবাদের প্রকৃতি অনুধাবন করতে আমাদের সুবিধা হয়।

(ক) যদিও জন লকের হাতে প্রাথমিকভাবে এটি একটি রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হয়, অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিষয়টি একটি বিশিষ্ট মতাদর্শ রূপে পরিচিত হয়ে ওঠে যা পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত করে।

(খ) রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্বের মধ্যে যে দমবন্ধ হয়ে ওঠা পরিবেশ ছিল, এই মতবাদ ব্যক্তিকে তার থেকে মুক্তি দেয়। রাষ্ট্রের বিপুল ক্ষমতার মাঝেও নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতা স্বীকারের একটা পরিসর তৈরি হয়ে উঠে।

(গ) উদারনীতিবাদ শুধু যে একটি উদারনীতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম দেয় তা নয়, সমাজের স্বাধীনতা, সমতা এবং ন্যায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।

(ঘ) উদারনীতিবাদই সর্বপ্রথম দুটি বিপরীত ভাবনা কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় চরমতার সাথে সাথে ব্যক্তির স্বাধীনতার এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ ঘটায়, এ বিষয়ে জন লক, জেমস্ মিল, জেরেমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, টমাস হিল গ্রীন, জন মেয়নার্ক কেইনস, উইলিয়াম বেভারিজের প্রাথমিক ভূমিকা এবং পরবর্তীতে লিন্ডসে, লাস্কি, ম্যাকাইভার, আর্নেস্ট বার্কারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে হয়। এদের সকলেরই একটি মৌল বিশ্বাস ছিল, যে রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার উর্দ্ধে মানুষের অধিকার অগ্রাধিকার পাবে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রারম্ভিক জনকল্যাণমুখী তত্ত্বকে অস্বীকার করে উদারনীতিবাদের নব ব্যাখ্যাকার রূপে আবির্ভূত হন এফ. এ ভন হায়েক, ইশাইয়া বার্লিন, মিল্টন ফ্রিডম্যান এবং রবার্ট নোজিক আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের ভিন্ন মত হলেও, যে বিষয়ে তাঁরা সকলেই সহমত ছিলেন, তাহল, ব্যক্তি নিজেকে নিজের কাছে তখনই মুক্ত মনে করবে, যখন একটি মুক্ত বাজার তার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হবে, এবং যেখানে রাষ্ট্র একজন রাতপ্রহরীর মতো পাহাড়া দেবে, যার মূল কাজ হবে ন্যায় এবং প্রতিরক্ষার উপর নজরদারী। এই অর্থে, নব উদারনীতি বা আধুনিক উদারনীতির মূল নীতি হয়ে দাঁড়ায় (ক) মুক্ত বাজারের আর্থিক নীতি; (খ) রাষ্ট্রের সতর্কতামূলক, কিন্তু ন্যূনতম প্রহরা ব্যবস্থা। কিন্তু যে দুটি বিষয় নব উদারনীতিবাদে সর্বাপ্রেক্ষা উচ্চকিত হয়, যে দুটি হল 'ব্যক্তি' ও 'বাজার'। আধুনিক উদারনীতিবাদীরা চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী। আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও মুক্ত বাজার এঁদের মূল্য বিবেচ্য বিষয়। এঁরা মনে করেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সংঘাতে সবসময়ই রাষ্ট্রের প্রতি পক্ষপাত দেখা গেছে। ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্ব উপলব্ধিকে চরম অবমাননা করেছে; ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমানা তাই সংকুচিত করা উচিত। আধুনিক উদারনীতিবাদীরা মনে করেন, নিয়ন্ত্রণহীন বাজার ও ধনতন্ত্র ব্যক্তির ও ব্যক্তি সমাহারের উন্নয়ন, দক্ষতা ও কল্যাণ সাধন করতে পারে। এই তত্ত্ব আবার থ্যাচারিজম ও রেগানিজম্ নামে প্রচলিত। ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধানই মনে করেছেন যে, সমাজ বলে কিছু নেই, আছে শুধু ব্যক্তি ও তাদের পরিবার; এঁরা মনে করেছেন, ব্যক্তির নিজ দায়িত্ববোধ বাড়লে এবং ব্যক্তি স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করলে তার স্বাধীন উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে আধুনিক ব্যক্তি স্বাধীনতাও সুরক্ষিত হবে। রাষ্ট্রকে "NANNY STATE" এই অ্যাখ্যা দিয়ে এই তত্ত্ব বলতে চায় রাষ্ট্র নির্ভরতার সংস্কৃতি কার্যত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে, এবং বাজারে আপন পছন্দের স্বাধীনতাকে ব্যহত করে। এর বিপ্রতীকে স্বনির্ভরতা, ব্যক্তির দায়িত্ব, ব্যক্তিগত উদ্যোগের পরিসর বৃদ্ধি পাবে। ফলে, সরকারি উদ্যোগের তুলনায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বেসরকারি উদ্যোগকে গুরুত্ব দেওয়া হল। এক কথায় বলা হল, বেসরকারি উদ্যোগ উত্তম, আর সরকারি উদ্যোগ অনুত্তম, খারাপ।

আসলে বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৩০'র দুনিয়াজোড়া গ্রেট ডিপ্রেশন, অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলার জন্য ওই সময় ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড (John Maynard Keynes) কেইনস্ যে তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, তা হল, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে তৎপর হতে হবে নানা প্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আর পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার বিষয়ে তৎপর হতে হবে। এই নীতি মূলত উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের নিউ ডিল

(Neo Deal) নীতি থেকে উদ্ভুত। আবার এই নীতি থেকে চল্লিশের দশকে ইংল্যান্ডে বেভারিজ পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। এর মূল কথা ছিল ব্যক্তিগত মালিকাধীন পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির সহাবস্থানে মিশ্র অর্থনীতি জাত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

১৯৩০'র দশকেই কেইনসীয় মডেলের বিরুদ্ধাচরণ করেন ফ্রিডরিশ ভন হায়েক, ১৯৪৪ সালে "The Road to Serfdom" গ্রন্থে তিনি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র এবং টোটালিটারিয়ান বা সামগ্রিকতাবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই বলে উল্লেখ করেন। আর্থিক-সামাজিক-সংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের নীতির তিনি সমালোচনা করেন। ১৯৬০-এ হায়েক খেলেন, "The Constitution of Liberty" এবং ১৯৭৮-এ লেখেন "Law Legislation and Liberty"। এই দুটি বইতেই হায়েক রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের ও সীমিত সাংবিধানিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তির সার্বভৌম অবস্থান নিয়ে এক যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন। হায়েকের মতে রাষ্ট্র পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দ্বারা পরিবেশিত রাষ্ট্রীয় (সরকারি) কর্মসূচি শুধু ব্যয় সংকুল নয়, অনুৎপাদনশীলও বটে। এতে নাগরিকের করের বোঝা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ সঞ্চয় কমে যায় এবং উৎপাদনে বিনিয়োগ যোগ্য মুলধন হ্রাস পায়। সর্বোপরি বেসরকারি উৎপাদন সংস্থাগুলিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুযোগ ন্যূনতম মাত্রায় পৌঁছায়।

এই আধুনিক উদারনৈতিক তত্ত্বে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক অবাধ পুঁজি সঞ্চালনের পক্ষে সওয়াল করা হয়। এই গতি ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি তো ঘটায়ই, সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকেও শিথিল করে। ব্যক্তির পছন্দের স্বাধীনতা ও পৌর স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য, প্রশাসনিক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, আর্থিক অপরাধ, আর শ্রমজীবিদের নিস্পৃহতা দূর হয়; মুক্ত বাজার পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে আধুনিক উদারনীতিবাদ কতকগুলি ধারণার জন্ম দেয়, সেগুলি হল—(ক) ন্যূনতম রাষ্ট্র, (খ) পুনরুজ্জীবিত সক্রিয় নাগরিক সমাজ, (গ) পারস্পরিক স্বতস্ফূর্ত বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক পুঁজি এবং (ঘ) বাজারনীতি ভিত্তিক গণতন্ত্র।

আধুনিক উদারনীতিবাদী ধারণার দুই মুখ্য সমসাময়িক পরস্পর পরস্পরের সমালোচক ও পরিপূরক হলেন জন রলস (১৯২১-২০০২) এবং রবার্ট নোজিক (১৯৩৮-২০০২) জন রলস্ এর আধুনিক উদারনীতিবাদী তত্ত্ব আরও বিকশিত হয়েছে তাঁর সামাজিক ন্যায়ের ধারণায়। রবার্ট নোজিক আধুনিক উদারনীতিবাদী তত্ত্ব এর বিকাশে জন রলস্-এর সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে সমালোচনা ও পর্যালোচনাও করেছেন। আলোচনায় সুবিধার্থে আমরা আগে জন রলস্ ও পরে রবার্ট নোজিকের আধুনিক উদারনীতিবাদের ব্যাখ্যার পর্যালোচনা করব।

২.৩ জন বোর্ডলি রলস্ (১৯২১-২০০২) :

জন রলস্-এর ''দি থিয়োরি অফ জাস্টিস্'' গ্রন্থটি (১৯৭১) আধুনিক উদারনীতি ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রেক্ষিতে ন্যায়ের ধারণাটিকে একটি স্পষ্ট অবয়ব দিয়েছে। জন রলস্ অন্তর্বিষয়ক পাঠের সৃজনশীল গবেষক মূলত সামাজিক চুক্তির তত্ত্বে বিশ্বাসী জন লক, রুশো, এবং কান্টের দর্শনের সমাহার ঘটিয়ে তাঁর সামাজিক ন্যায় এর তত্ত্ব নির্মাণ করেন। চুক্তিবাদী তত্ত্বে আইনকে তখনই 'ন্যায়' বলা যায়, যখন সমঅধিকারের প্রেক্ষিতে মুক্ত মানুষেরা সে বিষয়ে সহমত হয়ে ওঠেন। এই যুক্তি অনুযায়ী ন্যায়ানুগ হতে হলে আইনকে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের উপযুক্ততায় নয়, সকলের সাধারণ কল্যাণের উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। জন রলস্-এর এই ধারণা অনুযায়ী উদারনীতিগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমতাবাদী ভাবনার সহ অবস্থান সম্ভব। রলসের মতে সম্ভাব্য এই ধারণা ন্যায়নীতি সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সামাজিক মঙ্গলের ধারণা কখনই নৈতিক মূল্যবোধ বর্জিত হতে পারে না, এবং মূল্যবোধহীন কোনও তত্ত্বই রাষ্ট্র ভাবনায় গ্রাহ্য হয় না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭১ সালে তাঁর গ্রন্থে ''এথিয়েরি অফ জাস্টিস" প্রকাশের মধ্যে দিয়ে রলস্ তাঁর বণ্টন মূলক ন্যায়ের ধারণার প্রকাশ ঘটান এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের উদারনৈতিক নীতির সঙ্গে সামাজিক ন্যায়ের নীতির সমন্বয় ঘটান। রলসের ন্যায়নীতির কেন্দ্রীয় অবস্থান জুড়ে রয়েছে, ''প্রারম্ভিক অবস্থান" (Original Position) ও অজ্ঞতার আড়াল। (veil of ignorance) রলসের ভাবনা অনুযায়ী ন্যায় নীতি যা ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে, ব্যক্তির সামাজিক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে তার একটি অনুমান সাপেক্ষ চুক্তির উৎস আছে।

চুক্তিবাদীদের মতন রলস্ অনুমান করেন চুক্তিতে প্রবেশ করার আগে মানুষ থাকে এক প্রারম্ভিক অবস্থানে, সেখানে সে অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও সীমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই প্রারম্ভিক অবস্থানের মানুষ সমাজে তার অবস্থান, মর্যাদা সম্পর্কে কিছুই জানে না। সামাজিক সম্পদ বণ্টনে তার অংশ কী, এমনকি নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি বিবেচনার শক্তি কোনও কিছুই সম্পর্কেই সে অবহিত নয়। ন্যায়ের নীতি এই ধরনের অজ্ঞতার আড়াল থেকেই গৃহীত হয়। এই অজ্ঞতার আড়ালের জন্যই মানুষ নিজের স্বার্থকে অন্যদের স্বার্থের থেকে আলাদা করতে পারে না। তাই ন্যায় নীতি হয়ে দাঁড়ায় নৈতিকতা ভিত্তিক আলাপ-আলোচনার ফল, এবং তাই ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে, পক্ষপাতিত্বকে উপেক্ষা করতে পারে। ন্যায়নীতির প্রারম্ভিক অবস্থান সমূহের সম্পূর্ণ ঐক্যমতের পরিচয় দেয়। ব্যক্তিরা যদি না জানতে পারে যে তারা কি হতে যাচ্ছে, বা কি পেতে যাচ্ছে, তাহলে তারা তাদের জীবনে ও সমাজে নিয়ন্ত্রন আনার জন্য ন্যায্যতার নীতিকেই, ফেয়ারনেসকেই বেছে নেয়। রলস্ ন্যায় নীতিকে তাই ন্যায্যতা বা ফেয়ারনেস বলে গ্রহণ করেন। রলস্ অজ্ঞতার আড়ালের এই নীতির দ্বারা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে ন্যায়ের নীতির যেন বিকৃত না হয়, পক্ষপাতপূর্ণ না হয়, বাস্তব সমাজের নানাবিধ বৈষম্যের ফলে যে ''কনটিন জেনসিস"-এর আবির্ভাব ঘটে, তাকে প্রতিহত করে এই ন্যায় নীতির ন্যায্যতা।

রলসের মতে জন কল্যাণের ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞতার সাথে স্বাধীনতার এক যোগসূত্র রয়েছে। জনকল্যাণের ধারণা গড়ে তোলার উপর রলস্ খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন কোনও কল্যাণের ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জনগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে, সক্রিয় হবে ও পরিবর্তন ঘটাবে। রলস্ এই নৈতিক দাবি উপস্থাপন করেন যে ন্যায়নীতির চিন্তার ক্ষেত্রে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা। এক্ষেত্রে রলস্ সম্পূর্ণতই কান্টীয় ধারণার অনুসারী।

অজ্ঞতার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু কিছু বিষয় বিবেচনা করতে পারবে। ব্যক্তিরা জানবে সমাজে বস্তুসমূহ অপ্রতুল, আর এই অপ্রতুলতা সমাজে প্রতিযোগিতার জন্ম দেবে। পরার্থরতা বা সহমর্মিতা কখনই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটাতে পারবে না। তাই প্রয়োজন এমন এক ন্যায়ের ধারণা যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে বলবৎ হবে। এভাবেই ন্যায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হবে। অজ্ঞতার আড়ালের মধ্যে থেকেও মানুষ জানতে পারবে কিছু প্রাথমিক বস্তুর কথা। প্রাথমিক বস্তু সমূহের মধ্যে রয়েছে সম্পদ, মর্যাদা, সুযোগ সুবিধা, আত্মসম্মান, স্বাধীনতা, তাই ন্যায়ের ধারণার বাধ্যবাধকতার মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রস্তুত হয়। এবং তা হয় সাধারণ বোধগম্য, প্রকাশ্য এবং সর্বজনীন। রলসের মতে এই ন্যায় নীতি গড়ে উঠবে ''ম্যাক্সিমিন" বিধিকে অনুসরণ করে। কার্যত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখেই তিনি রাজনৈতিক বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব অর্পণ করেন। রলসের মতে সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নটি তাই ঈপ্সিত সামাজিক বস্তু কিভাবে বণ্টিত হবে, তার উপরেই নির্ভরশীল। রলস্ বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য দুটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন, নীতিগুলি হল—

(ক) প্রত্যেক ব্যক্তি ততটাই অধিকার ভোগ করার স্বাধীনতা পাবে, যতটা সেই অধিকার ভোগের স্বাধীনতা অন্যেরা পাবে।

(খ) সামাজিক এবং আর্থিক অসমতা দূর করার ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, ন্যূনতম সুবিধা প্রাপ্ত মানুষের অধিকতর সুযোগ প্রাপ্তির অবকাশ থাকে, এবং প্রত্যেক দপ্তরে যে কোনও অবস্থায় সমান সুযোগ সুবিধা পাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে।

প্রথম নীতিটি সাম্যের সনাতনী উদারবাদী দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয়টি তথাকথিত ''ভিন্নতার নীতি''র দিক নির্দেশ দেয়, যা সামাজিক সমতার বিষয়টির যাথার্থ্য প্রমাণ করে। বস্তুগত অদক্ষতাকে দূরীভূত করতে রলস্ আর্থিক সামঞ্জস্য বিধানের প্রতিই দৃষ্টি দিয়েছেন। বস্তুগত অসমতা তখনই অনিন্দনীয়, যখন তা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উপকারে লাগে। রলস্ের সমতার তত্ত্ব মানুষের প্রয়োজনের কার্যকরী বিশ্লেষণের তুলনায় চুক্তিবাদী তত্ত্বেই বেশি আস্থাশীল। রলস্ সনাতনী উদারপন্থীদের মতন বিশ্বাস করতেন মানুষ যুক্তিপূর্ণভাবেই স্বার্থমগ্ন, তবে তিনি এবার সম্পদের সমাজ ভিত্তিক বণ্টনের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন যাকে অনেকেই ''ফেয়ার'' বা ন্যায্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

রলসের মতে উদারনৈতিক রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কোনও সর্বাঙ্গীন, নিবিড় মতবাদের উপর ভিত্তি করে নয় বরং কল্যাণের কোনও এক অনিবিড় ধারণার উপর আস্থা রেখে। উন্নত সমাজগুলিতে এই ধরনের সর্বাঙ্গীন মতবাদের বিষয়ে মানুষে মানুষে মতামতের ভিন্নতা স্পষ্ট। কিন্তু স্বাধীনতাও সাম্যের মতো উদারনীতিবাদের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধগুলির ক্ষেত্রে সমাজে একধরনের সার্বিক ঐক্যমত গড়ে ওঠে। তাই বলা হয় এই নীতিগুলি কোনও দর্শন বা অধিবিদ্যার সাথে যুক্ত নয়।

রলসের এই ন্যায় নীতির ধারণা কার্যত উদারনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এর প্রথম অংশে রয়েছে স্বাধীনতার ধারণা। দ্বিতীয় অংশটিতে আছে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমতাভিত্তিক বণ্টন; যা সম্পূর্ণভাবেই বাজারের সার্বভৌমত্বের ধারণার বিরোধী। ফলে, বোঝা যায় রলসের এই তত্ত্ব অনেকটাই জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের তত্ত্বের অনুরূপ। এই বণ্টনের নীতিটিকে নোজিকের মত উদারপন্থীরা আক্রমণ করেন। তাঁরা মনে করেন, রলস্ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টিকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার কৌমবাদীরা রলসের চিন্তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ধারণা ও ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টিকে সমালোচনা করেছেন।

রলসের দ্বিতীয় নীতি মূল কথা হল সকলের জন্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায় সম্মত সমতা। এই বিষয়টিকে রলস্ ''ম্যাক্সিমিন'' ও 'ডিফারেন্স প্রিন্সিপল' নামে আখ্যা দিয়েছেন। সমাজে আর্থ-সামাজিক অসমতা এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে সাধারণ যুক্তিতেই সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ও কম সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষের উপকার হয়। এই নীতি অনুসরণ করলে যারা সব চাইতে কম সুবিধা পাচ্ছে, তারা সব চাইতে বেশি সুবিধা পাবে। শুধু তাই নয়, এই নীতির ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সুযোগ সুবিধা ভোগের যে প্রভেদ নীতি আছে, তার অন্তত কিছুটা অপসারিত হবে। প্রভেদ নীতির অন্য অংশের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, যাদের একই দক্ষতা, সামর্থ্য ও গুণ আছে তাদের জীবনযাত্রার বিকাশের সুযোগ একই ধরনের হওয়া ন্যায় সঙ্গত। নিছক আয়ের ভিত্তিতে সুযোগের পরিমাপ নির্ধারিত হলে, তা ন্যায় সঙ্গত হবে না।

রলসের এই দুই নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দুটি অগ্রাধিকারের বিধি। প্রথম বিধিতে, স্বাধীনতার গুরুত্ব সুযোগের সমতার থেকে বেশি। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক সুযোগ সম্পদ সমানভাবে বণ্টনের চাইতে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার নীতি অগ্রাধিকার পাবে। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার বিধিতে বলা হয়েছে সুযোগের ন্যায় সঙ্গত বণ্টন ব্যবস্থার দক্ষতার চাইতে অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ বণ্টন ব্যবস্থাকে দক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে ন্যায় সঙ্গত করতে গিয়ে কখনই যেন সবার জন্য সুযোগের ন্যায় সঙ্গত সমতা লঙ্ঘন না করা হয়। এর ফলে সমবণ্টন ব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিকে রোধ করা যাবে। রলস্ নিজেই স্বীকার

করেছেন (১৯৮০) যে তাঁর ন্যায় নীতির তত্ত্ব কোনও অধিবিদ্যার তত্ত্ব নয়, তা একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব। ন্যায় নীতির তত্ত্বে তিনি এমন এক ধরনের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন, যার মধ্যে সাম্যনীতির কিছুটা প্রতিফলন থাকবে।

২.৪ রলস্‌ের তত্ত্বের সমালোচনা :

উদারনীতির সমর্থক এবং তার বিপ্রতীক অবস্থানকারী তাত্ত্বিকরা অনেকেই রলসের তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন।

রলসীয় তত্ত্বে যে প্রারম্ভিক অবস্থানের কথা বলা হয়েছে তা চুক্তিভিত্তিক কিনা সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অজ্ঞতার ঘেরাটোপের ধারণানুযায়ী প্রারম্ভিক অবস্থানে সকলেই অভিন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। ফলে তারা দরকষাকষি করতে পারে না। আবার ন্যায় নীতির দুটি নীতিকে গ্রহণ করার সঙ্গে চুক্তির কোনও সম্পর্ক নেই। গ্রহণীয় নীতি যদি চুক্তির উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহলে রলস্‌ের তত্ত্ব আর চুক্তিভিত্তিক থাকে কী?

রলস্‌ তাঁর ভিন্নতার নীতির সমর্থনে বলেছেন, প্রারম্ভিক অবস্থানে চুক্তিকারীরা নিম্নতমের চাইতে কতটা বেশি পেলেন, সে ব্যাপারে মাথা ঘামান না। আবার রলস্‌ বলেছেন, যে প্রারম্ভিক অবস্থানে মানুষ প্রত্যেক সামাজিক প্রাথমিক জিনিসগুলি বেশি সম্ভব পাওয়ার জন্য দরকষাকষি করে চুক্তি করে। এই ধারণা দুটি পরস্পর বিরোধী।

রলস্‌ অজ্ঞতার ঘেরাটোপ ধারণাটি ব্যবহার করেছেন, এই অর্থে যে চুক্তিকারীদের নিজেদের স্বার্থ ও প্রকৃতি অভিন্ন। কিন্তু স্বার্থের ভিন্নতা না থাকলে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা কী? রলস্‌ যুক্তির এই ফাঁকে আটকে গেছেন।

রবার্ট নোজিকের মতে রলসীয় ন্যায়তত্ত্বে ব্যক্তি অরক্ষিত থেকে গেছে। নোজিকের মতে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োজন তার নিজস্ব সম্পত্তি ও প্রতিভাকে রক্ষা করার জন্য। সমাজের সমষ্টির মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োজন হয় না। নোজিকের মতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত কম হয়, ততই ভালো।

রলস্‌ের বণ্টন নীতির সমালোচনা করে রোনাল্ড ডোয়ারকিন (রক্ষণশীল সাম্যবাদী) বলেছেন, সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করা উচিত যাতে, প্রত্যেকে ততটুকুই পাবে যার ফলে সে যতটুকু পাবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। সম্পদের বণ্টন সমান হওয়া উচিত নয়।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, লিঙ্গ ভেদ দূর এবং সার্বিক স্তরে দারিদ্র দূর করতে পারলেই সাম্য প্রতিষ্ঠা পাবে। রলসের ন্যায় নীতি ভিত্তিক সমতা এসবের দিকে তিনি নজর দেননি।

রলসের মূল সমালোচক হলেন, কৌমবাদীরা (চার্লস টেলার, মাইকেল ওয়ালজার, মাইকেল স্যান্ডেল ও অ্যালাসডেয়ার ম্যাকাইনটায়ার) ১৯৮০'র দশকেই কৌমবাদীদের সঙ্গে স্বত্তার ধারণা, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, ন্যায় নীতির সর্বজনীন প্রয়োগ এসব বিষয়ে বিতর্ক দানা বেঁধে ওঠে। কৌমবাদীদের মতে রলসের 'ব্যক্তি' মানুষ শূন্যগর্ভ। রলস সমাজের গুরুত্ব স্বীকার করেননি। অথচ সমাজই ব্যক্তির আত্মসচেতনতা, তার জীবনের লক্ষ্য, তার আত্মপরিচিতি তৈরি করে দেয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণ রাজনীতির মূল লক্ষ্য; ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের কোনও সক্রিয় ভূমিকা কাম্য নয়।

নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা বলেন, যে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য থাকার ফলে সমাজ এতটাই বিকৃত ও অক্ষম যার জন্য কোনও ধরনের ন্যায় নীতির তত্ত্বই নারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

মার্কসবাদীরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক বিচারে আগ্রহী, রলসের ন্যায় নীতি সম্মত সমাজ গঠনে তাদের আগ্রহ দেখা যায় না। রলসীয় ন্যায় তত্ত্বে যে ভিন্নতার নীতি'র মাধ্যমে সমাজবাদের আভাস দেওয়া হয় তার ভিত্তি হল মুক্ত বাজার ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা, যা মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন না।

জন রলসের উদারনীতিবাদ ও ন্যায় নীতি তত্ত্বের সঠিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ঠিকই, তবে স্বীকার করতেই হয় রলসের তত্ত্বেই প্রথম স্বাধীনতা, সাম্য ও সমাজের আত্মসম্পর্ক নিয়ে গভীর আলোচনা করা হয়। রলসের তত্ত্বের মূল কথা হল কোনও আইনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তা কতটা ন্যায় নীতি সম্মত তার উপর এবং তার ন্যায় নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় যখন স্বাধীন মানুষ তাদের সম অধিকারের অবস্থানে দাঁড়িয়ে সেই আইনটি মেনে নিতে রাজি হয়। রলসের তত্ত্বে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়ে সাম্যের পরিধি বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে, রলসের ন্যায় নীতি তত্ত্বে সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক, মুক্ত বাজার ভিত্তিক মানবিক ও সংবেদনশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটান জন রলস্। ১৯৭১ সালের পর থেকে নৈতিক দর্শন ও রাষ্ট্র দর্শনের ক্ষেত্রে যে সকল তাত্ত্বিক আলোচনা দেখা গেছে তার কোনোটিই রলসীয় তাত্ত্বিক প্যারাডাইমকে অস্বীকার করতে পারেনি। তবে, ১৯৯১'র নয়া উদারনীতির প্রেক্ষাপটে যে আর্থিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা রলসীয় উদারনীতিকে উপেক্ষা করেছে, এবং বিকাশশীল দেশগুলিতে (ভারতে) রলসের ভিন্নতার নীতি তত্ত্বের প্রয়োগ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। এই জন্যই বর্তমান সময়ে রলসীয় ন্যায় নীতিতত্ত্ব ও তাঁর রাজনৈতিক উদারনীতির বক্তব্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

২.৫ রবার্ট নোজিক (১৯৩৮-২০০২) :

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট নোজিক মূলত তার সহকর্মী জন রলস-এর সমতা ভিত্তিক রাজনৈতিক দর্শনের কঠোর সমালোচক হিসাবেই প্রাথমিক ভাবে পরিচিত। ১৯৮৪ সালে তাঁর ''এ্যানার্কি, স্টেট, এন্ড ইউটোপিয়া'' গ্রন্থে নোজিক রলসের তত্ত্বের বিরোধীতা করে বলেন, কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা আসলে এক প্রকার চৌর্যবৃত্তি, এবং কর আদায়ের বিষয়টি প্রায় বলপূর্বক শ্রম-এর সঙ্গে তুলনীয়। নোজিক মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বাগত জানিয়েছেন। ধনীদের থেকে কর আদায় করে দরিদ্রদের পুষ্ট করার যে সামাজিক রাজনৈতিক কর্মসূচি তা নোজিকের মতে ন্যায় নয়, কারণ রাষ্ট্র বলপ্রয়োগে অর্থ যোগাড় করে, নাগরিকরা স্বেচ্ছায় অর্থদান করেন না।

রবার্ট নোজিকের মুখ্য বক্তব্য নিহিত আছে সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বত্বাধিকার তত্ত্বে (Entitlement Theory)। জন লক, ইম্যানুয়েল কান্টের দর্শন এবং উনিশ শতকের আমেরিকান ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদী দার্শনিক লাইস্যানজার স্পুনার ও বেঞ্জামিন টাকার তার মতাদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। নোজিক তাঁর অ্যানার্কি, স্টেট এন্ড ইউটোপিয়া গ্রন্থে রলসের সামাজিক ন্যায় বিচার তত্ত্বের সমালোচনা করে 'ন্যূনতম রাষ্ট্র' (minimal state) এর ধারণার পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন। নোজিক টাকারের নৈরাজ্যবাদী ভাবনার রাষ্ট্র অবলুপ্তির ভাবনা সমর্থন করেননি, তাঁর মতামত ছিল ন্যূনতম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে। নোজিকের রচনার যে তত্ত্বটি বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার নাম ব্যক্তির স্বত্ত্বাধিকার তত্ত্ব। নোজিকের মতে প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র জীবন রয়েছে, অতএব প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এই ধারণা একটি যুক্তির জন্ম দেয়। অপরের স্বার্থে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা সমর্পন করার কোনও অর্থ নেই। একজনের জীবন অপরের সম্পদ বা সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উৎস হিসাবে গণ্য করা নীতিসম্মত যুক্তি নয়। অবশ্য কোনও ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় নিজের স্বার্থ অপরের জন্য ছেড়ে দিতে চান, সেটা অবশ্যই গৌরবের, কিন্তু জবরদস্তি করে আত্ম স্বার্থ বিসর্জনের দাবি নীতি সম্মত যুক্ত নয়। কেউ যদি সমষ্টিগত কল্যাণের

প্রশ্ন তুলে ব্যক্তি স্বার্থের অবলুপ্তি চায়, সেটি হবে ব্যক্তি সত্তার পৃথকত্ব বা স্বাতন্ত্রের বিরোধী। এই যুক্তিকে আশ্রয় করে নোজিকের প্রথম সিদ্ধান্ত যে প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার আছে যে সে তার নিজের জীবনকে কিভাবে পরিচালনা করবে নিজের স্বত্ত্বাধিকার কিভাবে ব্যবহার করবে, তা ঠিক করা। রাষ্ট্রীয় আইনের জোর জবরদস্তিতে যদি ব্যক্তিকে কাজ করতে হয়, তবে তা নিশ্চিত ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। নোজিক স্বত্বাধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিকই, তবে সম্মতি, স্বেচ্ছাকৃত হস্তান্তরকেও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর আপত্তি, আইনগত শাস্তির ভয় দেখিয়ে সম্মতি আদায় করা। নোজিকের মতে জীবনরক্ষা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মতো সম্পত্তি আহরণ ও রক্ষার স্বাধীনতা ও ব্যক্তির জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার। সম্পত্তির স্বত্বাধিকার প্রসঙ্গে নোজিকের বক্তব্য, সম্পত্তির অধিকার মূলত প্রাকৃতিক। একজন ধনী ব্যক্তি যদি অভাবিত কারণে আরও কিছু সম্পদ পেয়ে যান, তাহলে সেই স্বত্ত্বাধিকার অন্যায় নয়, যেহেতু তা ব্যক্তির সামর্থ বা চাহিদা ভিত্তিক নয়। এখন দেখতে হবে ওই ব্যক্তির স্বত্ত্বাধিকারের প্রশ্নটি ন্যায় সঙ্গত কিনা। স্বত্ত্বাধিকার যদি স্বেচ্ছাকৃত হাত বদল বা সম্পত্তি ভিত্তিক হয় তাহলে সেই স্বত্বাধিকার ন্যায় সঙ্গত। নোজিক তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে চুক্তির ধারণা ব্যবহার করে লিখেছেন যে রাষ্ট্রপূর্ব প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য অপরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল এবং রাষ্ট্রকে সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিল। মানুষ স্বেচ্ছায় জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে দিয়েছে। সুতরাং সেই দায়িত্ব অর্পণ ন্যায় সম্মত। রাষ্ট্রের কাজও সেখানে সীমিত-ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। সেই সীমা অতিক্রম করে রাষ্ট্র ন্যায় ভিত্তিক সম্পদ বণ্টনের অধিকারী নয়। ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্রের ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাই, নোজিকের বক্তব্য হল সামাজিক উপযোগের যুক্তি দেখিয়ে, রলসের ন্যায্যতা বা ফেয়ারনেসের যুক্তিতে ব্যক্তির জীবন যাপন প্রক্রিয়া ও সম্পত্তি ভোগদখলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়।

নোজিকের রাষ্ট্র তাই ন্যূনতম রাষ্ট্র (Minimal State)। ''ন্যূনতম রাষ্ট্র'' হল এমন রাষ্ট্র যার ক্ষমতা সীমিত। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এতটাই কম যে এর থেকে বেশি কম হলে, নৈরাজ্যের জন্ম হবে। ক্রিকেটিয় পরিভাষায় রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় নাইট ওয়াচম্যান বা রাতপ্রহরী রাষ্ট্র।

নোজিকের ভাবনা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুক্ত বাজারের অর্থনীতিকে স্বাগত জানিয়েছে। দক্ষিণপন্থী উদারনীতিবাদী হিসাবে তিনি ব্যক্তির সম্পত্তি ও সম্পদের অধিকারের দাবিকেই তাঁর মূল লক্ষ্য হিসাবে রেখেছেন। সমাজ সংগঠনের সাধারণ সামাজিক স্বার্থের অস্তিত্ব নোজিক অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি কোনও প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য মানতে রাজি হননি। রাষ্ট্রকে তিনি শুধুমাত্র সেইটুকু ক্ষমতাই দিতে চেয়েছেন, যেটুকু ক্ষমতা ব্যক্তির বিকাশে সাহায্য করবে। এই কারণেই তিনি রলসীয় বণ্টনের ন্যায় বিচার এর বিরোধীতা করেছেন। নোজিক বলেছেন সমাজের সামষ্টিক উদ্দেশ্য (Collective Purpose) সাধনের জন্য ব্যক্তির শক্তি সামর্থ ও প্রতিভা ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্যক্তির শক্তি সামর্থ ও প্রতিভা তার নিজস্ব সম্পদ, এবং কি উদ্দেশ্যে সে তা ব্যবহার করবে, সে ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। নৈরাজ্যবাদীরা নোজিকের এই মন্তব্য সমর্থন করে। কিন্তু নোজিক নৈরাজ্যবাদীদের মানেন না, কারণ নৈরাজ্য হলে যে কর্তৃত্ব উঠে আসবে, তাতে নোজিকের মতে ব্যক্তির স্বার্থ ও সম্পদ ক্ষুণ্ণ হবে।

নোজিক ন্যায়ের ঐতিহাসিক নীতি, এবং ন্যায় বণ্টনের কাঠামোগত নীতির মধ্যে বিভেদ করেছেন। ঐতিহাসিক নীতিগুলি অতীত ঘটনাসমূহ ও ঐতিহাসিক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ এই বণ্টন পদ্ধতি কিভাবে উদ্ভূত হল তার ভিত্তিতে সমতাভিত্তিক ন্যায়ের পথ উন্মুক্ত করে। নোজিকের মতে ন্যায় বণ্টনের কাঠামোগত সূত্রে সামাজিক ন্যায় ও মানুষের প্রয়োজনভিত্তিক পুরস্কার অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। নোজিকের লক্ষ্য হল সেই সব ঐতিহাসিক নীতিগুলিকে পরিচিত দেওয়া যার ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টনের ন্যার্য্য তাকে নির্দিষ্ট করা যায়। এ বিষয়ে তিনি তিনটি নীতির কথা ভেবেছিলেন প্রথমত: সম্পদ এতটা ন্যায়ভাবে

আহরণ করতে হবে, যাতে এর সঙ্গে চৌর্যবৃত্তি বা ন্যায়ের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না জড়িত থাকে। দ্বিতীয়ত: ন্যায় পদ্ধতিতে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে সম্পদ বণ্টিত হবে। তৃতীয়ত: এই বণ্টন পদ্ধতিতে যদি অন্যায় ঘটে তবে তা অতিশীঘ্র সংশোধন করতে হবে। নোজিকের মতে এই তিনটি নীতি মেনে চললেই সম্পদ ও পুরস্কার বণ্টনের অসমতা অস্বচ্ছতা দূর হবে। অন্যান্য অনেক লিবারটেরিয়ান রাজনীতিবিদদের মত নোজিক সম্পদের পুণর্বণ্টনের নৈতিক ভিত্তিতে বিশ্বাস করতেন না। ধনীর হাত থেকে দরিদ্রের কাছে সম্পদ বণ্টন, সে একটি সমাজের মধ্যে বা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজ যেখানেই ঘটুক, তা নিছকই ব্যক্তিগত অনুদান এবং সম্পূন্নতই ব্যক্তিগত পছন্দের উপরেই নির্ভরশীল যার মধ্যে কোনওরকম নৈতিক দায় নেই।

নোজিক তাঁর গ্রন্থে এক ধরনের নিজস্ব কল্পনাশ্রয়ী, ইউটোপিয়ার ছবি আঁকতে চেয়েছেন। ন্যূনতম রাষ্ট্রে এক ধরনের বহুত্ববাদী ইউটোপিয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক ধরনের Metautopia যেখানে মানুষেরা স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং নিজেদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কাজ করে। বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহে মানুষ মুক্ত মনে যোগদান করে যদি পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার করে নেয়, তবে নোজিকের ন্যূনতম রাষ্ট্রে কোনও ব্যক্তিই তার ইউটোপিয়ান ভাবনা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব নিয়মনীতি আছে, যার উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও আদেশ জারি করা যায় না। নোজিকের এই ন্যূনতম রাষ্ট্রের ভাবনা উদারনীতি পণ্ডিত মহলে সাড়া ফেলেছিল। আজকের প্রভূত উদারবাদী সংস্থা ও সংগঠন নোজিকের এই বক্তব্যের সমর্থনেই নিজেদের পুষ্ট করেছে। রাষ্ট্রের কাজ এদের ন্যূনতম দাবি অধিকার সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে সক্রিয় থাকা, রাষ্ট্রের কাজ হিংসা, চৌর্যবৃত্তি ও চুক্তিভঙ্গের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রণ মীমাংসাকারী মধ্যস্থতাকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করা। এক্ষেত্রে নোজিক প্রায় জন লকের অধিকার সংরক্ষণকারী রাষ্ট্রের কথাতেই ফিরে গেছেন। নোজিকের মতে রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য আয়কর ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং তা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু নূন্যতম রাষ্ট্রের নিজস্ব ব্যয় নিবার্হ কিভাবে হতে পারে সে ব্যাপারে নোজিক কোনও মন্তব্য করেননি।

নোজিকের উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল কথা হল ব্যক্তির অধিকারের ধারণা; এই অধিকারগুলি প্রাকৃতিক অধিকারের পর্যায়ভূক্ত। কারণ এগুলি পারস্পরিক আলোচনা বা সমঝোতা থেকে উদ্ধৃত হয়। ব্যক্তির সম্পত্তি সাপেক্ষে অধিকারগুলি তার হাত ছাড়া হতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো এগুলিও মৌলিক। আত্মরক্ষার মতো, ব্যক্তি সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষা করতে পারে। নোজিক বলেছেন নূন্যতম রাষ্ট্রে নাগরিকেরা নিজেদের কিছু অধিকার ত্যাগ করে একটি পারস্পরিক রক্ষা সমিতি তৈরি করেছেন। তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করার জন্য। তাঁর কল্পিত নূন্যতম রাষ্ট্রের সঙ্গে এই ধরনের স্বেচ্ছামূলক সঙ্ঘ সমিতি সঙ্গতিপূর্ণ। নোজিকের যুক্তি হল মানুষ বাঞ্ছনীয় জীবন যাপনের একটা বৃহত্তর ধারণা গ্রহণ করে, তবেই তার সঙ্গে যুক্তিবাদী স্বাধীনতার ইচ্ছাশক্তি, নৈতিক ভূমিকার একটি সামঞ্জস্য বিধান হয়। ব্যক্তির অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হলে জীবনের অর্থও থাকে না। নৈতিকতার সঙ্গে অধিকারের সামঞ্জস্য বিধানই ন্যূনতম রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। কোনও রকম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার তিনি পক্ষাপাতী ছিলেন না। এই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবেই মার্কসবাদের বিরোধী। কিন্তু সামাজিক স্বার্থে ও সামাজিক উপযোগিতার কারণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কেন প্রয়োজন ভিত্তিক খর্ব করা হবে না, এ বিষয়ে নোজিক কোনও মন্তব্য করেননি। মার্কস দেখিয়েছেন কিভাবে ব্যক্তির 'সম্মতি' বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে সীমিত ও বিঘ্নিত হয়। নোজিক মার্কসবাদী যুক্তির কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নি।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে আদর্শ ও সম্পদ বণ্টনের রলসীয় নীতি বিরোধিতা করে নোজিক তাঁর অধিকার ভিত্তিক সামাজিক ন্যায় বিচারের তত্ত্ব হাজির করেছেন। আবার তিনি নৈরাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় ভাবনা বিরোধীও। কারণ ব্যক্তিস্বার্থ প্রণোদিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা দেখা দিলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন হয়। তাই অনেকে রলস্‌কে সাম্যপন্থী

(বামপন্থী) উদারনীতিক আর নোজিককে মুক্তিবাদী দক্ষিণপন্থী উদারনীতিক বলে আখ্যা দেন। রলসের বিরুদ্ধে নোজিকের প্রধান সমালোচনা হল রলস্ ব্যক্তির 'সৃষ্টিশীল আত্মস্বাতন্ত্র্য (creative self) স্বীকার করেন নি। নোজিক মনে করেন রলসীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার হাত থেকে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারেনি। নোজিক চেয়েছেন প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিভা বা সম্পদ নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। একবিংশ শতকে অনেকেই নোজিকের বক্তব্যের সারবত্তা দেখতে পাচ্ছেন। বাজারী অর্থনীতি প্রসূত নব্য উদারনীতিবাদে পুষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নোজিকের বক্তব্যের সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যায়। এই সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব দেখা যায়, নোজিকের মতে, তার ব্যাখ্যা হল, ''আপেক্ষিক বঞ্চনা'' (Relative Deprivation)।

জন স্টুয়ার্ট মিল, গণতান্ত্রিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তির বাহ্যিক স্বাধীনতার যে বিপদ দেখেছিলেন, নোজিক তাকে মেনে নিয়েই বলেছেন ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দের জীবনধারা বেছে নেওয়ার অধিকার আছে। তথাকথিত 'সামাজিক কল্যাণের' যুক্তির উপর তিনি ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। লকের সম্পত্তির অধিকারের তত্ত্ব, কান্টের ব্যক্তির আত্মস্বতন্ত্রের অধিকারের ধারণা, মিলের সৃষ্টিশীল ব্যক্তির ব্যক্তিক স্বাধীনতার বিষয়ে বক্তব্যের কালোপোযোগি সমাহার দেখা যায় নোজিকের 'নূন্যতম রাষ্ট্র' ও অধিকারের স্বত্ত্বাধিকার তত্ত্বে।

রবার্ট নোজিকের মতন দক্ষিণপন্থী উদারনীতিবাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে অনেকেই কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। মানুষের দারিদ্র-বঞ্চনাকে অস্বীকার করে কি ন্যায় হতে পারে? উন্নয়নশীল অনেক রাষ্ট্রে বহু ব্যক্তি যেখানে কর্মহীন, উপবাসী, দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, এবং মুষ্টিমেয় মানুষ বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্থ, সেখানে সম্পদের সুষম ন্যায় ভিত্তিক বণ্টনের নামে ন্যার্য্যতাকে কি অস্বীকার করা হয় না? নোজিকের বক্তব্যে অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের মাধ্যমেই ব্যক্তির অধিকার নিহিত আছে। কিন্তু কিভাবে তা আহৃত হবে, সে বিষয়ে নোজিক কোনও মন্তব্য করেন নি। দক্ষিণপন্থী উদারবাদী ম্যাকফারসন যে ''পোজেসিভ ইন্ডিভিয়ুয়ালিজম'' (Possessive Individualism) এর কথা বলেছিলেন, নোজিকের বক্তব্যে কোথাও যেন তার একটা অনুরণন আছে। ব্যক্তি তার প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতার একমাত্র অধিকারী বলে, এই সূত্রে যে সম্পদ সে সৃষ্টি করে, তার মালিকানা সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিই ভোগ করে; এবং নৈতিকভাবে তাই ন্যায়। কিন্তু এই ভাবনা ব্যক্তি যে সমাজ প্রেক্ষিতে তার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা ব্যবহার করে, তাকেই অস্বীকার করে, এমনকি তার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা ব্যবহারের জন্য যে সামাজিক অবস্থাকে সে ব্যবহার করেছে তাকেও স্বীকার করা হয় না। তাহলে কি সমাজে স্বার্থপর, অহংকারী ব্যক্তিরাই ন্যার্য্য স্বত্ত্বাধিকার লাভ করবে?

অবশ্য খেয়াল রাখা দরকার যে ''অ্যানার্কি, স্টেট অ্যান্ড ইউটোপিয়া'' (১৯৭৪) গ্রন্থে তিনি যে চরম বক্তব্য রেখেছেন, তা পরবর্তী সময়ে তাঁর 'দি একজমিনড্ লাইফ' গ্রন্থে অনেকটাই সুর নামিয়ে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কে তাঁর ভাবনার কিছু পরিবর্তন, পরিমার্জন ভিত্তিক সংশোধন নিজেই করেছেন। তাঁর নিজের প্রবর্তিত স্বাধীনতা, অধিকার সম্বন্ধে ধারণার বাস্তব প্রয়োগ কি হবে, তা তিনি জানতেন না, এমনকি স্বীকারও করেছেন তাঁর তত্ত্ব পর্যাপ্ত নয়, তবে স্বীকার করতেই হবে উদারতাবাদীদের আন্দোলনে, তার ভাবনার একটা ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

২.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) জন রলস্-এর থিওরি অফ জাস্টিস গ্রন্থটির ভিত্তিতে তাঁর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করুন।

খ) নোজিক-এর ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে তাঁর ন্যূনতম রাষ্ট্রের প্রকৃতি কেমন? বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করুন।

২.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Nozick, Robert. (1974). *Anarchy, State and Utopia.* New York: Basic Books.

ii. Rawls, John. (1957). Justice as Fairness. *The Journal of Philosophy, 54* (22).

iii. Sen, Amartya. (1992). *Inequality Re-examined.* New Delhi: Sage.

iv. Buchanan, A. E. (1982). *Marx and Justice; The Radical Critique of Liberalism.* New Jersey: Rowman and Littlefield.

v. Corlett, J. A. (Ed.). (1991). *Equality and Liberty: Analysing Rawls and Nozick.* Palgrave Macmillan.

vi. Paul, J. (1977). Nozick, Anarchism and Procedural Rights. *The Journal of Libertarian Studies, 1* (4).

পাঠক্রম : ১.২

Unit-3

মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা : উদারবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রকৃতি—গ্রামশ্‌চি ও পুলানৎজাস্‌

Marxist Critique of Liberal—Capitalist State: Gramsci and Poulantzas

বিষয়সূচি :

৩.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

৩.৩ আন্তনিও গ্রামশ্‌চি (১৮৯১-১৯৩৭)

৩.৪ নিকোস পুলানৎজাস (১৯৩৬-১৯৭৯) ও র‍্যালফ্‌ মিলিব্যান্ড (১৯২৪-১৯৯৪)

৩.৫ উপসংহার

৩.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৩.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেছে :

ক) আন্তনিও গ্রামশ্‌চির রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা ও রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত আধিপত্যবাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

খ) পুলানৎজাস ও মিলিব্যান্ড-এর রাষ্ট্রতত্ত্ব

৩.২ ভূমিকা

রাজনীতি বিজ্ঞান চর্চার মূল ভর কেন্দ্র হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হল একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান যার মুখ্য কাজ হল এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। রাষ্ট্রকে অনেকেই একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন। সনাতনপন্থী উদারবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি চুক্তির ফল হিসাবে দেখেছেন; এবং ভেবেছেন ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার যে স্বাভাবিক অধিকার তার সংরক্ষণ এবং তাকে নিরাপত্তা দেওয়াই রাষ্ট্রের কাজ। অর্থাৎ কিছু লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষেরই সৃষ্টি হল রাষ্ট্র এবং সেই সূত্রে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল সম্মতি বা consent। এই ভাবনাতেই রাষ্ট্রকে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে চরম ও চূড়ান্ত মনে করা হয়।

এই ধারণার বিপরীতে বস্তুবাদী রাষ্ট্রচিন্তকেরা রাষ্ট্রকে কখনই একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নেননি। বস্তুবাদী রাষ্ট্রচিন্তকেরা মনে করেছেন যে, রাষ্ট্র হল একটি বিশেষ শ্রেণির নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার, যার দ্বারা নিয়ন্ত্রক শ্রেণি সমাজে

বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারে। বস্তুবাদী দার্শনিক কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এবং রুশ বিপ্লবের জনক লেনিন রাষ্ট্র এর এই নিয়ন্ত্রণমূলক চরিত্রের প্রতি গভীরভাবে আলোকপাত করে মার্কসবাদী রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশকে স্পষ্ট অবয়ব দিয়েছেন।

বস্তুবাদী দর্শন অনুযায়ী সমাজ বিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে, উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার সূত্রে শ্রেণি ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের আবির্ভাব হয়। সম্পত্তি ও সম্পদের অসম বণ্টন সমাজে যে স্তর বিন্যস্ত শ্রেণিভাগ গড়ে তোলে, তাই রাষ্ট্রের উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করে। সমাজে শ্রেণি দ্বন্দ্ব যখন চরমে ওঠে তখন এক শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনে অন্য শ্রেণির হাতে যে ক্ষমতা থাকে, তাদের সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হল রাষ্ট্র। সহজ কথায়, রাষ্ট্র হল এক শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণীকে শোষণ করার যন্ত্র। এই সূত্রে রাষ্ট্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়:

(ক) রাষ্ট্র কোনও প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান নয়।

(খ) রাষ্ট্র শ্রেণী সংগ্রামের ফল, শ্রেণী শোষণের যন্ত্র।

(গ) রাষ্ট্রের ভিত্তি হল পাশব শক্তি।

(ঘ) উৎপাদন শক্তির উপর ভিত্তিশীল রাষ্ট্র একটি উপরিসৌধ।

(ঙ) রাষ্ট্রীয় আইন সবসময় নিপীড়ক শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে।

(চ) রাষ্ট্র হল এমন এক নিপীড়নকারী যন্ত্র, যা সবসময় শোষিত শ্রেণিকে অবদমিত রাখার প্রয়াস নেয়।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন বস্তুবাদী দর্শনের সহায়তায় রাষ্ট্রের যে প্রকৃতি এঁকেছেন তা কিন্তু সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে অর্থাৎ দাস সমাজে রাষ্ট্রের যে চরিত্র, তা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অন্যরকম আবার পুঁজিবাদী সমাজে সেই রাষ্ট্রের ভিন্নরূপ। তবে সকল ধরনের রাষ্ট্রেই উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাই রাষ্ট্রের মূল চরিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার প্রকৃতি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট ইস্তেহার (১৮৪৮), এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি (১৮৮৪), এবং লেনিনের ''রাষ্ট্র ও বিপ্লব" (১৯১৭) ও তাঁর ভাষণ ''রাষ্ট্র" (১৯১৯) প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

কার্ল মার্কসের মতে রাষ্ট্র কখনই সাধারণের স্বার্থে কাজ করে না, রাষ্ট্রের পক্ষপাত সবসময়ই সম্পত্তির মালিকানা শ্রেণির স্বার্থে ধাবিত হয়। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে তাই মার্কস-এঞ্জেলস বলেছেন "The executive of the modern state is but the committee from managing the common affairs of the whole bourgeoisie", মার্কসীয় ধারণায় তাই রাষ্ট্র হল শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের এক প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আইনগত কাঠামো সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন সবকিছুই আবর্তিত হয় এই শ্রেণী নিয়ন্ত্রণকে সচল রাখতে। এই সূত্র অনুযায়ী রাষ্ট্র হল একটি বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন যার প্রাধিকার (Authority) সমাজ জীবনে অন্যান্য সব সংগঠনের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সম্পত্তি ভিত্তিক শ্রেণী বিভাজনের আগে সমাজ ব্যবস্থায় যে সামগ্রিক ঐক্য ও সমন্বয় ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে সেই ঐক্য ও সমন্বয় থাকলেও তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয় বল প্রয়োগের। সামগ্রিক প্রয়োজনে সমাজের ঐক্যের পরিবর্তে দেখা দেয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা এবং সেইজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের শ্রম শক্তিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে নিয়োজিত করার জন্য ভীতি প্রদর্শন, উৎপীড়ন, ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের উপর এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা। এরই ফলশ্রুতি (ক) রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয় (যে সম্পর্কে আবর্তিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে) এবং (খ) রাষ্ট্র শক্তির আবির্ভাব হয় দমন-পীড়নের যন্ত্র রূপে। সুতরাং মার্কসীয় ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র আবহমানকাল ছিল না রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ পর্বে ও নিপীড়ক শোষক শ্রেণীর স্বার্থে। লেনিনও

এই ভাবনাকে সমর্থন করে রাষ্ট্রকে এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর নিপীড়ন ও দমনের যন্ত্র রূপে বর্ণনা করেছেন।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রে সবসময়ই শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থ সিদ্ধ করে। রাষ্ট্র তার কতকগুলি অধীনস্থ বিভাগ, যেমন আইন, আমলাতন্ত্র, পুলিশ, মিলিটারি, কর আদায় বিভিন্ন সরকারি নির্দেশ ও হুকুমনামার মাধ্যমে আপাত নিরপেক্ষতার ছদ্ম আবরণে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে; এবং যখনই শাসক শ্রেণীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই দমনমূলক চোহারায় আত্মপ্রকাশ করে। সবসময় রাষ্ট্রের এই প্রাধিকার স্থানিক নীতির ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের উপরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বজায় থাকে, সেই অঞ্চলের উপর রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে, তার আধিপত্য চূড়ান্তভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন রাষ্ট্রকে এমন একপেশে দৃষ্টিকোণ থেকে সব সময় বিচার করতে চায় না। কারণ কার্ল মার্কস স্বয়ং তাঁর "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852) ও আরও নানাবিধ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে সমস্ত রকমের সমাজ ব্যবস্থাতেই শাসকশ্রেণী সম্পূর্ণ এককভাবে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। শাসক শ্রেণী যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভাবে করায়ত্ত করতে সক্ষম হয় না, সেখানে শাসক শ্রেণীর দুর্বল পরিকাঠামোর জন্য শাসক শ্রেণীর মধ্যে তীব্র অন্তঃকলহ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা যায় এবং রাষ্ট্র যন্ত্রের উপর শাসক শ্রেণী একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্র যন্ত্রের সম্পর্কের এই টানাপোড়েনের জন্য রাষ্ট্র আপেক্ষিকভাবে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। কার্যত যেসব দেশের শাসক শ্রেণী যথেষ্ট শক্তিশালী ও উন্নত নয়, বিশেষ করে যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পূর্ণ পরিণত নয় সেসব স্থানে রাষ্ট্র যন্ত্রের কোনও একটি বিভাগ প্রাধান্য অর্জন করে, যার পরিণতিতে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সনাতন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারায় রাষ্ট্রের ভূমিকা একমাত্র শোষণকারী যন্ত্র মাত্র, যার মূল কাজ সমাজে অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্যকারী শ্রেণীর প্রতিপত্তি ক্ষমতা ও প্রাধান্য বজায় রাখা। কিন্তু মার্কস পরবর্তী মার্কসবাদী রাষ্ট্র তাত্ত্বিকেরা অগ্রণী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ে প্রভূত প্রশ্ন ও সমস্যার অবতারণা করেছেন। উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রের চরিত্র ও ভূমিকা কি হবে? শ্রেণী চরিত্র কিভাবে এখানে প্রতিভাত হবে? ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে কিভাবে রাষ্ট্র অভ্যন্তরস্থ সুবিধাভোগী শ্রেণীর কর্তৃত্বকে প্রতিহত করা যাবে প্রভৃতি, পুঁজিবাদী বা উদারবাদী রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনায় এইসব তাত্ত্বিকেরা মার্কসীয় রাষ্ট্র তত্ত্বের মৌল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্র নিছকই শ্রেণী শোষণের যন্ত্র এই ধারণার বিরোধিতা করে তারা বলতে চেয়েছেন, নির্দিষ্ট কোনও সময়ের রাষ্ট্র চরিত্র বিশ্লেষণ করতে সেই সময়ের রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা একান্ত আবশ্যক। এইসব তাত্ত্বিকদের মত হল (ক) পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র সমসাময়িক পুঁজিবাদী উন্নয়নের কাঠামোর বা উৎপাদনের সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। (খ) নিয়ন্ত্রক শাসক শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রকে অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত শ্রেণীর দ্বারা অধিকৃত রাজনৈতিক শক্তির ও রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত আপাত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মূল আশ্রয় কাঠামো হল গণতন্ত্র ও পুর সমাজ। বস্তুগত উন্নয়ন, ভোটাধিকারের প্রসার, শ্রমিকদেরর ক্ষমতা বৃদ্ধি, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি (party)-র উদ্ভব ও বিকাশ প্রভৃতি হল এই ধরনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপাদান। এর উপর ভিত্তি করেই পুঁজিবাদী বা উদারবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উত্তর মার্কসবাদী বিশ্লেষণ গড়ে উঠেছে।

৩.৩ আন্তনিও গ্রামশ্‌চি (১৮৯১-১৯৩৭)

আন্তনিও গ্রামশচি (১৮৯১-১৯৩৭) সমাজের পর্যবেক্ষণে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাগুলি এবং ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ও সবোপরি প্রায় সকল সংগঠনগুলির সম্পর্ক অনুধাবন করতে চেয়েছেন। একটা

নির্দিষ্ট পর্বে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায়, বিশেষ করে নগর ও গ্রামাঞ্চলের পরিসরে সম্পর্ক ও সামাজিক রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত নৈতিক ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাহনগুলির সম্পর্ককে জানার উপযুক্ততায় রাষ্ট্র চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়। গ্রামশচি তাঁর জেলখানার ডায়েরি (Prison note book)-এ দুটি ভিন্ন ভাবনায় রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রথমত এক ধরনের সংকীর্ণ ভাবনা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের এক পরিসর যা এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। গ্রামশ্চির ভাষা অনুযায়ী বিষয়টি হল এই রকম রাষ্ট্রের পাশবশক্তির হাতিয়ারগুলি আইনগত ভাবে শৃঙ্খলা আনার জন্য, যারা সম্মতি প্রকাশ করছে না, তাদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিপীড়ন করে। মার্কসের রচনা বা লেনিনের রাষ্ট্র ও বিপ্লবে এই ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে ও এই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত একটু ব্যাপক অর্থে গ্রামশ্চি রাষ্ট্রকে একটি সুসংহত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেখানে রাষ্ট্র একই সঙ্গে পাশব বল ও সম্মতির মিথস্ক্রিয়া কার্যকারী ভূমিকা নেয়। রাষ্ট্র সরকারি বিভাগগুলি, বিচার ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আধা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে একই পরিমণ্ডলে নিয়ে এসে তৈরি করে পুর সমাজ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটা শিক্ষামূলক ও নৈতিক ভূমিকা থাকে।

প্রথমটির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পুর সমাজের থেকে পৃথক, যেমন পাশববল সম্মতির থেকে, নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা থেকে, এবং স্বৈরতন্ত্র প্রভুত্ব থেকে পৃথক। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের রাষ্ট্র পুর সমাজকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এখানে রাষ্ট্র তার প্রথম পর্বের পাশবিক বল প্রয়োগে এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর নিয়ন্ত্রণ (যাকে গ্রামশ্চি রাজনৈতিক সমাজে বলেছেন) ও সম্মতি ভিত্তিক অনুগত্যের সম্মিলন ঘটায়। গ্রামশ্চি এইভাবে প্রথমে রাজনৈতিক সমাজ ও দ্বিতীয় পরিসরে পুর সমাজ এর কথা বলে পদ্ধতিগত প্রশ্নে এই দুটিকেই তৃতীয় পরিসর অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমাজের থেকে আলাদা করেছেন।

আধিপত্যবাদ ও পুর সমাজের ব্যাখ্যার পর গ্রামশ্চি রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রামশ্চির মতে রাষ্ট হল "The entire complex of practical and theoretical activities with which the ruling class not only justifies and maintains its dominance, but manages to win the active consent of those over whom it rules" গ্রামশ্চির এই রাষ্ট্র সম্পর্কিত ভাবনা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধীনস্থ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়ার ধারণাকে গ্রাহ্যতা দিয়েছে। গ্রামশ্চির মতানুযায়ী একটি সুসংহত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শক্তির অন্যতম প্রধান উৎসটি হল তার পুর সমাজ এবং সেই পুর সমাজের সাংস্কৃতিক মতাদর্শগত পরিমণ্ডল ও সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি তার প্রতিনিধিত্ব করে। এই পরিকাঠামোগত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি দীর্ঘদিন ধরে জনসাধারণের চিন্তাভাবনাকে প্রচলিত ব্যবস্থা ও স্থায়িত্বের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। এর ফলে এই পরিকাঠামোগত প্রভাব চরম সংকটের মুখে ও নানা সমস্যার মধ্যেও রাষ্ট্রশক্তিকে পরিখার মতো বেষ্টন করে রাখে। পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক উদারবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার প্রসঙ্গে গ্রামশ্চি তাই বলেছেন যে এইসব দেশে সর্বাগ্রে প্রয়োজন চিন্তা জগতের স্তরে ভাঙন ধরিয়ে উপরিকাঠামোয় প্রলেতরিয়েতের বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এটিই হল রাষ্ট্রশক্তি দখলের অন্যতম প্রধান শর্ত। গ্রামশ্চির মতে আর্থিক গভীর সংকটের সময় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সামরিক কায়দায় সরাসরি আঘাত করেও শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতাকে করায়ত্ব করা সুনিশ্চিত করতে পারে না যদি না উপরিকাঠামো স্তরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নটিকে প্রলেতারিয়েত তার বিপ্লবের অন্যতম কারণ কৌশল রূপে গণ্য না করে। এই প্রভুত্ব বা আধিপত্য আসলে সম্মতি ও বলপ্রয়োগের সম্মিলন, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বর্হিস্থে বুদ্ধিজীবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সুতরাং গ্রামশ্চির ভাবনায় রাষ্ট্রে মূল বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক নয় আধিপত্য বা প্রভুত্ব।

এই ভাবনার সম্প্রসারণে লুই আলথুসার (১৯১৮-১৯৯০) পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রেণি সম্পর্কের নিরিখে রাষ্ট্রে চরিত্র নির্ণয় করতে চেয়েছেন। আলথুসার (ক) ফরাসী বিজ্ঞানের দর্শন (খ) ফরাসী অবসরবাদ (লেভিস্তাউস, ক্যাঙ্গুইল হেম, ব্যাকেলাদ, মিশেল ফুকো এবং ফার্দিনান্দ দ্য শ্বশুর-এর উত্তর সংকেত বিজ্ঞান (গ) চীন,সোভিয়েত বিভাজন দ্বারা গভীরভাবে

প্রভাবিত ছিলেন। আলথুসার মনে করেছেন রাষ্ট্রে শ্রেণী চরিত্র রাষ্ট্রবর্হিস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক দ্বারা গঠিত হয় এবং সেই সূত্রে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ আপেক্ষিক স্বতন্ত্র্যতা ভোগ করে। শক্তিশালী পুঁজিবাদী গোষ্ঠী পুঁজিবাদী শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা তৈরি করে শ্রেণী আধিপত্য নির্মাণ করে। এই আধিপত্য প্রস্তুতিপর্বে এর সহায়ক ভূমিকা নেয় মতাদর্শগত রাষ্ট্র কাঠামো (Ideological State Apparatus) এবং সর্বোপরি দমনমূলক রাষ্ট্র কাঠামো (Repressive State Apparatus) নিছক অর্থনৈতিক স্তরের যান্ত্রিক প্রতিফলন হিসেবে রাষ্ট্রকে না বিচার করে, আলথুসা বলতে চেয়েছেন উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তি তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় মতাদর্শগত রাষ্ট্র কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। মানুষের মননচিন্তন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ পরিবার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রচার মাধ্যমে প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বজায় রেখে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শক্তির সমাজে তার প্রাধান্য বজায় রাখে। ভিত্তি ও উপরিকাঠামো বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে অর্থনেতিক কাঠামোর ভিত্তিকে তিনি আলোচনার থেকে দূরে সরিয়ে মার্কসীয় রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনাকে একটি উপরিকাঠামোগত প্রশ্ন হিসাবে বিবেচনা করেছেন, শ্রেণী সম্পর্কের যান্ত্রিকতায় নয়।

৩.৪ নিকোস পুলানৎজাস (১৯৩৬-১৯৭৯) ও র‍্যালফ্ মিলিব্যান্ড (১৯২৪-১৯৯৪)

এইসব আলোচনা প্রেক্ষাপটে আধুনিক শিল্প উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মার্কসীয় ব্যাখ্যায় অবয়ববাদ বনাম যন্ত্রবাদ বিতর্ক শুরু হয়, যার দুই মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন গ্রীক-ফরাসী তাত্ত্বিক নিকোস্ পুলানৎজাস (১৯৩৬-১৯৭৯) এবং ব্রিটিশ তাত্ত্বিক র‍্যালফ্ মিলিব্যান্ড (১৯২৪-১৯৯৪)। পুলানৎজাস'র তত্ত্ব মূলত মিলিব্যান্ড এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে সমালোচনা করে গড়ে উঠেছে, তাই আমরা প্রথমে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের নিগড়ে রাষ্ট্র চরিত্র ব্যাখ্যার প্রশ্নে, র‍্যালফ মিলিব্যান্ডের তত্ত্ব আলোচনা করব ও পরবর্তীতে এই প্রসঙ্গে পুলানৎজাস'র ধারণা ব্যাখ্যা করব।

র‍্যালফ্ মিলিব্যান্ড ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত তার The State in capitalist society গ্রন্থে আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্র হল প্রধানত শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি হাতিয়ার মাত্র নানাবিধ তথ্য সমারোহে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে (ক) রাষ্ট্র যন্ত্রের বিভিন্ন ভাগ যেমন পুলিশ, সামরিক বাহিনী আমলাতন্ত্র প্রভৃতিতে যাদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব থাকে তারা সকলেই আর্থিক স্তরের বিচারে পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধি; এবং (খ) রাষ্ট্র যন্ত্রের পরিচালনায় যারা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের খুব দ্রুত ব্যক্তিগত প্রভাব পদমর্যাদা ও কর্মস্থলের পরিবেশের গুণে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে এক সম্পর্কের গ্রন্থি বন্ধন এর সূচনা হয় যে রাষ্ট্র যন্ত্র বিষয়গত ভাবে শাসক শ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষাকারী একটি শোষক যন্ত্র রূপে আবির্ভুত হতে বাধ্য হয়। মিলি ব্যান্ডের মতানুযায়ী তাই রাষ্ট্র যন্ত্রের শ্রেণী অবস্থান ও চরিত্র রাষ্ট্র শক্তির পরিচালক মন্ডলী শ্রেণী অবস্থান অনুযায়ী নির্মিত হয় অর্থাৎ রাষ্ট্র যন্ত্র একান্তভাবেই শাসক শ্রেণীর অবস্থান সাপেক্ষে নির্ভরশীল থাকে। মিলি ব্যান্ডের বিশ্লেষণে রাষ্ট্র শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে তার ইচ্ছা ও সচেতন প্রয়াস এর দ্বারা তার ইতিহাস নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই ভাবনার বিপরীতে পুলানৎজাস এর মতন অবয়ববাদীরা রাষ্ট্র পরিচালকদের ইচ্ছা বা প্রয়াসকে উৎপাদন কাঠামো নির্ধারিত বিষয় রূপে বর্ণনা করেছেন এবং এদের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। পুলানৎজাসের তত্ত্বটি মিলি ব্যান্ডের বক্তব্যের প্রায় বিপরীত মেরুতে অবস্থিত।

গ্রামশ্চি ও আলথুসার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুলানৎজাস বলেছেন যে আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব তীব্রতম আকার ধারণ করেছে যা পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্তদ্বন্দ্বকে এক চরম সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে, ফলস্বরূপ, পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রেণী ঐক্য বিনষ্ট হয়ে, তাদের মধ্যে এক ধরনের উপদলীয় সংঘাত দেখা দিচ্ছে। তাই পুলানৎজাস'র মতে রাষ্টশক্তি সামগ্রিকভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে একথাই শুধু মনে না করে, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও অন্তদ্বন্দ্ব যেভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করে দিয়েছে সে কথা মাথায় রেখে কিভাবে তার পরিণতিতে পুঁজিবাদী শাসিত রাষ্ট্রগুলিতেও এক ধরনের আপেক্ষিক স্বতন্ত্রের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেটি বিচার করা আবশ্যক।

পুলানৎজাসের মতে পুঁজিপতি শ্রেণী আজ একাধিক ক্ষমতা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র এই ক্ষমতা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে ঠিকই কিন্তু উপদলীয় কোন্দলের ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপদল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। পুলানৎজাস এমনও মনে করেন যে পুঁজিবাদী সমাজের রাষ্ট্রের কাঠামো বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদী শ্রেণী চরিত্র অর্জন করে, কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী সংগ্রাম, যা সমাজের অসম বণ্টন ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত হয়, রাষ্ট্র যন্ত্রের মাধ্যমে মধ্যস্থিত বা mediated হয়ে সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র উপরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বলে যেমন শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটায়, তেমনি আবার পুঁজিবাদী শ্রেণী সম্পর্ক প্রসূত বলে রাষ্টশক্তি ও পুঁজিবাদী সমাজের স্থিতিশীলতাকেও বজায় রাখে এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করে।

মিলি ব্যান্ডের যন্ত্রবাদের সমালোচনা করে পুলানৎজাস বলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রশক্তির বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত তারা পুঁজিবাদের প্রতিনিধি বলে রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী চরিত্র অর্জন করে একথা ঠিক নয় তাঁর মতে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিষয়গতভাবে ও কাঠামোগত গুনে রাষ্ট্র এমনই এক প্রতিষ্ঠান স্বরূপ যে তার চরিত্র রাষ্ট্র যন্ত্রের অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের শ্রেণী অবস্থানের উপর নির্ভর করে না। বরং তারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অংশগ্রহণ করার ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদের স্বপক্ষে নির্ধারিত হয়ে পড়ে, যা তাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ও কোনওভাবেই যার ব্যতিক্রম ঘটে না। তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য যে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখে তার প্রভাবে রাষ্ট্র যন্ত্রের অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হয়। রাষ্ট্রের চরিত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সোজা কথায় পুলানৎজাস'র মত অনুযায়ী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের প্রাধান্য অর্জন পুঁজিবাদী সমাজের দ্বান্দ্বিক শ্রেণী বিন্যাসেরই ফলশ্রুতি।

ধনতান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরীণ শ্রেণি দ্বন্দ্বের পরিণতিই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোগত চরিত্রেও প্রতিভাত হয়, যার ফলশ্রুতিতে একটি সংগঠিত রাষ্ট্র যন্ত্রের বদলে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী রাষ্ট্র কাঠামোর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামো যে গোষ্ঠী বা বিভাগের আধিপত্যকে নির্দিষ্ট করে দেয়, তারই ফলে সমগ্র শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এক ধরনের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র অর্জন করে।

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পুলনাৎজ্যাস ভাষ্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। প্রথমত পুলানৎজাস দেখাতে চেয়েছেন যে পুঁজিবাদী শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্যের উৎপত্তি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। দ্বিতীয়ত এই বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে পুলানৎজাস তাঁর একাধিক রচনায় বিভিন্ন শ্রেণী গোষ্ঠী কোন ধরনের রাজনৈতিক ও আদর্শগত পদ্ধতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রীয় উপরিকাঠামার স্তরে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়, তার বিশ্লেষণ করেছেন।

পুলানৎজাস'র এই উপরিকাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গির বব জেসপ্ (Bob Jessop), পেরী অ্যান্ডারসন (Perry Anderson), ই. লাকলাউ (E. Laclau) প্রমুখেরা সমালোচনা করেছেন।

এঁদের মূল কথা হল, পুলানৎজাস এবং আলথুসার উভয়েই রাষ্ট্র শক্তির স্বাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে উপরিকাঠামোর কোনও পরোক্ষ অর্থনৈতিক যোগসূত্রকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন ও তার পরিণতিতে এই মতবাদ বাস্তব রহিত এক বিমূর্ত রাষ্ট্র তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। পুলানৎজাস'র সমালোচকেরা এই কথা বলতে চেয়েছেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি যে সব উপরিকাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেগুলির কোনটিও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উদাহরণ স্বরূপ এই সমালোচকরা বলেছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেয় প্রচার মাধ্যম। তত্ত্বগতভাবে সেগুলির অবস্থান উপরিকাঠামোগত হলেও, প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানগুলি হল সরকারি ও বেসরকারি পুঁজি নিয়োগের অতি বৃহৎ এক একটি সংস্থা এবং সেই কারণে এদের চরিত্রকে উৎপাদন সম্পর্ক নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা যুক্তিসংগত হবে না।

৩.৫ উপসংহার

মার্কস উত্তর মার্কসবাদী রাষ্ট্র চিন্তায় বিভিন্ন চিন্তাবিদরা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক হিসাবে উৎপাদন ব্যবস্থা না দেখে, রাষ্ট্রের কাঠামো বিশ্লেষণেই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। প্রাচীন মার্কসীয় ঐতিহ্য কে অস্বীকার করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজনীতির দ্বন্দ্বমূলক অবস্থানকে বুঝতেই এরা বেশি উৎসাহী।

''জার্মান বিতর্ক'' নামে খ্যাত পশ্চিম জার্মানীর মার্কনীয় তাত্ত্বিকেরা পুলানৎজাসকে স্বীকৃতি দিয়েও রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তদ্বন্দ্বকে বিচার করতে চেয়েছেন, (১) পুঁজিবাদী সমাজে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ ও (২) পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব কিভাবে কাঠামোকে প্রভাবিত করে তার উপরে। রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্রের তত্ত্বটি ভিত্তি যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট প্রসূত শ্রেণী দ্বন্দ্ব সে বিষয়টি তারা কখনই উপেক্ষা করতে চান নি।

পরিশেষে, বলা যায় যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চরিত্র বিচারে মিলি ব্যান্ড-পুলানৎজাস্ বিতর্ক বা যন্ত্রবাদ বনাম অবয়ববাদ বিতর্ক যেমনটিই হোক না কেন, এই বিতর্ক মার্কসের মূল রাষ্ট্র তত্ত্বের বৈধতাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে।

৩.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

খ) গ্রামশ্চি রাষ্ট্রের চরিত্রের কীভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

গ) রাষ্ট্রের চরিত্র বিচারে মিলিব্যান্ড-এর ভাবনার প্রেক্ষিতে পুলানৎজাস-এর চিন্তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) মিলিব্যান্ড-পুলানৎজাস বিতর্ক নিয়ে বিশদে আলোচনা করুন।

৩.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Engels, Frederick. (1987). Anti-Duhring. In F. E. Karl Marx, *Collected Works* (Vol. 25). Moscow: Progress.

ii. Lenin, V. I. (1972). *Marxism on the State.* Moscow: Progress.

iii. Lenin, V. I. (1967). The State and Revolution. In *Selected Works* (Vol. 2). Moscow: Progress.

iv. Marx, Karl. (1962). Critique of the Gotha Programee. In F. E. Karl Marx, *Selected Works* (Vol. 2). Moscow: Foreign Languages Publishing House.

v. Miliband, Ralph., & Poulantzas., Nicos (1972). The Problem of the Capitalist State. In R. Blackburn (Ed.), *Ideology in Social Science: Readings in Critical Social Theory.* London: Fontana/Collins.

vi. Poulantzas, Nicos. (1976). The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau. *New Left Review* (95).

C.C. : 1.2

Unit-4

Pocock: Republicanism Revived

Contents

4.1 Objectives
4.2 Introduction
4.3 'Method'
4.4 Central themes
4.5 The Florentine Renaissance and Machiavelli
4.6 Noccolo Machiavelli
4.7 James Harrington
4.8 American Republicanism
4.9 Assessment and Concluding Remarks
4.10 Self-Assessment Questions
4.11 Suggested Readings

4.1 Objectives

This unit analyses pocock's civic humanism and republican perspective on the basis of the republican theories prevailing in the Florentine Renaissance and Machiavellian perspective, Harrington's thought and American context.

4.2 Introduction

The language of modern political thought is divided by many allegiances and interests, among which, the tension between the liberal and the republican traditions is perhaps one of the most difficult one to resolve. Fundamentally, the two traditions are opposed on many points though historians and political theorists do not agree on how sharply delineated these differences are and whether these traditions are genuinely irreconcilable as their partisans claim. While scholars like Alasdaire MacIntyre, J.G.A. Pocock and Quentine Skinner believe that the two traditions are fundamentally opposed, Ian Hampshire-Monk, Ian Shapiro and Jeffrey C. Isaac, however, do not consider liberalism and republicanism as necessarily opposed but concede that their dominant representations largely tend to have this binary effect. Pocock and Skinner are our foremost civic republicans, who believe that republicanism is a more desirable political project than liberalism, which they find corrupting

and empty, as it aims to build a life of virtue following a tradition that goes back to Aristotle but was revived most imaginatively by Nicolo Machiavelli in the time of the Florentine Renaissance.

Hence, one has to be careful about contextualizing republican political theory and the role of Pocock in it. Pocock is more accurately described as a civic republican theorist, emphasizing the classical elements rather than writing more directly on either deliberative democracy or liberty as a panacea to current political deficiencies. Further, we also need to remember that liberalism is common to both new republican theory and communitarianism in as much as both are reactions to what is considered as the narcissistic individualism of 20th century liberalism that increasingly corroded the social embedding of human relations by singling out the market as the model institution of modern life. Richard Dagger insists, "Some communitarians and republicans advance their theories as alternatives to liberalism, while others take themselves to be restoring or reviving the concern for community or civic life that once informed liberal theory and practice."(Dagger 2004, 167).

The meaning of the term republican has a pedigreed career. In popular usage, it refers to representative government. However, the term is associated with many different political systems and the provenance matters to the nuance. Thus, in a state like the US, where the term had no association with monarchy, the accent was on the forms of representation. In states like France, in contrast, where the vestiges of the monarchy survived alongside the movement for a representative political system, the anti-monarchical element became pivotal as a term of reference. However, neither anti-monarchical sentiment nor representation seems essential to republicanism. From Aristotle through Polybius and Cicero, there is simply no tradition that defines the republic as an anti-monarchical form of government. Cicero's complain against monarchy was that the king often treated the polity as his personal property rather than as a *res republica* or a property of the public. There is neither any endorsement of popular rule nor any principled opposition to monarchy as a form of government in the classical Greek and Roman usages of the concept. The accent rather lay emphesis on corruption of ideal forms and concerns regarding what appeared as rather inevitable cycles of pure and distorted models of government. As Daggers put it pithily in the year 2004, "The core of republicanism, in short, is neither a desire for representation nor opposition to monarchy as such; it is the belief that government is a public matter to be directed by the members of the public themselves."

Before turning to Pocock's central themes, we need to understand the contrast between liberalism and republicanism more clearly. The republican project is an old one. Classical republicanism extolled a polity based on civic virtues where a mixed government balanced the excesses and sectional interests of each estate, the citizens led a simple life to guard against the corruption of rentier capitalism and understood the perils of speculative wealth, and were organized in citizen's militias to deter executive or legislative tyranny and prevent the corrupting influences of the professionalized standing armies. Franchise, property and citizen's militia combined to create the republican order of virtue where the citizens could in principle both stand apart or critique a corrupting state and actively endorse the state when it stayed on the path of virtue. The citizen needed to be both for and against the state in an active sense. This would, in the changed democratic context of the 18th and 19th century onward, give rise to a republican project based on civic virtue where a body of citizens were unified in their commitment to a state based on virtue and positive liberty. This was a project that underscored the inescapable interdependence and sociability of citizens in conditions of capitalist modernity where every dimensions of life is corrupted by selfish instrumentalist interests. This is the substance of the *Machiavellian Moment* (1975) for J.G.A. Pocock who found this intrinsically Aristotelian project

refurbished through Machiavelli and the Italian humanists who absorbed Aristotle's theory of internal balance via the models of Aristotle and Polybius. Pocock's republicanism explains further how this project passed on to England in a vastly different context through the cardinal writings of Harrington, and then subsequently to the anti-federalists whose ideas were crucial to the making of the American republican project. In each of these moments, Pocock shows how new elements combined with the old, leading to different idioms of civic republicanism whose core ideas, nonetheless, remained intact. If mixed governments, balances and armed militias were critical in Florentine Italy, the dynamics of capitalism and property became crucial in England, while the American context revealed the significance of all the aspects working together.

However, as we have moved to the 20th century, the republican model suffered a serious setback. This was the result of many factors. The dominance of private interest-based capitalism, the rise of mass consumption societies, increasing professionalization of life, and the gradual extension of the model of a representative democracy based on universal franchise throughout the world meant that the ideas of direct citizen's political participation and its commitment to the idea of civic virtue became increasingly untenable. Moreover, many liberals painted politics in negative terms, making it a dirty game of power seeking individuals who manipulated citizens for their own gains. In sharp contrast, the civil society was celebrated as a sphere of freedom and creativity, largely uncontaminated by the strivings of power politics. As the private sphere gained in status in contrast to the decline of the public (political), the private projects riveted on the right to privacy became central concerns of a body of citizens who did not wish to be dragged into the political world marked by mistrust, dominance and guile. In an unprecedented way, the 20th century witnessed the role reversals of the private and the public. As the private increasingly overshadowed the public, democracy became vote-centric and the significance of deliberation, long thought as a pivotal citizen's virtue, also plummeted. The professional politician took the place of the active citizen and politics understood as a pursuit of a common project of citizenship dedicated to the realization of civic virtues gave way to a new model of politics resting on interest articulation and aggregation by specialized bodies.

Republicanism sought to reverse the balance in two ways and Pocock and Skinner had been enormously influential as inspirations to both lines of thinking. The first of these took the more challenging path of rehabilitating the Aristotelian model of virtuous citizenship by arguing that politics is neither debilitating nor unattractive. Its burdens are far less onerous than claimed by the individualists. It is positively rewarding and can prevent societies from sliding into deep corruption and decay. Deliberative democratic projects were necessary to make citizens the masters of their political orders rather than insipid and passive recipients of commands emanating from self-serving elites. The other argument has been to attempt to bring back to liberalism to its elements not by arguing any special case for a 'politics of common good' but by showing that republicanism can draw upon instrumental interests and make liberty and equality much more meaningful to citizens. This path has led to the articulation of the idea of republican liberty that argues for the making of a well regulated polity as essential guarantees to human freedom. The idea of freedom as non-domination is at least as important an argument as that of reimagining shared political projects that run on some variation on the theme of deliberation.

4.3 'Method'

The Cambridge School, consisting primarily of the works of Pocock, Skinner and Dunne, argued that theorizing was a linguistic action within historically defined contexts that offered theorists varied opportunities and constraints of justificatory discourses. Pocock and others in 1985 considered him to be a historian of 'discourse', by which he meant, "'speech,' 'literature,' and public utterance in general, involving an element of theory and carried on in a variety of contexts with which it can be connected in a variety of ways. The advantage of this approach is that it enables one to write the history of an intellectual activity as a history of actions which have affected other human beings, and have affected the circumstances in which they have been informed."

Pocock's linguistic turn was, however, not a systematic attempt to erect a theory of speech act, a post-structural theory of language or formal semantics, but underlined the mutuality of the social and the linguistic worlds, and the bridges that connect them. These conceptual and social worlds acted on each other to consecrate meaning. Human thought for pocock is both "a social event, an act of communication and response ... and a historical event, a moment in a process of transformation of the system." Pocock remodelled the history of ideas into a history of the languages familiarized by authors. To establish the meaning of a political text was to unearth the political languages chosen by the author and establish the discourses within which the text took form. He identified several of such languages in his study of the late medieval and early modern British history, including those of language of precedents that influenced the anti-French Revolution writings of Burke, apocalyptic prophecy confronted by Hobbes, and the rival paradigms of civic humanism and natural jurisprudence that pervaded the thoughts of the Scottish Enlightenment and Harrington.

Pocock has repeatedly insisted on the need to pay close attention to language use in the definition and deployment of political concepts in contingent historical circumstances so that elements of continue and change are delineated in bold relief. He says in Philosophy, Politics and Society that "Any stable and articulate society possesses concepts with which to discuss its political affairs, and associates these to form groups or languages. There is no reason to suppose that a society will have only one such language; we may rather expect to find several. ... Some originate in the technical vocabulary of one of society's institutionalized modes of regulating public affairs.... Others originate in the vocabulary of some social process which has become relevant to politics."

4.4 Central themes

Modern republican theory has emphasized the themes of the public and self-government as vital political commitments. The idea of the public traces transparency and political participation in accessible or deliberative forums, develops the ideas of the rule of law and civic virtue, and views the public sphere as absolutely essential to extirpate corruption. Civic virtue is an attribute of the public-spirited citizens. Republican theorists, however, are not united on what the citizens are to uphold as a shared value. While some have recommended public good, Pocock, on his part, remained steadfastly committed to the idea of civic action. The rule of law

underscores the citizen's commitment to the sovereignty of the law rather than the rule by men. Self-government implies a capacity to enjoy freedom with others under rule of law. Freedom, thus, is not a matter of frivolous choice; it is a property of a free state where citizens share a collective project and understand the need for both universality and particularity in life. Many of these themes were suggested by Pocock, particularly in his masterpiece *The Machiavellian Moment*.

According to Jeffrey C. Isaac, Pocock defined republicanism as "a specific political language whose central terms are citizenship, virtue, liberty and corruption. It is characterized by a particular rhetorical use of these terms to describe the inherent contingency of political liberty in a world of historical change, and the fragility of political virtue in the face of the corruptibility of men and institutions." Republicanism as pococh say in the Machiavellian meont was about the *vivere civile*, 'a way of life given over to civic concerns and the ultimate political activity of citizenship'. Pocock traced this to the philosophy of Aristotle: "To the civic humanists and advocates of the vivere civile, [Aristotelian thought] offered the theory which their commitments rendered necessary: one which depicted human social life as a universality of participation rather than a universal for contemplation. Particular men and the particular values they pursued met in citizenship to pursue and enjoy the universal value of acting for the common good and the pursuit of all lesser goods."

Pocock argued that the citizen's collective mission to realize a common good through voluntary civic action was the bulwark for a republic against its inevitable collapse. In Pocock's words as expressed in the Mechiavellian moments: "On the one hand, it was his pursuit of particular goods as an individual that made him a citizen; on the other, it was only in his concern for and awareness of the common universal good that his citizenship could persist". The universal and the particular were inextricably bound in the situation. While citizenship was impossible without a republic predicated on a common good, the individual interest pursued by citizens had to be restrained and brought in line with the common good of the republic: In Pocock's view in the some books the Aristotelian heritage allowed the Renaissance thinkers to bring together the universal and the particular and also helped in formulating a theory of citizenship that made politics the very condition of human nature: "Applying an Aristotelian teleology to Roman ideas of *virtus*, it could be held that in acting upon his world through war and statecraft, the practitioner of civic virtue was acting on himself; he was performing his proper business as a citizen and was making himself through action what Aristotle had said man was and should be by nature: a political animal". The central themes of republicanism, therefore, consisted of citizenship defined as a form of shared political participation (civic action) in pursuit of common good by the politically active, public spirited, propertied and arms-bearing citizens, who could recognize particular interests but differentiate it from the universality of citizenship, be involved and dispassionate as the situation demanded, crusaded against corruption, nurtured political liberty in conditions of mutual dependence and rule of law, and were protected against foreign invasions.

4.5 The Florentine Renaissance and Machiavelli

However, the ideas of classical antiquity and Aristotelian political theory did not pass on directly into Italian humanism and the refurbished notion of republicanism in the hands of Machiavelli and many of his

contemporaries proved to be an arduous task. For one, a major paradigmatic shift was the renaissance itself that affected a major shift to the conception of time. From a cyclical conception of time that returned things to pure and distorted versions with predictable certainties, the early modern time was secular and humanist, linear and discrete, that could be measured by man. The shift was also reflected in the accent on participation from contemplation. As Shapiro puts it, "Central to the Florentine conception of republican government was the tension between universal aspiration and the inescapable particularity of historical self-consciousness; and in the battle to achieve permanency in the face of the degenerative effects of time, the idea of virtue inevitably became politicized. For the republic was now conceived of in the particular, a human and artificial construct "composed of interacting persons rather than of universal norms and traditional institutions." (Shapiro, 437). We will return to Machiavelli later. What is central here are the insistence on the balance between political leadership and popular participation, the need to fight corruption, and the pivotal role played by the citizen's militia as the protector of the republican virtue. These are the fundamental elements of civic humanism of the Florentine variant that Pocock traces in the history of modern political thought from the 17th century onward.

On the general plane, one more theme requires some engagement before we turn to Pocock's philosophical and historical rendition of the specificities of the republican moments, namely, the role of the citizen's militia. Republicanism, from ancient to modern times, has consistently engaged the military. Machiavelli, Harrington and the American republicans at the time of the founding of the state, among others, advanced a case for the citizen's militia and remained sceptical of the standing army. Republican political theory provides three justifications for the citizen's militia. First, the militia is needed to protect the republic against external aggression. For the ancient Greeks, the military was one of the key existential conditions for the polis. It secured the republic against the threats of domination and privation posed by neighbouring states motivated by the desire for expansion and aggrandizement. The republican commitment to anti-domination linked the security of the state with the armed forces. Secondly, the theory attaches the military not only to external threats but also to internal dangers. The militia is thus the republic's ultimate guarantee against tyranny of all forms. Third, the tradition also builds on imparting military training to citizens so that they could take up arms in self-defence and act responsibly as well as bravely when confronted with violence.

However, one question remains in the balance. Why rely on citizen's militia and not a standing army for these diverse security functions of a republic? The answer is that the citizen's militia guards against the possible misuse of standing armies by self-seeking and oppressive political elites, who by virtue of their capacity to spend lavishly on such forces, can easily jeopardize citizen's rights and force them into submission. In such cases, the unarmed citizens cannot hope to perform their primary function of being selfless watchdogs of the republican order. Moreover, the standing army is also liable to the perils of professionalization and can very well turn a republic into a garrison state where the political elites will require wining their support through patronage and corruption. The prospects of the professional armed forces becoming a consolidated pressure group not only goes against the very idea of a republic that asks citizens to prioritise their universal interests but also creates a mortal threat to the freedom of the unarmed citizens as these forces remain perennially in a condition of dominance vis-à-vis the ordinary citizenry. Republicans have originally dreaded the misuse of standing armies by hereditary monarchs for imperial conquests and crushing domestic uprisings for freedom.

When the political balance shifted to representative bodies, republican politicians showed sensitivity to the prospects of over centralization as equally deleterious to the cause of citizen's freedom. While this serves as a general account of the republican thesis on the role and necessity for the citizen's army, Machiavelli, who in many ways is central to Pocock's republicanism, treaded a distinct path. Machiavelli did not see the role of the military like the other republican theorists like Harrington or Madison. The Italian was inspired not so much by Athens as by Rome and saw the latter as a republican empire with a great deal of appetite for expansionism and war. This, according to Machiavelli, was the result of the freedom that citizens enjoyed under the republic that did not extract concessions from the public by brute force. Their population and property increased freely under such a dispensation that made them support imperial expansion that brought veritable material benefits and honour.

4.6 Noccolo Machiavelli

Pocock's path-breaking treatment of Machiavelli and his contemporaries at the critical conjuncture of the Florentine Renaissance is central to civic humanism. He differed significantly from the dominant Straussian reading that described Machiavelli as a modern thinker and instead sought to stress the tripartite distinctions of the ancient, medieval and the modern renderings of time and paradigms in the history of political thought. He situated Machiavelli in the tradition of civic humanism but contrasted his writings from a number of his contemporaries, especially that of Guicciardini. The central puzzle before the philosophers and rhetoricians of civic humanism was to restate the Aristotelian thesis in a changed context where the wisdom of the ancient has survived only through the peculiar synthesis of the ideas of the Church fathers like Saint Thomas Aquinas. The renaissance humanists brought back the ancients in a context where the clash between the ecclesiastical authority of the Church and the secular call of the philosopher could not be wished away. There was no easy resolution of the problem. For one, the renaissance humanists were more rhetoricians than academic philosophers interested in espousing general propositions. They were primarily interested to provide a political argument. They, expectedly perhaps, could not come up with a consensus. For Guicciardini, the problem was how to rule a relatively weak republic through prudential realism and the diplomatic manoeuvres of wise princes and counsels. The challenge was, therefore, to reconcile the desired elements of wisdom and popular liberty within mixed governments so that the reigns of political power remained in the hands of the competent aristocratic elite who could then rule according to the republican idea of virtue restrained sufficiently by the alert ordinary citizens sensitive to the demands of liberty and equality.

The problem was an old one. How the excesses of liberty of the ordinary masses could be reconciled with the excellence of the aristocratic elite. Or, the republic had to find a way so that the natural disposition of the aristocratic group towards ambition and honour were tempered by a rule based upon virtue and liberty at the same time. Guicciardini found the solution in a mixed government based on what Shapiro calls 'competitive meritocracy' within the ruling elites so that the claims of prudence and liberty were balanced such that the competent elite could exercise their talent only because the audience (citizens) recognized their role.

Machiavelli, on the other hand, did not think prudence would work in fostering stability and preventing decay of political institutions. His solution was more extreme as he believed that order was the function of

effective control and subordination of oppositions. Machiavelli, therefore, chose the path of strong action and domination as the method to achieve a stable republic. Shapiro quoting pocale says in 1990 that, "Faced with the choice between audacity and prudence in the *Discorsi* he opts for an armed popular state, redefining virtu as "the dynamic spirit of the armed many". Taking Rome instead of Greece as his chosen model, Machiavelli argued that Rome's survival was not due to extraordinary fortunes and the military genius. In a somewhat bizarre fashion, Machiavelli argued that stability was not the sole virtue of a republic and that a citizen's militia may be used by the republican state to establish an empire though this could also destroy it in the process.

In this reading of Machiavelli, Pocock singled out the citizen's army and hence the relationship of military discipline and civic virtue became the most important test to his theory. His goal was to create a public spirited republic based on civic humanism that would prevent decay and corruption of the institutions. The citizen's army was different from the professional military and the mercenaries. It consisted of citizens who were not consumed by professional interests but found common cause with others in the defence of the republic. Neither a body of merchants obsessed with commerce nor professional soldiers consumed by their passion for war could be trusted. Shapiro quotes Pococle in 1990, military was a publicly owned body: "only citizens may practice it, only magistrates may lead in it, and only under public authority and at the public command may it be exercised at all". For Pocock, the *Discourses*, rather than *The Prince*, is the critical text. Harvey Mansfield Jr. says in 1977 that, "Pocock salutes Machiavelli's discovery of the innovative prince, but claims that Machiavelli did not, or could not, solve the problem of making the prince's innovations durable until he discovered republican virtue in the Discourses." Pocock's Machiavelli is not the amoral advisor of the king; he is the author of a subversive project of an armed republican order based on the virtues of civic humanism. The Machiavellian Moment is also larger than Machiavelli. It represents attempts to find a republican synthesis out of a combination of fear and virtue through adaptations necessary by the passage of time. If the Florentine Renaissance was the first modern republican synthesis, Machiavelli was one of its leading architects.

4.7 James Harrington

Pocock's interpretation of James Harrington is a rebuttal of the thesis put forward by C.B. Macpherson and R. H. Tawney that described the essayist as an early exponent of capitalism and its attendant bourgeois concepts. For C.B. Macpherson, Harrington articulated the values of the emerging liberal capitalist economy since he equivocated in locating the gentry between the nobility and the people and was not disturbed by the implications of allowing land holding yielding an income up to 2000 pounds for a proposed egalitarian distribution of property within his imagined Commonwealth. Marxist interpreters like Macpherson explain this as a standard bourgeoisie trope that took equal opportunities to earn in a free market as consistent with equal citizenship. Pocock, however, refused to see Harrington as a market philosopher and argued that he was a republican theorist who saw problems of property relations as derivatives of the muddle of authority rather than the other way round. In other words, rather than explaining the political as the effects of the economic, Pocock treated the economic predicament stemming from the political. Hence, for Pocock, Harrington's chief concern was republican citizenship that led him to argue in favour of freehold property as the necessary

economic basis for active citizenship. His case for a community of free landholders was not a justification for capitalism but a safeguard against the tyranny of the Courts, spoilages and speculative finance.

Pocock, in essence, makes a distinction between two meanings to property. Under the liberal juridical tradition, property, Pocock says in 1983, is "a system of legally defined relations between persons and things, or between persons through things... Because jurisprudence and the jurist's conception of justice were concerned with men and things, they were less concerned with the immediate relations between men as political actors or with the individual's consciousness of himself as living the good life. Pocock contrasts this juristic or liberal tradition with his preferred Aristotelian one "in which property appears as a moral and political phenomenon." It is a prerequisite for the good life, which is "essentially civic." Shapiro argues that Pocock extended the original thesis of the republic as a union of arms bearing free men, as Machiavelli had insisted, to their location "in a system of feudal tenures, on the possession of property". Pocock as extremed is the Machiavellian moment believs that "free proprietorship became the liberation of arms, and consequently of the personality, for free public action and civic virtue." In other words, Pocock's chief contention is that Harrington has found in the feudal property relations a material basis to a republic of arms bearing free citizens. The difference between Macpherson and Pocock is not as stark as it appears. They agree, as Isaacs rightly argues, in describing liberalism as possessive individualism. They differed in in their description of Harrington's thought. While Macpherson described him a possessive individualist (capitalist), Pocock found him a republican.

4.8 American Republicanism

The debates surrounding the founding of the American Republic constituted the final Machiavellian Moment for Pocock. In its essence, the goal was to guard against the corrupting influence of overbearing authority, to safeguard liberty against power, to foster civic virtues beyond selfish interests and restrain unbridled commercialization, and guarantee that citizens would protect the republic by taking up arms. In the American case one sees the fusion of all models in bits and parts, including the prudential balance of Guicciardini, the liberal imperium of Machiavelli, the Harringtonian insistence on a republic of free landholders to Hamilton's open embrace of a commercial society over traditional republican virtue, and Jeffersonian compromise of a vast agrarian society capable of absorbing the selfish interests of a trading society. As summed up by Shalhope in the year 1984, "Public virtue, as the essential prerequisite for good government, was all-important. A people practicing frugality, industry, temperance, and simplicity were sound republican stock, while those who wallowed in luxury were corrupt and would corrupt others. Since furthering the public good - the exclusive purpose of republican government - required the constant sacrifice of individual interests to the greater needs of the whole, the people, conceived of as a homogeneous body (especially when set against their rulers), became the great determinant of whether a republic lived or died. Thus republicanism meant maintaining public and private virtue, internal unity, social solidarity, and vigilance against the corruptions of power. United in this frame of mind, Americans set out to gain their independence and then to establish a new republic." (Shalhope 1984, 334-335).

Pocock according to Rogers emphasized civic virtue as central to the health of the republic, which he "…read as public self-activity - in which 'personality', undergirded by sufficient property to give it independence, threw itself (for its own 'perfection' and the survival of the republic) into citizenship, patriotism, and civic life." American republicanism was a distinctive project. Unlike the Florentine or English contexts, it did not care about guarding against hereditary monarchy once independence was won against the British colonialists. No matter how one described the impulses, it was a republic born in fear. Its anxieties included the prospects of an insidious aristocracy that might rob citizens of freedom, an eventual sacrifice of the life of public virtue to the carnal temptations of wealth and luxury, and the systemic corruption that the professional modern life suffered due to functional specialization and professionalization of roles. No simple solution lay in the offing. From checks and balances to the making of an armed body of citizens who could resist the standing armies that had to be mandated, from free trade to expansionism, what republicanism affords is an analytical framework that could habilitate America's many contradictions and disparate tendencies. While one can debate the appropriateness of describing the model as a *Machiavellian moment*, republican political thinking undoubtedly found its most exciting laboratory in the continental expanse of the American society, and Pocock remains one of its finest practitioners.

4.9 Assessment and Concluding Remarks

Pocock's works, his vast erudition notwithstanding, have been controversial. His contributions to method, close attention to the meaning of political language and its use, his masterly commentaries on a number of political thinkers and traditions are widely recognized as pioneering. Iain Hampsher-Monk summed up the contributions of Pocock in its wholeness. He wrote in 1984, "John Pocock has been a key figure in the revitalization of the history of political thought. He has played a major role in our developing understanding of the role of Machiavelli and his contemporaries in the emergence of political modernity; he has dominated our view of the impact of that thought on England during the Civil War; he has revolutionized our understanding of the status and importance of Harrington; and he has virtually created the subject of eighteenth-century civic humanism. Most of all, in doing all this he has sensitized us to the consequences of the linguistic nature of politics in a way which, unlike an earlier exercise in that direction, has proved and is proving seminal in the development of our subject." Even Pocock's severest detractors would readily admit to this.

There is an enormous body of critical literature on Pocock. It is neither desirable nor possible to summarize this vast body of work. Following Ian Shapiro and Jeff Isaacs, we would broadly delineate and discuss three lines of criticism to his work. The first concerns Pocock's apparent neglect of the historical materialist approach in general and his resultant refusal to read power and property relations in conjugation with the categories of capitalism. This is most acute in Pocock's interpretations of Harrington and the 18th century foundational debates in America. The critical role that property relations played in generating political power and making some groups dominate over others is largely absent in Pocock's linguistic analyses of civic republican thought. While Pocock is surely entitled to claim a primacy of the political over the economic in

his republican theory, since his thought is deeply concerned with the staples of political economy, his approach seems rather slim and cavalier at times for this apparent neglect of economic factors in his overall analysis.

Secondly, Pocock's republicanism contains a problem that is common to most versions of republican thought, which Shapiro describes as 'republican instrumentalism'. The first problem manifests in the republic's relation to the outside world. The discourse of citizen's virtue and commitment to a politics of the common good often has exclusionary consequences on outsiders whose ethical claims are rather arbitrarily closed off at borders. While classical republican states had a far greater leeway to forge unity in relative isolation and could productively utilize the scalar advantages of space, this is scarcely available to modern republics located in an increasingly interdependent and transactional world. Ian Shapiro says in 1990, "In Pocock's civic republican tradition, even when outsiders cease to be declared explicitly to be barbarians, they continue to be treated purely instrumentally, relevant only to the extent that they affect the stability of the republic. In this light it can hardly be surprising that there are powerful links between republicanism and nationalism in the contemporary world, for although republican and communitarian arguments are typically defended by appeal to the benefits of membership for the included, they are equally mechanisms of exclusion." (Shapiro 1990, 459). If indifference to outsiders is ruled out by practical circumstances in which we live, not to summon alternative ethical standards, and leave outsiders to the Machiavellian alternative of domination is ethically repugnant and practically challenging.

Another aspect of the problem of republican instrumentalism concerns the practical difficulties of clinging on to the 'republican virtues' in the transformed political, economic and social contexts of contemporary times. This is a serious debilitation of republicanism as the centre-piece of the theory is its twin commitments to publicity and self-government. The political intimacy of the oral communities of Greek city-states had pervaded all civic republicans, from Cicero through Machiavelli, Montesquieu, Rousseau and Madison, to their modern proponents like Pocock and Skinner. However, by the time of the Florentine Renaissance, the face-to-face oral communities have ceased to exist. As the political community grew in size, the challenge of finding self-government by innovative political engineering could never be met in the new mass republics of the 18th and 19th centuries. How public-spirited citizens could in reality use self-government and publicity as triumph against corruption and political decay has remained a blind spot in republican political theory and Pocock, undoubtedly the most sophisticate exponent of the classical tradition in the 20th century, failed to come with an answer. The deliberative turn in democratic theory is indeed a move in the right direction that seeks to reinvigorate the republican thesis; however, deliberative democrats hardly cut off themselves from liberalism and it is not clear by classical civic republicans like Pocock would be particularly happy with the deliberative turn in modern democratic theory.

Finally, the cardinal problem of Pocock's civic republicanism seems to be the representation of liberalism as the antithesis of republicanism. Most commentators have shown that Pocock's work does not succeed in this attempt and unfortunately creates a series of misconceptions and conceptual binaries that did not really exist. There are many interrelated arguments here. First, the definition of liberalism as possessive individualism and as an asocial philosophy is only partial. Social liberals like T.H. Green, L.T. Hobhouse, John Marshall

in the early 20th century and Rawls and Dworkin in the 1970s did not define liberalism as a philosophy of unrestrained individualism but emphasized interdependence in society and the need for socially nested individuality. Secondly, the republican accusation of liberal democracy as corrupt and inevitably prone to decay is not entirely true. Liberals have also suggested measures to prevent political deception and fraud. The liberal prescriptions in this regard shows close attention to many attributes and successful adaptation of the republican remedies to problems of centralized political power. Thirdly, the civic republicans have not done enough to create an idea of the human person as normatively superior to the one that the deontological liberals have come up with. The choice between the Aristotelian idea of a virtuous life of the citizen and the anti-perfectionist appeal of the modern liberals like Kant and Mill remains an open question and there is certainly no evidence that the civic republicans have successfully advanced a normatively superior case for the former. It makes more sense to build bridges between social liberals and pragmatic republicans as these are not opposed ideologies as republicans like Pocock would like us to believe. Fourthly, Pocock while making references to the idea of freedom as autonomy occasionally, took up the Aristotelian project of making a contemporary (and in a sense, timeless) case for man as apolitical animal as his primary philosophical project. As Patricia Springborg rightly says in 2001, "On Pocock's more Aristotelian reading, republicanism is characterized by rule of law, and not freedom from domination, because only rule of law establishes the juridical equality necessary for the citizen to both rule and be ruled." Finally, the republicans equivocate on the idea of the market. While the familiar republican fears of the corruption and artificiality of a speculative commercial life are real, they have tended to veer towards the institution of the market, particularly in a regulated form, in the absence of viable alternatives. As many welfare liberals are also equally critical of an unregulated capitalism, it is not evident where and to what degree the republicans diverge from them in their conditional acceptance of the market. While these criticisms are valid, they do not undermine the magisterial breadth and erudition of J. G. A. Pocock's civic republican theory that has highlighted our perennial concerns with the trepidations of power and corruption in everyday political life. Pocock has shown how humanity has stood up to these challenges over time and has in the process contributed handsomely to a tradition of political thought that combines both fear and virtue to make for a good life.

4.10 Self-Assessment Questions

a) What were the major challenges for republican model in the 20th century?
b) Discuss the central themes of republicanism as emphasized by Pocock.
c) Explain the role of Citizen Militias in the republican order.
d) What are the reasons that Pocock has offered in citing Machiavelli and Harrington as part of the civic republican project?
e) Enumerate the main drawbacks of Pocock's civic republicanism.

4.11 Suggested Readings

i. Dagger, Richard. (2011). Republicanism. In G. Klosko (Ed.), *The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy* (pp. 701-711). New York: Oxford University Press.

ii. Harrington, James. (1977). *The Political Works of James Harrington.* (J. G. Pocock, Ed.) Cambridge: Cambridge University Press.

iii. Pocock, J. G. A. (2009). *Political Thought and History: Essays on Theory and Method.* Cambridge: Cambridge University Press.

iv. Pocock, J. G. A. (1971). *Politics, Language and Time: Essays on Political Thought and History.* New York: Atheneum.

v. Pocock, J. G. A. (1957). *The Ancient Constitution and the Feudal Law.* Cambridge: Cambridge University Press.

vi. Pocock, J. G. A. (1981). The Machiavellian Moment Revisited: A Study in History and Ideology. *Journal of Modern History, 53* (1), 49-72.

vii. Pocock, J. G. A. (1975). *The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition.* Princeton: Princeton University Press.

viii. Pocock, J. G. A. (1985). *Virtue, Commerce and History: Essays on Political Thought and History, Chiefly in the Eighteenth Century.* Cambridge: Cambridge University Press.

ix. Rodgers, Daniel T. (June 1992). Republicanism: The Career of a Concept. *The Journal of American History, 79* (1), 11-38.

x. Shalhope, Robert E. (April 1982). Republicanism and Early American Historiography. *The William and Mary Quarterly, 39* (2), 334-356.

xi. Shapiro, Ian. (1990). J. G. A. Pocock's Republicanism and Political Theory: A Critique and Reinterpretation. *Critical Review, 4* (3), 433-471.

পাঠক্রম : ১.২

Unit-5

মার্থা নুসব্যম-এর উদারপন্থী নারীবাদ ও তার বিচার
Martha Nussbaum's Liberal Feminism and its Critics

বিষয়সূচি :

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৫.২ ভূমিকা :

৫.৩ **Personal Autonomy** বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ :

৫.৪ মার্থা নুসব্যম ও উদারপন্থী নারীবাদ :

৫.৫ **Liberal** বা উদারপন্থী মতের বিরুদ্ধে প্রথম নারীবাদী আপত্তি ও নুসব্যম-এর উত্তর :

৫.৬ নুসব্যম-এর মতে দার্শনিক প্রেক্ষাপট :

৫.৭ লিবারাল বা উদারনৈতিক দর্শন-এর বিরুদ্ধে নারীবাদীর আপত্তি ও তার উত্তর

৫.৮ আবেগ-এর ভূমিকা বিষয়ে মতভেদ—উদারবাদী বনাম নারীবাদী

৫.৯ উপসংহার

৫.১০ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৫.১১ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটির মাধ্যমে পাঠক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন:

ক) নুসব্যম-এর মতে নারীবাদী সমালোচনার দার্শনিক প্রেক্ষাপট

খ) মার্থা নুসব্যম-এর উদারপন্থী মতের বিরুদ্ধে নারীবাদী সমালোচনা

গ) আবেগের ভূমিকা বিষয়ে মতভেদ—উদারবাদ বনাম নারীবাদ

৫.২ ভূমিকা :

আধুনিক পাশ্চাত্য নারীবাদ উদারবাদ (liberalism)-এর হাত ধরে গড়ে উঠেছে। মেরি ওলস্টনক্রাফট, হ্যারিয়েট টেলর, জন স্টুয়ার্ট মিল, সুজান বি এন্টনি ও এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন হলেন নারীবাদি উদারপন্থীদের অন্যতম। সাধারণত উদারবাদী মতে মানুষের স্বাধীনতা (freedom) হল এক মৌলিক মূল্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা কেবল এক ন্যায্য রাষ্ট্রই (just state) দিতে পারে। উদারপন্থী নারীবাদী নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। এঁদের মতে স্বাধীনতা হল ব্যক্তিনিষ্ঠ

স্বাতন্ত্র্য (personal autonomy)-যার অর্থ নিজের ইচ্ছায়/পছন্দে জীবন অতিবাহিত করা। পাশাপাশি এগুলি রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য তথা ব্যক্তির স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য আবশ্যিক শর্তাবলী। উদারপন্থী নারীবাদী মনে করেন, জীবনে যে সকল শর্ত পূরণ হলে নারী ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে সমাজে তা বহুলাংশে অনুপস্থিত। একই সঙ্গে তাঁরা দেখেন যে নারীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা পরিপূর্ণ শুভ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থাপনায় মজুত না থাকায় নারীর স্বাধীনতা বাধা প্রাপ্ত হয়। নারীর প্রয়োজন বা পছন্দ তাদের জীবনযাপনের সাধারণ অবস্থায় পর্যাপ্তরূপে প্রতিফলিত নয় এবং তার জন্য আবশ্যিক পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থাগুলিও বহাল নয়, যেহেতু গণতান্ত্রিক আত্ম-পরিচালনার প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত নগণ্য। উদারপন্থী নারীবাদী তাই মনে করেন এহেন দৈন্যতা বা স্বাতন্ত্র্যের অভাব বিশেষত লিঙ্গ ব্যবস্থার কারণ হয়। আবার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতৃতান্ত্রিক প্রথা, রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠান নারী-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিবন্ধক হতে পারে। এক্ষেত্রে নারীবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করা এবং এদের সঠিক প্রতিকার করা। ঠিক যেভাবে দেশের সাধারণ নাগরিকদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা ও রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তেমনি উদারপন্থী রাষ্ট্রের উচিত নারী আন্দোলনে ও তাদের পাশে থেকে তাদের বলশালী করে তোলা। কিন্তু শুভ জীবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-র ভূমিকা কী, বা রাষ্ট্রের ভূমিকা কী এ সকল বিষয়ে উদারপন্থী নারীবাদীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়।

৫.৩ Personal Autonomy বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ :

ম্যাকেঞ্জি ও স্টলজার (1999) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের এক প্রকার পদ্ধতিগত বর্ণনা দিয়েছেন। স্বাতন্ত্র্য বর্ধিত হয় এমন অবস্থাগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে বলে তাঁরা দাবী করেন যে, নারী আন্দোলনকারীদের উচিত এই সকল অনুকূল অবস্থা নির্ণয় করে সেগুলির বাস্তবায়নের প্রয়াস করা। ভিন্ন ভিন্ন স্থান, কাল, অবস্থানভেদে নারী যে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছে সেগুলি সযত্নে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তাঁদের অভিমত। যেমন অবদমন বা হিংসা তথা অবদমনের আশঙ্কা থেকে নারীর মুক্তি, যে পিতৃতান্ত্রিক বিধান ও নৈতিক অনুশাসন দ্বারা সীমানা তৈরি করে নারীর স্বাতন্ত্র্যে কেড়ে নেওয়া হয় তার থেকে মুক্তি, জীবন অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার জন্য নারীর বিভিন্ন বিকল্প গ্রহণের স্বাধীনতা, এমনকি আভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক সহকারী কারণগুলি (নিজের জীবনে নারী কী চায় তা অনুধাবন করার ক্ষমতা বা অন্যভাবে বাঁচার কল্পনার সামর্থ্য)-র উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

যদিও রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা থাকার কথা বলা হয় তথাপি অনেক নারীবাদী বলেন যে সবকিছু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে না। জীবনকে নতুনভাবে দেখা, পরিকল্পনা করা, মুক্তিদায়ী বিশেষ বিশেষ বিকল্পের চিন্তা, এবং নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনে সম্পর্কের বৈচিত্র্যকে বোঝা—এসব নারীর নিজেরই করা আবশ্যক। সমালোচকরা বলতে পারেন যে স্বাধীনতার মূল্যও সীমায়িত, কারণ নারী তার স্বাতন্ত্র্যে বৃদ্ধির পথের সন্ধান পেলেও সামাজিক আবদ্ধায়ন এবং নিয়মানুবর্তিতাকে অনুসরণ করাই শ্রেয় বলে মনে করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিকল্পের অনাধিক্য বা অন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থার দরুন নারীর পছন্দ বিকৃত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার আধিক্য ঘটলেই যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা সফল হবে বা বিকল্প গৃহীত হবে এমন নয়। প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে নারী হামেশা আপোশ করে চলাই শ্রেয় বলে ভাবে। যেহেতু উদারপন্থী নারীবাদী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ইচ্ছার মর্যাদা দেন সুতরাং কোনও বিশেষ পথের বিকল্পের দিকে পরিচালিত হবার শিক্ষা তাঁরা দিতে পারেন না। নারী যাতে স্বাধীনতা পায় তার প্রতি উদারপন্থী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সেই স্বাধীনতা প্রয়োগ করে নারী ভুল পথেও অগ্রসর হতে পারে। তথাপি তাকে তার জীবনে চলার পথ নিজেই খুঁজে নিতে হবে—এ বিষয়ে তাকে পরাধীন বা পরনির্ভরশীল করে রাখলে চলবে না। এ প্রসঙ্গে ডায়ানা মেয়ার্স বলেছে, নারীবাদী তাত্ত্বিক তথা আন্দোলনকারীদের নৈতিক কল্পনা সীমাবদ্ধ কারণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে কী ধরনের নির্বাচন/পছন্দ খাপ খায় এ বিষয়ে তাদের সম্পূর্ণ, সামগ্রিক ধারণা নেই।

কেউ কেউ ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিধিতেও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। যে সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি তার নিজস্ব জীবন অতিবাহিত করবে সেটা যেমন স্বাধীনভাবে ব্যক্তি নির্বাচন করবেন তেমনই সেই পরিবেশে justice বা ন্যায্যতা থাকা আবশ্যক। জীন হ্যাম্পটন (1993) নীতিদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন এর চুক্তিমূলক ঐতিহ্যের সাহায্য নিয়ে দেখান কীভাবে বিষমকামী ভালোবাসার সম্পর্কে ধীরে ধীরে ন্যায্যতা হারিয়ে যায়। হ্যাম্পটন-এর মতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ন্যায্য হবে তখনই যখন উভয় পক্ষ দেনা-পাওনা বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হবে। ব্যক্তির নিজের স্বার্থ চিন্তা এখানে মূল প্রেরণারূপে কার্যকরি হয়। কি দেবার আর কি পাবার এ বিষয়ে ঘোষিত চুক্তি না থাকলে সম্পর্কটি যথার্থ হয় না। অবশ্য মেয়েরা অনেক সময়ে আবেগে বশবর্তী হয়ে অপরের সেবা যত্ন বা অপরকে খুশি করার মধ্যে দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায়। চুক্তির ন্যায্যতার নিরিখে এইসব আবেগীয় লাভ-ক্ষতির কোনও মূল্য নেই। কারণ হ্যাম্পটন মনে করেন যে স্বভাববশত এই প্রকার আবেগীয় সুখ-সুবিধা নারীর থেকে পাওয়া গেলেও পুরুষ-এর থেকে এসব কিছু পাওয়া যায় না। কোনও ব্যক্তি নিজে যা দেয় তার চেয়ে বেশি যখন অপরের থেকে পায়, তখন সে অপরের প্রতি সম-আবেগ না দেখিয়ে তাকে তার বৈধ পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। অপরের প্রতি দরদি বা যত্নশীল হওয়ার প্রবণতা নারীকে হামেশাই বিষমকামী সম্পর্কে ন্যায্যতা দিতে পারে না। হ্যাম্পটন নারীকে তার আবেগীর কর্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলেননি, কিন্তু নারী ও পুরুষকে এই অন্যায় বিষয়ে সংবেদনশীল ও সচেতন হতে বলেছেন; পাশাপাশি এর প্রতিকার খোঁজার উপদেশ ও দিয়েছেন। একজন নারী তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও এমন এক সম্পর্কে থাকতে চাইতে পারে যেখানে তার পাওয়ার চেয়ে দেওয়া বেশি, কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হবে যেন নারী/পুরুষ তাদের সম্পর্কে টিকে থাকতে না পারলে উভয়ের প্রস্থানের পথ (সম্পর্ক ত্যাগ করে বেড়িয়ে যাবার বিকল্প) খোলা থাকে এবং সম্পর্কটি যেন কোনওভাবে নারীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া না হয়। মানুষের দায়িত্বভার এবং সুযোগ সুবিধার যথার্থ বণ্টন হল কি না—তা আংশিক নির্ভর করে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের পছন্দের ওপর।

৫.৪ মার্থা নুসব্যম ও উদারপন্থী নারীবাদ :

মার্থা নুসব্যম শুভ জীবন বা good life এর এমন এক ব্যাখ্যা দেন যার কেন্দ্রে আছে উদারপন্থী ধারণা—যে ধারণা সকল নাগরিককে স্বাধীন, মর্যাদা সম্পন্ন নীতি নির্বাচক বলে গণ্য করে। ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে পদ্ধতিগত ব্যাখ্যার পুনঃপ্রচার করে নুসব্যম (1999) বলেন—কেউ যদি ব্যক্তির বিশেষ শুভ জীবনের ধারণা এবং নির্বাচনের ক্ষমতা বিষয়ে যত্নশীল হয়, তবে সেই ক্ষমতার সহায়ক অন্যান্য জৈবিক আকারগুলির প্রতিও তার যত্নবান হওয়া উচিত। মানুষের মুখ্য কার্যকারিতার মধ্যে ব্যক্তি নিষ্ঠ স্বতন্ত্র্য অন্যতম, যার দ্বারা good human life (শুভ মানব জীবন)-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কার্যকারিতার মধ্যে আছে শারীরিক স্বাস্থ্য, একতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং জোট বাঁধা। ব্যক্তি নিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য হল তাঁর মতে practical reason বা ব্যবহারিক বুদ্ধি যা অপর সকল কার্যকারিতার জন্য পর্যাপ্ত কারণ/শর্ত। ব্যক্তি। পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য যত ধরনের কার্যকারিতা ভোগ করার সামথ্য রাখে সে সকল কেবল শুভ জীবনের মাধ্যমে সে পেতে পারে। নুসব্যম সরাসরি বিকৃত পছন্দের সমস্যার মোকাবিলা করতে উদ্যত হন। তাঁর মতে যার যা পছন্দ বা মূল্যবান বলে মনে হয় তার সেই অনুসারে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক; এছাড়া নারীকে জীবনে যে অন্যায়নীতিগুলি নিয়মরূপে মেনে নিতে হয় তার বিষয়ে সকল মানুষের সচেতন এবং প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্যময় বিকল্প সমাধানের পথের সন্ধান দেওয়া তিনি জরুরি বলে মনে করেন। তাঁর ক্ষমতার পদ্ধতি বা "Capabilities approach" স্বাতন্ত্র্যের প্রক্রিয়াগত ব্যাখ্যার সঙ্গে তুলনীয়। নুসব্যম তাঁর বক্তব্যে বিশেষ এক প্রকার জীবনযাপন মানুষের জন্য শুভ বলে দাবী করেছেন কিন্তু অপর ব্যাখ্যায় নারী পছন্দ-অপছন্দ,

চাওয়া-পাওয়াগুলো তার স্বাধীন নির্বাচনের বিষয় বলেই গণ্য হয়েছে—সেখানে কোনও নির্দেশিকা/প্রেসক্রিপশন দেওয়া নেই। অনেকে নুসব্যম-এর মতের বিরুদ্ধে বলেন যে এই প্রকার নির্দেশিকা দেবার পরিবর্তে নারীকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হতে সাহায্য করাই বাঞ্ছনীয়, যাতে সে নিজে নিজেই তার জীবন আদর্শ বা প্রয়োজনগুলি বুঝে নিতে পারে।

উদারপন্থীরা বলেন যে হিংসা যে আকারে যেখানেই হোক না কেন, নারীকে সেই হিংসা থেকে রক্ষা করার দায় নেওয়া উচিত রাষ্ট্রের। তাঁরা দেখান রাষ্ট্রের অন্যায্য ক্ষমতাবলে নারীর জীবন পরিচালনার ভার অপর হাতে চলে যায়, যেহেতু রাষ্ট্র বিভিন্ন লিঙ্গ বৈষম্য ও আপাত নৈতিক (অন্যায্য) বিধি প্রণয়ন করে নারীকে বিশেষ এক ধরনের জীবনযাপনে বাধ্য করে। যেমন গর্ভপাত বিষয়ে নারীর নিজের অধিকার থাকা প্রয়োজন হলেও সভ্যতা ও কালচারের দোহাই দিয়ে তার মতামত না জেনেই এই অধিকার কোনও না কোনও পুরুষ অভিভাবককে দেওয়া হয়। অথচ মাতৃত্বের দায়, যত্নশীল বা দরদি হবার দায় তথাপি আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেবার দায় শুধুমাত্র নারীর উপরেই বর্তায়।

উদারপন্থী নারীবাদীরা বিশেষ কোনও এক প্রকার পরিবার ব্যবস্থাকে অধিক গুরুত্ব প্রদানে রাষ্ট্রকে প্রতিহত করে। দেহ ব্যবসা বা বেশ্যাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নেও তারা রাষ্ট্রকে বাধা দেন বরং তারা এই ব্যবসাকে আইন দ্বারা বৈধ করার প্রস্তাব দেন এবং এই কাজে যুক্ত মেয়েদের শারীরিক সুরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন—এর দিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হন। শ্রমের বিনিময়ে সমান পারিশ্রমিক এবং কর্মক্ষেত্রে পরিবেশের উন্নতি সাধন এসব বিষয় তারা পূর্ণ সমর্থন করেন। শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্যকে উদারপন্থী নারীবাদীরা খারিজ করেন। উদারপন্থী নারীবাদীরা একথাও বলেন যে, কেবলমাত্র নারী বলেই কাউকে কর্মে যোগদান করা থেকে বিরত করলে সেটা সেই নারীর নির্বাচনের বিকল্পকে সংকীর্ণ করে দেয়। যৌন হেনস্থা, কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের অভাব বা অন্য প্রকারের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার। এছাড়াও উদারপন্থী নারীবাদী রাষ্ট্রের কাছে দাবী রাখেন যাতে নির্ভরশীল মানুষের যত্ন করার সামাজিক দায়িত্ব কোনওভাবে যেন যত্নদানকারী ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে লঙ্ঘিত বা সীমায়িত না করে।

৫.৫ Liberal বা উদারপন্থী মতের বিরুদ্ধে প্রথম নারীবাদী আপত্তি ও নুসব্যম-এর উত্তর :

জ্ঞানলোক বা আলোক প্রাপ্তির ঘরানায় ব্যক্তিসত্তা, স্বাতন্ত্র, অধিকার, মর্যাদা, আত্ম-সম্মান প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায়। যদিও পূর্বে এগুলি নারীর কাছে বিশেষ অর্থবহরূপে প্রতিপন্ন হয়নি, কিন্তু সমাজের কাঠামোর চরম বিচারমূলক ব্যাখ্যা, সমালোচনা ও নারীর জীবনের মান রক্ষার্থে আজ এই বিচারগুলি অপরিহার্য এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক নারীবাদী মনে করেন যে উদারনীতিবাদ মূলত এক রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং নারীর প্রয়োজন তথা লক্ষ্যের নিরিখে এই মতবাদ মোটেই পর্যাপ্ত নয়; বরং কিছু ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ণের পথে এগুলি প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। বিগত দুই দশকের বেশি সময়কাল ধরে নারীবাদী রাজনীতিবিদগণ এহেন উদারনীতিবাদ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে এর বিরুদ্ধ অবস্থানে নারীবাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে গেছে। 1983 তে তাঁর রচনায় জ্যাগার দাবী করেন যে নারীবাদী দর্শনের দার্শনিক ভিত্তি কখনই উদারবাদ হতে পারেনা কারণ এটি বাস্তবে নারীমুক্তির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তত্ত্ব প্রদান করতে পারে না। যদিও অনেকেই জ্যাগার-এর মত অনুসরণ করেন, তথাপি Nussbaum মনে করেন যে উদারবাদ একেবারেই নারীবাদী রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। উদারনৈতিক মতবাদকে হাতিয়ার করে আন্তর্জাতিক আইন/বিধির আওতায় আনা হয়েছে মানবাধিকার। একই সঙ্গে মানবীর অধিকার কেন্দ্রীয় স্থান পেয়েছে। এই সময়ে চরমপন্থী নারীবাদীরাও প্রচ্ছন্ন অবস্থা থেকে প্রকাশে আসেন। অতএব নারীবাদী কর্তৃক উদারবাদ-এর critique-কে নতুন করে বিশ্লেষণ ও বিচার করা আবশ্যক। নারীবাদী তাত্ত্বিকদের সমালোচনার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই সক্রিয় আন্দোলনযুক্ত নারীবাদী তাদের কাজ চালিয়ে গেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার দোলাচল এবং বহু দিক থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যক্তিসত্তা ও মানব অধিকারের উপর আক্রমণ হতে থাকায় আজ আমাদের এই ফিরে দেখা অত্যন্ত জরুরি। নুসব্যম-এর মতে উদারনীতিবাদ-এর কেন্দ্রীয় ধারণাগুলি হল radical

force বা চরমশক্তি এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক মূল্য। তিনি মনে করেছেন যে উদারনীতিবাদীকে নারীবাদ-এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে, যদি তার তত্ত্বকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তিশালী করে তুলতে হয়, অর্থাৎ তার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়গুলি (insights) যথার্থভাবে গড়ে তুলতে হবে। নারীবাদীর প্রত্যয় গ্রহণ করলে উদারনীতিবাদ অপরিবর্তিত থাকবে না কিন্তু তার পরিবর্তন তার মৌলিক ধারণাগুলির সঙ্গে আরও গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। নুসব্যম বলেন বিশ্বের সকল নারীর জন্য ন্যায় বা ন্যায্যতা পেতে চাইলে এক ধরনের উদারনীতিবাদকে গ্রহণ করতে হবে।

৫.৬ নুসব্যম-এর মতে দার্শনিক প্রেক্ষাপট :

নুসব্যম বলেন যে উদারনীতিবাদ আসলে নানা অবস্থানের এক সমাহার (সমষ্টি) যেমন কান্টীয় উদারনীতিবাদ এবং আধুনিক উপযোগবাদী উদারনীতিবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই ঘরনার উদারনীতিবাদ। নুসব্যম ঐতিহাসিক কান্টীয় উদারনীতিবাদ-এর আদলে প্রস্তুত বর্তমান কালের Rawls প্রদত্ত রাজনৈতিক ভাবধারা এবং স্টুয়ার্ট মিল প্রবর্তিত উদারনীতিবাদ-এর ধারণার উপর বিশেষ নজর দেন। এছাড়াও জাঁক রুশো, ডেভিড হিউম এবং অ্যাডাম স্মিথ-এর বক্তব্য নুসব্যম বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেন। উদারপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আমরা পাই কান্ট ও মিলের বক্তব্যে; সুতরাং তাঁদের প্রেক্ষিতেই বর্তমানে নারীবাদী সমালোচনার গুরুত্ব বিচার করা যুক্তিযুক্ত।

উদারনীতিবাদের প্রতিনিধিরূপে যাঁদের নুসব্যম নির্বাচন করেছেন তাঁরা অনেক বিষয়ে ভিন্ন মত দিলেও কিছু সাধারণ দায়বদ্ধতার সূত্র ধরে নারীবাদের কথা মাথায় রেখে তিনি বিচার করেছেন। উদারনীতিবাদ-এর ট্রাডিশন মানুষ বিশেষ দু-প্রকার প্রজ্ঞা স্বীকার করেন—

১) 'মানুষ' মানুষ বলেই সমান মর্যাদা ও মূল্যের অধিকারী (স্বতঃমূল্য)

২) এই মূল্য (স্বতঃমূল্য)-র উৎস হল মানুষের মধ্যে উপযুক্ত উপস্থিত নৈতিক নির্বাচনের ক্ষমতা।

প্রথমটি অনুসারে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অবস্থান যাই হোক না কেন, প্রত্যেকেই সমানভাবে মূল্যবান; দ্বিতীয়টিতে যে ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয় ও তার অর্থ হল প্রত্যেক মানুষ নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে যাচাই করতে পারে অথবা মূল্যায়ণ করতে পারে এবং তদানুসারে জীবন নির্বাহ করার প্রকল্প গঠন করতে পারে। এই দুটি প্রজ্ঞা উদারবাদকে গ্রীক ও রোমান স্টয়িকদের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করে। এর সঙ্গে নতুন আর একটি বিষয় উদারপন্থীরা যোগ করেন—মানুষের নৈতিক সাম্য, যা সকলকে সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক প্রকার ন্যায্য আচরণ ও ব্যবস্থার অধিকারী করে তোলে। নুসব্যম বলেন যে আচরণ ও ব্যবস্থা ঠিক কি হবে, কিভাবে তা কার্যকরী হবে, সে সব নিয়ে বিবাদ থাকলেও ব্যক্তির নির্বাচনের স্বাধীনতাকে সম্মান দেওয়া, রক্ষা করা এবং নির্বাচন কর্তারূপে সকলের সমান মূল্যকে মর্যাদা দেওয়া বিষয়ে ঐক্যমত গড়ে তুলতে হবে। তাঁর মতে উদারনীতিবাদ সেই রাজনৈতিক ধারার বিরোধী যারা নীতিবর্হির্ভূত বিভেদগুলিকে সামাজিক স্তর বিন্যাসের তন্ত্রমূলক উৎস বলে চিহ্নিত করে। অন্যভাবে বলা যায় এটি naturalizing of hierarchies বা স্তরায়ণের স্বাভাবিকিকরণের বিরোধী। যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রাজত্ব/সম্পদ/রাষ্ট্রীয় শাসনভাব, বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় বৈষম্য প্রভৃতি উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ত এই মতবাদ সেই সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে যেগুলি জৈবিকভাবে সঙ্গবদ্ধ হয়েছে—যেগুলি সামগ্রিকভাবে বিশেষ এক গোষ্ঠী বা দলের শুভ নিয়ে চর্চা করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের শুভ আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করে না। তৃতীয়ত, এটি আদর্শভিত্তিক রাজনীতি বিরোধী কারণ সেই মতে একটি বিশেষ মূল্যবোধক ধারণা সকল নাগরিকের উপর কর্তৃত্বের দ্বারা বাধ্যতামূলকরূপে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, এক চার্চ-এর ব্যবস্থা, শুভ বা ভালো-র একটি রাজনৈতিক ভাবধারা প্রতিষ্ঠা—প্রভৃতি বিষয়গুলি ব্যক্তিতে বিভেদ/বৈষম্য/অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করতে পারে বলে উদারনীতিবাদীরা মনে করেন। সেক্ষেত্রে মানুষের

স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা কোনও বিশেষ বিকল্প বেছে নেবার অবকাশ না থাকায় উদারপন্থীরা এটির বিরোধিতা করেন।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে বলা যেতে পারে যে উদারনীতিবাদ মানুষের choice বা বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রকে যথাসম্ভব প্রসারিত তথা রক্ষা করতে আগ্রহী। তবে সেই ক্ষেত্রটিকে ''ব্যক্তিসত্তা মাত্রেই সম্মানের অধিকারী''—এহেন সাম্যের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে রাখাই তারা শ্রেয় বলে মনে করেন। Personhood বা ব্যক্তির সত্তা বিকাশের জন্য তার নির্বাচন এর অধিকার রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। এখন এমন হতে পারে যে একজন উদারনীতিবাদী সাম্য ও মর্যাদার কথা স্মরণে রেখেই ব্যক্তির বিকল্প গ্রহণ/বর্জন/নির্বাচনের বিষয়ে বাহ্য নিয়ন্ত্রণকে বৈধ বলে দাবী করেন। উদারপন্থী সকল মতাবলম্বীগণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনও না কোনও হস্তক্ষেপ জরুরি বলে স্বীকার করেছেন—যার দ্বারা নির্বাচন প্রক্রিয়া হয় আরও সুষ্ঠ হয়েছে অথবা তার দ্বারা অবদমন রোধ করে সার্বিক অর্থে অধিক ন্যায়/ন্যায্যতা লাভ হয়েছে।

একই মৌলিক ধারণা নিয়ে আরম্ভ করে উদারনীতিবাদীরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন। এই কথা মেনে নিলে বলা যেতে পারে যে জন রওলস এবং রবার্ট নজিক—উভয়েই লিবারাল বা উদারপন্থী ছিলেন। সমমর্যাদা এবং মুক্তির প্রতি উভয়েই বিশেষ নজর দিয়েছেন। যদিও অর্থনৈতিক পুনর্বন্টনের সম্ভাব্যতা ও গ্রহণ যোগ্যতা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়ে। রলস-এর মতে ব্যক্তিমাত্রই সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য এবং সেই লক্ষ্যে পুনর্বন্টন আবশ্যক; অপরদিকে নজিক বলেছেন সমমর্যাদার ধারণার সঙ্গে এটি খাপ খায় না। লিবারালিজম এর মধ্যে এই ধরনের নানা মতৈক্য দেখা যায়। তথাপি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, তথ্যের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত পছন্দের স্বাধীনতা—প্রতি নিষ্ঠা সাধারণত সকল প্রকার উদারনীতিবাদে দৃশ্যমান।

৫.৭ লিবারাল বা উদারনৈতিক দর্শন-এর বিরুদ্ধে নারীবাদীর আপত্তি ও তার উত্তর :

যখন এই লিবারাল ট্রাডিশনকে একটি দর্শনরূপে নারী উদ্দেশ্য/অভীষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়, তখন নারীবাদীরা এর বিরুদ্ধে প্রধানত তিনটি আপত্তি তোলেন। প্রথমত: এটি ব্যক্তিনিষ্ঠ বা বিশেষের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়-এর ফলে গোষ্ঠী এবং সামাজিক দলগুলিকে অবহেলা করে, যেমন—পরিবার, শ্রেণী ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: লিবারাল দার্শনিকগণ যে সাম্যের আদর্শের প্রবর্তক নারীবাদী মতে তা অত্যন্ত বিমূর্ত এবং আকারগত, যার ফলে বিভিন্ন সামাজিক জনগোষ্ঠী বা দলের মধ্যে যে মূর্ত ক্ষমতা থাকে, তার উপর নজর দেওয়া হয় না। তৃতীয়ত: বুদ্ধি বা বৌদ্ধিকতার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া লিবারালবাদী নৈতিক তথা রাজনৈতিক জীবনে আবেগ, অভিজ্ঞতা, যাপন, দরদ—প্রভৃতির ভূমিকা পুরোপুরি খারিজ করেন। নারীবাদী সমালোচকরা দাবী করেন যে লিবারাল ট্রাডিশন যথার্থভাবে নারী জীবনের সমস্যাগুলির উপর বিশেষ নজর দেয় না। বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন আনার প্রকল্পে নারীবাদী সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রকার রাজনৈতিক দর্শনকে বেছে নেয়—যা সমাজতান্ত্রিক, মার্কসবাদ, গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা দরদ-ভিত্তিক।

লিবারালদের বিরুদ্ধে ওঠা প্রথম আপত্তি (too individualistic) বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এই মত অনুসারে সমাজের পূর্বে ব্যক্তির রাজনৈতিক চিন্তনের মৌলিক একক রূপ দেখা হয়, সকল সামাজিক বন্ধনের বাইরে তত্ত্বগতভাবে ব্যক্তির অস্তিত্বশীল হবার সামর্থ্য স্বীকার করা হয়। এ প্রসঙ্গে অ্যালিসন জ্যাগার Feminist Politics and Human Nature গ্রন্থে বলেন যে উদারপন্থী ভাবাদর্শ অনুসারে যৌক্তিক অর্থে মানুষ সামাজিক প্রেক্ষিতে বা পরিবেশে অস্তিত্বশীল হতে পারে; মানুষের সারসত্তামূলক গুণ/বৈশিষ্ট্য ও তার প্রয়োজন, ইচ্ছা প্রভৃতি সমাজের দ্বারা সৃষ্টি নয়, পরিচালিতও নয়। এটি এক ধরনের Political Solipsism বা রাজনৈতিক আত্মসর্বস্ববাদ যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে ধরে নেয়। এরূপ পূর্বস্বীকৃতি গ্রহণ করার মাধ্যমে লিবারাল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বিপজ্জনকভাবে অহংবাদ এবং স্বয়ং সম্পূর্ণতার আদর্শের কাছাকাছি চলে আসে। যদি প্রকৃত অর্থে উদারপন্থীরা দাবী করেন যে ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা বা ইচ্ছাগুলি সমাজ নিরূপিত নয় এবং

সমাজের উপর ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছা/প্রয়োজন মেটার অপেক্ষা না রেখেই ব্যক্তি নিজের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম, তাহলে সেটি এক প্রকার মনস্তাত্ত্বিক অহংবাদ-এর সামিল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা, সহাবস্থান, গোষ্ঠীজীবন, প্রভৃতি জটিল সম্ভাবনারূপে প্রতীত হয়। জ্যাগার আপাত দৃষ্টিতে উদারপন্থীদের একপ্রকার আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক অহংবাদ-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রচেষ্টা করেন, যদিও তাঁর এই প্রচেষ্টায় সমস্যা আছে। কারণ উপযোগবাদ এবং রওলসীয় তত্ত্ব উভয়েই জ্যাগার-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সকলের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যকে গ্রহণ করে। এই অর্থে অহংবাদ থেকে উদারনীতিবাদ দূরে সরে আসে। নুসবম দেখান যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অহংবাদ কোনও কোনও উদারপন্থী স্বীকার করে নিলেও, নারীবাদী ও অন্যান্য সমালোচকগণ এই পূর্বস্বীকৃতি সম্পূর্ণ নাকচ করেন। সহানুভূতি, বিশ্বস্ততা, দায়বদ্ধতা প্রভৃতি উদ্দেশ্যরূপে গুরুত্ব না পেলে অর্থনৈতিক উপযোগবাদ অর্থহীন হয়ে পরে—এমন কথা অমর্ত্য সেনও তাঁর "Rational Fools" প্রবন্ধে বলেন। জ্যাগার লক্ষ্য করেন যে রওলস ন-অহংবাদী মানব মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ প্রচার করেন আবার মিল ও কান্ট বলেন যে অহংকেন্দ্রিক ও ন-অহংকেন্দ্রিক উভয় প্রকার উদ্দেশ্যেই মানুষকে কাজে প্রবৃত্ত করে।

অতএব বলা যেতে পারে, অহংকেন্দ্রিকতা লিবারাল দার্শনিকদের তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত নয়। তথাপি লিবারাল তত্ত্বগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। হবস্ ও বেন্থাম নিজের নিজের মতন করে কল্পনা করেন যে অপরের প্রতি ব্যক্তি মানুষের কোনও স্বাভাবিক প্রেমভাব নেই। কান্টের মতে, যেহেতু সংবেদন/অনুভূতিজাত সকল প্রবণতাই আকস্মিক এবং ব্যক্তি সাপেক্ষ তথা আপতিক, সুতরাং পরার্থপরতার প্রসঙ্গে এই সকল প্রবণতাকে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়াই শ্রেয়। মিল, হিউম, স্মিথ, রলস্ প্রমুখ দার্শনিকগণ বিশেষরূপে সামাজিক শুভ ও অপরকে অন্তর্ভুক্ত করার মনস্তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন কারণ তাঁরা মানুষের নৈতিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিরূপে সম্পর্ক (আন্তর্ব্যক্তিক) এবং গোষ্ঠী জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অপরের প্রয়োজন ও ইচ্ছাকে মূল্য দেবার কথা বলেছেন। কান্ট স্বীকার করেছেন যে মৌলিক অর্থে ব্যক্তির পরিচয় বা সত্তা তার গোষ্ঠী বা সামাজিক সম্প্রদায়ের সদস্য হয়ে থাকার মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে, যা হল লক্ষ্যের রাজত্ব বা "Kingdom of ends" সেখানে ব্যক্তি বৌদ্ধিকতা ও স্বাতন্ত্র্যর অধিকারী হওয়ার দরুন মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে অপরকে গ্রহণ করে, আর সেই কারণেই পরস্পরের মঙ্গল/শুভ/কল্যাণ চিন্তার ব্রতী হয়। একইভাবে রলস্ বলেন যে, কর্তারূপে ব্যক্তি যে "original position" বা আদি অবস্থান-এ থাকে, সেখানে তারা এক পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পন্ন সমাজ গঠনের জন্য উদ্যত হয়।

উদারপন্থীদের প্রধান দাবী হল এই যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ নির্ভর করে আছে অপরকে ব্যক্তিরূপে মর্যাদা দেবার ওপর। অতএব এটি কোনও অর্থেই egoism বা অহংবাদ-এ পর্যবসিত হতে পারে না। অনেকে মনে করেন উদারবাদ ব্যক্তিকে অপরাপর ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ব্যক্তিকে অপরের শুভা শুভের উপেক্ষা করে কেবল নিজের স্বার্থপূরণের দিকে উৎসাহিত করে এবং অপরের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর দিকে দৃষ্টি দিতে বলে। এই অর্থে জ্যাগার রাজনৈতিক অহংসর্বস্ববাদের আশঙ্কা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বহু নারীবাদী চিন্তাবিদ উদারবাদকে পুরুষালী মনোভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ রপে দেখেন। স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যেন উদারপন্থী পরিবার ও সম্প্রদায়-এর মূল্যগুলিকে খাটো করে ফেলেছেন।

(১) এই আপত্তির উত্তর দিতে হলে প্রথমেই বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শগত লক্ষ্যণটি যুক্তিহীন নয় বরং তার অনেক শক্তিশালী যুক্তি দিয়েছেন স্টয়িকগণ, স্পিনোজার মতো দার্শনিক। তাঁরা বিচ্ছিন্নতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার সঙ্গে রাগ, দ্বেষ থেকে মুক্ত হবার কথা বলেন—এক ন্যায়সম্মত দয়াশীল সমাজ গঠনের আদর্শ তুলে ধরেন। ভারতে নানা নারী প্রতিষ্ঠান মেয়েদের স্বাধীন বৃত্তি ও সাফল্যের জন্য খ্যাতিলাভ করেছে এবং এক্ষেত্রে নারীবাদীও এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা তুলে ধরেছেন যা মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং ক্ষমতা প্রাপ্তির মাধ্যমে যথার্থভাবে অপরের প্রতি যত্নবান হবার নির্দেশ দেয়।

(২) আমাদের বুঝতে হবে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং বিচ্ছিন্নতার নৈতিক লক্ষ্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ-এর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত নয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্রমতে এই লক্ষ্য স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব স্বীকৃতিও থাকে যে স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে আদৌ

ব্যক্তি অস্তিত্বশীল নয়। এবং এই পূর্ব স্বীকৃতির দরুন তাঁরা জাগতিক দুঃখ, জরা, মৃত্যু, বিয়োগ-এ নির্বিকার থাকার উপদেশ দেন। তাঁদের মতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এই পৃথিবী বা এই বিশেষ স্থান-কাল অবস্থার জীবনে সীমিত নয়।

(৩) যদি উদারপন্থীরা মনে করেন যে অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ব্যতিরেকে আমরা আমাদের মৌলিক ইচ্ছাগুলি পূরণ করার সামর্থ্য রাখি তাহলেও স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শগত সিদ্ধান্তগুলি নিঃসৃত হয় না। এ প্রসঙ্গে জেরেমী বেন্থাম এর তত্ত্ব (তিনি এমন এক চরম আত্ম-কেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব ও আদর্শগত পরহিতবাদ-কে জুড়ে ছিলেন যা এক্ষেত্রে) ফিরে দেখা যেতে পারে। কান্ট-এর মতে ব্যক্তি কর্তারূপে তার সর্বোচ্চ ইচ্ছা/কামনা বিমুখ হয়ে করুণা দয়া প্রভৃতি আবেগ কে দূরে রেখেও নৈতিক শুভ-র প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে পারেন। ব্যক্তিস্বার্থকে অবজ্ঞা করা বা এহেন আবেগের সংযম আবশ্যক হলেও উদারপন্থীর কাছে পরহিত, পরোপকার, পারিবারিক বা সামাজিক বিষয়ে যত্নশীল হওয়া প্রভৃতি মূল্যবান বলেই বিবেচিত হয়েছে।

অপরের চিন্তা ও অপরের কল্যাণ বিষয়ক প্রেরণা ব্যক্তির কাছে তুচ্ছ নয়। উদারপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা বিশেষ যাত্রাপথ ও যাপন আছে যা অপরের সঙ্গে অভিন্ন নয়। মানুষ যে বিচ্ছিন্ন এবং এক অর্থে বিযুক্ত তা মেনে নিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীগত মূল্যবোধ, প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ ভাবনা, অভিজ্ঞতা ও স্বর-এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। নৈতিকভাবে খাতিরে ব্যক্তির অভিমত, মূল্যবোধ বা যাপনের অভিজ্ঞতা গোষ্ঠী বা দলগত স্বার্থের উপায়রূপে গৃহীত হওয়া কখনও কাম্য নয়। এই ধরনের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার এমন এক প্রকার বণ্টনের পরিপন্থী যার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্যরূপে মর্যাদা এবং কল্যাণ/শুভ প্রাপ্তি হয়। এই অর্থে নারাবাদীরাও উদারপন্থী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে হয়তো সাদরে গ্রহণ করতে রাজি হবেন।

অধিকাংশ সমাজে নারী লক্ষ্যরূপে মূল্য/স্বীকৃতি পায় না, কিন্তু এক বৃহত্তর একক (সমাজ/পরিবার)-এর অংশরূপে মর্যাদা পায়। সেক্ষেত্রে পরিবারের শুভাশুভ নিয়ে চিন্তাভাবনা থাকলেও নারীর মূল্য নির্ধারিত হয় তার দরদি মাতৃরূপী ভূমিকার মাধ্যমে। বিশেষ কর্তা বা বিশেষ এক ব্যক্তিরূপে স্বমহিমায় নারী সম্মানিত হন না। যেহেতু বিশ্বজুড়ে সম্পদ ও সুযোগ নিয়ে রেষারেষি ও সংঘাত চলে তাই সেই দ্বন্দ্বের মাসুল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদেরকেই দিতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মেয়েরা যে অর্থনৈতিক নির্ভরতা, পরাধীনতা, বশ্যতা এবং স্বার্থত্যাগের ভূমিকায় বহাল থাকে সেখানে ব্যক্তিরূপে তার কর্তৃত্বের কোনও মর্যাদা নেই। নারী যেমন সম্পদ ও বেঁচে থাকার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় উপাদান থেকে বঞ্চিত তেমনই নানা প্রকার অবদমন ও পীড়নের শিকার। শিক্ষা, বিবাহ, সন্তানের জন্ম দেওয়া বা অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে নারীর স্বতন্ত্র্য নেই। এই পরিস্থিতিতে নারীর পক্ষে আদর্শ হল তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আছে-এ বিষয়ে সরব হওয়া। সুতরাং লিবারালিজম্-এর উপযোগিতা নারীবাদী স্বীকার করতে পারেন।

অন্য অর্থে নারীবাদীরা আপত্তি করতে পারেন যে এই মতবাদ public-private বিভাজন করার ফলে এবং নারীর জীবনযাপনের বৃহৎ ক্ষেত্র পরিবারকে private বলে অভিহিত করার মধ্যে দিয়ে নারীর প্রতি এক প্রকার অবিচারকে প্রশ্রয় দেয়। যেখানে public (লৌকিক) পরিসরে ব্যক্তির অধিকার বিষয়ে উদারবাদী আগ্রহী সেখানে পরিবার ও সমাজের পরিসরে তারা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পরিহার করেন। কিন্তু এর ফলে নারীর নির্বাচন করার স্বাধীনতা, নিজের ইচ্ছা/আগ্রহ অনুসারে বাঁচার অধিকার লঙ্ঘিত হয়। এ বিষয়ে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর (১৮৬৯) বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ আইন ব্যবস্থার সমালোচনা করে মিল বৈবাহিক ধর্ষণ রোখার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে যে নারী স্বামী দ্বারা যৌন লাঞ্ছনার শিকার হন তাঁর অবস্থান ক্রীতদাস-এর থেকেও অধম। একইসঙ্গে তিনি শিশুর ওপর মায়ের অধিকার এবং নারীর সম্পূর্ণ সমান মর্যাদার দাবী করেন যার জন্য তখনকার বহু পারিবারিক আইন-কানুন পরিবর্তন করার প্রস্তাব উঠে আসে। যথার্থ লিবারাল ব্যবস্থায় পরিবারকে আইনের সহায়তায় রূপান্তরিত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন। মিল প্রদত্ত কাঠামো সকলে গ্রহণ না করলেও রলস্ এবং অন্যান্যরা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে ব্যক্তি কল্যাণের সঙ্গে পরিবারের সার্বিক কল্যাণ এবং সামগ্রিকভাবে সকলের শুভচিন্তা করার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

নারীবাদীরা এখানে আমাদের মনে করিয়ে দেন যে লিবারালবাদীরা অনেকাংশেই উপলব্ধি করতে পারেন না যে সামগ্রিক পরিবারের লক্ষ বা শুভাশুভ সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং ব্যক্তির আশা আকাঙ্খার সঙ্গে পরিবারের আশা-আকাঙ্খা সর্বদা মেলে না। নারীবাদীদের কাছে লিবারালদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হল অপুষ্টি, পারিবারিক হিংসা, ধর্ষণ, শিক্ষার অনধিকার প্রভৃতি। লিবারালপন্থীরা যতই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা বলুন না কেন তথাপি তাঁরা জৈব ঐক্য এবং সংহতির বিষয়টি নির্বিকারে মেনে নিয়ে সামাজিক বাস্তব চিত্রটিকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন। ব্যক্তি বিশেষের (পুরুষের) সামর্থ্য, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়ে উদারপন্থীরা প্রত্যেকের জীবনের চিত্র এবং অবস্থানিক ভেদ দেখতে পান না। মিল মনে করেছেন যে আদর্শগত দিক থেকে উদারপন্থী কখনই সমাজে উচ্চ-নীচ স্তরভেদ বা কর্তৃত্ব বশ্যতা সম্পর্কগুলি সমর্থন করবেন না। সুজান মলার ওকিন তাঁর গ্রন্থ Justice, Gender and the Family তে উদারপন্থীদের সমালোচনা করে বলেন যে পরিবারের মধ্যে যে ধরনের অন্যায্য ব্যবস্থা বা অন্যায় প্রশ্রয় পায় তাঁর বিরোধিতা করাও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত। জন রলসের 'ন্যায্যতার' তত্ত্বটি পুনর্গঠন করার কথা তিনি বলেন এবং মনে করিয়ে দেন রলস্ নিজেই দাবী করেছেন যে ''সমাজের মূল কাঠামোর'' একটি অংশ হল পরিবার।

আরও এক ধরনের আপত্তি আসে উদারপন্থী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে। বলা হয় যে এই মতানুসারে ব্যক্তিকে দেখা হয় বিমূর্ত, ইতিহাস/যাপন/সমাজ অনপেক্ষ। ক্যাথাবিন ম্যাকিনন, এলিসর জ্যাগার, এবং অন্যান্য নারীবাদী দার্শনিক বলেন যে উদারপন্থীরা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্নতা/বৈসাদৃশ্য না মানার ফলে সাম্যের এক ধারণা পেশ করেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক অসাম্য এবং ক্ষমতার অসমবন্টন থাকার কারণে ব্যক্তি অপরকে লক্ষ্য রূপে দেখতে পারেন না। আবার communitarian বা সমভোগতান্ত্রিক চিন্তা কোনও কোনও নারীবাদী বলেন যে বিমূর্ত করণের মাধ্যমে এক প্রকার সারসত্তাবাদকে প্রশ্রয় দেয় যার ফলে ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তারকারি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (ধর্ম, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থা) বাদ চলে যায়। এক্ষেত্রে উদারপন্থীদের পক্ষে বলা যেতে পারে যে তাঁদের মতে বৌদ্ধিকতা ও নৈতিকতার নিরিখে ''ব্যক্তি'' হল ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত কিন্তু তার মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকলের আছে।

নুসব্যম প্রশ্ন করেন যে আদৌ-উদারপন্থী নারীবাদী কর্তৃক মানুষের সারসত্তা নাকচ করার প্রক্রিয়াটি যুক্তিযুক্ত কি? একই সঙ্গে তিনি জানতে আগ্রহী যে কেন এমন এক ব্যাখ্যা নারীবাদীদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য যা ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গের আকস্মিক গুণাগুণ-এর মাধ্যমে নারীকে বশীভূত করে সমাজ অবমূল্যায়িত করেছে। নুসব্যম সমভোগ তান্ত্রিকতাবাদ-এর অন্ধ অনুমোদন করেন না বরং অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত ব্যবস্থা ও রীতি-নীতিকে বিচার করেন।

নুসব্যম নারীবাদীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, উদারপন্থীর প্রেক্ষিত আসলে একটি নীতিমূলক পথ, যা সাধারণভাবে মানুষের মর্যাদা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করায় আগ্রহী। ফেমিনিজম নিছক নারীবাদী পরিচয় রাজনীতি (identity politics) নয়, যেখানে অপরাপর প্রান্তবাসী মানুষদের বাদ দিয়ে শুধু নারীর বঞ্চনা এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব দেখা হয়। নুসব্যম মনে করেন যে নারীবাদী এমন একটি সুবিন্যস্ত বৈধতা প্রাপ্য প্রকল্প, যা মানব মর্যাদার খাতিরে সমগ্র বিশ্বজুড়ে ঘটে চলা সকল রকম স্তরায়ণ বা উচ্চ-নীচ বৈষম্যকে পরাহত করতে প্রয়াসী। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে লিবারাল নারীবাদীরা অন্য অনেকের থেকে উন্নত অবস্থানে আছেন যেহেতু তিনি অন্যদের কাছে দাবী করতে পারেন যে বিভিন্ন প্রকার পরিচয় (শ্রেণী, বর্ণ বা লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়)—সংক্রান্ত দাবীগুলি তাঁর দৃষ্টির অগোচর হয়নি। মানুষের জন্য ন্যায্যতার নীতি প্রস্তুত করতে হলে এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে উদ্ভুত সমস্যাগুলিকে বিশেষ যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করতে হবে।

৫.৮ আবেগ-এর ভূমিকা বিষয়ে মতভেদ—উদারবাদী বনাম নারীবাদী :

উদারবাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব সারসত্তামূলকভাবে মানুষের বৌদ্ধিক কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য দর্শনের ঐতিহ্য অনুসারে গ্রীক ও রোমান স্টয়িকগণ এবং আধুনিক যুগে কান্ট, অ্যাডম স্মিথ প্রমুখদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধির এই

শ্রেষ্ঠতা উদারবাদীরা স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন যে প্রায়োগিক/ব্যবহারিক বুদ্ধি মানুষকে নৈতিক পার্থক্য উপলব্ধি করার সামর্থ্য জোগায়, বিভিন্ন বিকল্প মূল্যায়ণ করে, বিশেষ লক্ষ্যের জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করে জীবনে চলতে সাহায্য করে। ব্যবহারিক বুদ্ধি যে মানবতার আবশ্যিক লক্ষ্যণ এ বিষয়ে উদারপন্থীরা একমত। নারীবাদীরা আশঙ্কা করেন যে এই বৌদ্ধিকতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই প্রচলিত পুরুষালি গুণগুলি মানবতার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে এবং তথাকথিত মেয়েলি ধর্মগুলি (আবেগ, কল্পনা, প্রভৃতি) গৌণ হয়ে ওঠে। এর ফলে নারী প্রান্তবাসী হয়ে পড়ে। নারীবাদীরা কোনও সহজাত যৌন পার্থক্য না মানলেও একথা স্বীকার করেন যে মাতৃত্ব এবং গৃহস্থালীর দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে নারী দরদ, ভালোবাসা, অপরের প্রয়োজন নিয়ে চিন্তা করা এই ধরনের মূল্যবান উপাদান অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পায়। এই গুণগুলি মানুষের জীবনে অপরিহার্য হলে পুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের অবহেলা করে।

একদল চিন্তাবিদ যেমন আবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে বিরুদ্ধতা দেখেন অপরদিকে আর আবেগের মূল্যের আদর্শনিষ্ঠ বিচার করেন। উদারবাদী ঘরানায় কোনও কোনও দার্শনিক আবেগকে বুদ্ধিহীন শক্তিরূপে দেখেন, যা মানুষকে হামেশাই প্রলুব্ধ করে, এবং এই অর্থে আবেগকে বুদ্ধি বিরুদ্ধ বলা হয়। নারীবাদীদের সপক্ষে নুসব্যম দাবী করেন যে একটি বিষয়/বস্তু-র প্রত্যক্ষ এবং সে বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস অনেকাংশে আমাদের জটিল আবেগ দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনও কিছু দেখার এক প্রেক্ষিত আমাদের আবেগ থেকে আসে। কান্ট ও হিউম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নৈতিক জীবনে আবেগ-এর ভূমিকা স্বীকার করেছেন। কান্ট নৈতিক প্রেরণার ক্ষেত্রে আবেগকে দূরে সরিয়ে রাখলেও, পরহিত, দানশীলতা বা পরোপকারের ক্ষেত্রে সমবেদনা, করুণা প্রভৃতির ভূমিকা সে অস্বীকার করেননি। হিউম অবশ্য সকল নৈতিক লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে আবেগের অপরিহার্য ভূমিকা স্বীকার করেন। মানুষের প্রকৃতির ব্যাখ্যায় হিউম passion-এর যে কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন তার সঙ্গে নুসব্যমও একমত। আবেগের অবধারণের ধারণা অনুসারে আবেগ হল মানুষের বৌদ্ধিক কার্যকারিতার প্রতিফলন এই মতাদর্শের অনুসরণকারী কিছু লিবারাল দার্শনিক হলেন স্টয়িকগণ এবং স্পিনোজা তাঁরা আবেগকে অনুমোদন দিতে নারাজ কারণ তাঁদের কাছে আবেগ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রেরণা দেয়। নৈতিক জীবনে আবেগের গুরুত্ব নারীবাদীরা যেমন স্বীকার করেন তেমনি লিবারাল ঘরানায় আরিস্টটল-এর প্রভাবে জাঁ জ্যাক রুশো এবং অ্যাডাম স্মিথ আবেগ-এর মধ্যে চিন্তন ও কল্পনার উপস্থিতি দাবী করেন। বাস্তবে মানুষের বাহ্যজগত এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বৌদ্ধিকতা প্রয়োগ অনেকাংশে sympathy বা সমবেদনার সামর্থ্যের উপর নির্ভর বলে তাঁরা দাবী করেন। রুশো বলেন যে যে ব্যক্তির অপরের দুঃখ কষ্টে ব্যাথিত হবার সামর্থ্য নেই সেই ব্যক্তি মানুষ বলে গণ্য হয় না। তিনি মনে করেন যে এই সামর্থ্য এবং কল্পনা প্রসূত প্রতিক্রিয়া/আচরণ মানুষকে সামাজিক বা গোষ্ঠী জীবনে বেঁধে রাখে যা রাজনৈতিক চিন্তার সম্ভাবনাকে জন্ম দেয়। স্মিথ তাঁর "judicious spectator" বা ‘‘ন্যায্যতাবিশিষ্ট দর্শক’’-এর ধারণার দ্বারা যথার্থ বিচারশীলতার মডেল তৈরি করেন যেখানে রাগ, প্রেম ও সমবেদনার মতো আবেগগুলিকে তিনি সমে আনার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি স্টয়িক স্বীকৃত মানবিক স্বনির্ভরশীলতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা খারিজ করেন। যদিও স্মিথ ও রশো নারী সম্বন্ধে ন-উদারপন্থী ছিলেন তথাপি আবেগ বিষয়ে তাঁদের মত নারীবাদীর সঙ্গে খাপ খায়। এর সঙ্গে মিল-কে যুক্ত করা যেতে পারে যেহেতু তিনিও মনে করতেন যে আবেগপ্রবণ যোগাযোগ এবং কল্পনা প্রসূত উদ্দীপনা ব্যতিরেকে বৌদ্ধিকতা অত্যন্ত দীন ও অপর্যাপ্ত এক ধর্ম।

৫.৯ উপসংহার :

যখন উদারপন্থীরা জীবনের পথ প্রদর্শকরূপে আবেগ-এর ভূমিকা অস্বীকার করেন তখন নারীবাদীদের সঙ্গে তাঁদের মতের বিরোধিতা হয়। কিন্তু এখানে নুসব্যম মনে করিয়ে দেন যে আবেগের বিচারমূলক বিশ্লেষণ করে তবেই তার মূল্য

স্বীকার করা উচিত। আবেগ ও তার দ্বারা কৃত মূল্যায়ণগুলি সমাজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং সামাজিক মানদন্ড বা আদর্শের মতোই এদের উপর আমরা ভরসা করি। কিন্তু যুক্তি ও বিচার দিয়ে বিশ্লেষণ না করলে আবেগ তাড়িত জীবন যাপন করে মানুষ যথার্থ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলেই নুসব্যম-এর বিশ্বাস। অবশ্য এই মতটিকে সকল নারীবাদীরা অনুমোদন দেন না। বিশেষতঃ নেল নডিংস ও তাঁর মতন দরদি নৈতিকতার সমর্থক নারীবাদীরা বলেন যে মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা মেয়েদের এমন আবেগপ্রবণ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করে যার মধ্যে বিচার, যুক্তি বা বুদ্ধির কোনও স্থান নেই। নডিংস মনে করেন যে মাতৃত্বের মধ্যে যে ভালোবাসা বা যত্নশীলতা তা বিচারশূন্য এবং ন্যায্যতাবিযুক্ত হলেও তা আমাদের সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নৈতিকতার কেন্দ্রস্থলে তিনি রাখেন সন্তানের প্রতি মায়ের অপত্য স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা এবং আত্মিক যোগ-এর দৃষ্টান্ত, যা কিনা মানুষের সকল সামাজিক সম্পর্কের তথা মানবতার আদর্শ হবে বলে তাঁর দাবী।

নুসব্যম এক্ষেত্রে নডিংস-এর শর্তনিরপেক্ষ ও যুক্তিচিন্তা নিরপেক্ষ দরদ-এর সমালোচনা করে বলেন যে, মানুষ যে পৃথিবীতে বসবাস করে তা একদিকে সুন্দর অন্যদিকে ভয়ঙ্কর, একদিকে আনন্দের অপরদিকে কষ্টদায়ক। সুতরাং মাতৃত্বের ভূমিকা পালনকারীর কর্তব্য হল সুচিন্তিতভাবে, বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে সন্তানের মঙ্গল বা কল্যাণের পথ সুনির্দিষ্ট করা। সন্তানকে প্রতি সুচিন্তিত স্নেহ করা যেমন কাম্য তেমনই নারীর জন্য আবশ্যক হল সম্পদের তথা সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য বণ্টন দাবি করা। উদারনীতিবাদের নারীকে পরহিতকারী বা আত্মত্যাগী হওয়া থেকে প্রতিহত না করলেও তাঁরা নারীর কাছে আবেদন রাখেন, যাতে সে নিজের কল্যাণ ও অপরের কল্যাণের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে সচেতন থাকে। উদারবাদীরা চান যে নারী যেন নিজ বিচারবোধ, যুক্তি ও আবেগ মিশ্রিত চিন্তা দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের হিতকারী বা স্বার্থহীন দরদের ভূমিকা বেছে নেয়। তাঁদের মতে নারীর স্ব-কল্যাণের স্বার্থে এটা জরুরি যে সে যেন চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে কতটা পরার্থের খাতিরে নিজের স্বার্থকে যে বিসর্জন দেবে। এক্ষেত্রে নারী কৃর্তক সামাজিক প্রথা, সংস্কার বা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভ্যাসগত অনুসরণ করা লিবারালবাদীদের অভিমত নয়। স্মিথ ও মিল এ প্রসঙ্গে বলেন—নারী স্বাধীন ও ন্যায্যভাবে সামাজিক আদর্শগুলি বিচার ও যাচাই করে অপরের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা দিতে পারে। অতিরিক্ত পুরুষসুলভ বৌদ্ধিকতার মাধ্যমে দরদ-ভালোবাসা বিনষ্ট হয় সুতরাং সম্পূর্ণ বিকাশ ও কল্যাণময় মানবের জীবনের খাতিরে বিচারযুক্তির দ্বারা ভালোবাসা ও আবেগকে চালিত করে জীবন যাপন করাই উদারবাদীদের কাছে কাম্য।

পরিশেষে Catherine Mackinnon এবং Andrea Dworkin কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের মতে (নডিংস-এর বিপরীত অবস্থান) নারী ও পুরুষের আবেগ, আকাঙ্খা, পছন্দ প্রভৃতি যে সকল রীতি নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত/পরিচালিত, সেগুলি সমাজে নারীকে পুরুষের অধীন করে অবমূল্যায়িত করে রাখে। "Men eroticize domination" এবং "Women eroticize submission" এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নারী ও পুরুষ-এর চিন্তা, আবেগ সবকিছু পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লিঙ্গ বৈষম্য নারী পুরুষের কামনা-বাসনাকে বিকৃত করে তা মিলও উপলব্ধি করেছিলেন। নারী যেভাবে চিরায়ত বশ্যতার ভূমিকায় নিজেকে শিক্ষিত করে, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ অন্তরস্থ করে সেগুলি নারী তথা সমগ্র সমাজের পক্ষে হানিকর বলে তিনি এই অবস্থার পরিবর্তন দাবী করেন। ম্যাকিনন ও ড্যরকিনের বক্তব্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হল এই যে তাঁরা তথাকথিত স্বাভাবিক/প্রাকৃতিক/জৈবিক যৌন কামনাগুলিকেও সামাজিক তত্ত্বাবধানে গঠিত বলে চিহ্নিত করেন। মানুষের জন্য, মানুষের নানা প্রকার লাঞ্ছনা ও পীড়ার কারণরূপে এই সত্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরার জন্য তাদের বক্তব্য অবশ্যই মূল্যবান। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের অভ্যাসে বিভিন্ন সামাজিক রীতি-রেয়াজ অনুসরণ, ব্যক্তিগত ও বাইরের জগৎ/জীবনের মধ্যে ভেদ দর্শন—এসবই চিন্তা ও বিচারের বিষয়। বৌদ্ধিকতা, যুক্তি প্রভৃতিকে একমাত্র হাতিয়ার না করে মানুষের যাপিত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, অন্তদর্শন, স্বপ্ন, আবেগ প্রভৃতিকে বিশেষ যত্নে জীবনে স্থান দিতে হবে। তবেই আমরা অভ্যাসগত কাল্পনিক মূল্য/মানদণ্ডগুলির পুনর্বিচার করতে সক্ষম হব। উদারবাদীরা যে বৈশিষ্টকে মূল্যবান বলে চিহ্নিত করেন তা হল এই বিশ্বজগত ও তার আশ্চর্য বৈচিত্র্য। ব্যক্তির মধ্যে নির্বাচনের সামর্থ্য স্বাধীন চিন্তার যোগ্যতা এবং জীবনে চলার পথ বেছে নেওয়ার ক্ষমতাকেও তাঁরা বিশেষ মর্যাদা দেন। এই বিশেষ মানবিক গুণাবলী কোনও যৌন পরিচয় বা লিঙ্গ প্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত নয়। অনেক লিবারাল ঘরানার চিন্তাবিদ মনে করেন যে জগত হল এক কঠিন অথচ

সুন্দর দেশ যার মধ্যে ব্যক্তিদের গোষ্ঠীগুলি সাম্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে পরস্পরের প্রতি মর্যাদা দিয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনগুলির প্রতি সচেতন হয়ে ন্যায্যতা ও স্বাধীনতার নিরিখে নিজেদের সম্পর্কগুলিকে সাজিয়ে তোলে।

৫.১০ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ কী?

খ) উদারপন্থী নারীবাদ বলতে কী বোঝেন?

গ) নুসব্যম-এর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নারীবাদী সমালোচনার দার্শনিক প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোচনা করুন।

ঘ) উদারপন্থী মতের বিরুদ্ধে প্রথম নারীবাদী আপত্তি ও নুসব্যম-এর উত্তর কী?

ঙ) স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শগত লক্ষণটির সপক্ষে যুক্তি ব্যাখ্যা করুন।

চ) 'অহংকেন্দ্রিকতা লিবারাল দার্শনিকদের তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ন্যায়'—যুক্তি সহকারে লিখুন।

ছ) আবেগ-এর ভূমিকা বিষয়ে উদারবাদী বনাম নারীবাদী মতভেদ আলোচনা করুন।

৫.১১ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Baehr, A. R. (Ed.). (2004). *Varieties of Feminist Liberalism.* Rowman & Littlefield.

ii. Barclay, Linda. (2003). What kind of Liberal is Martha Nussbaum? *Sats: Nordic Journal of Philosophy, 4* (2), 6-23.

iii. Catriona Mackenzie, N. S. (Ed.). (2000). *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency and the Social Self.* Oxford University Press.

iv. Jaggar, Alison. (1983). *Feminist Politics and Human Nature.* Maryland: Rowman and Littlefield.

v. Nussbaum, Martha. C. (2000). The Future of Feminist Liberalism. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Assiociation*, *74*, pp. 47-79.

vi. Nussbaum, Martha. C. (2000). *Women and Human Development: The Capabilties Approach.* Cambridge: Cambridge University Press.

vii. Okin, Susan Moller. (1999). *Is Multiculturalism Bad for Women?* Princeton: Princeton University Press.

viii. Okin, Susan Moller. (1989). *Justice, Gender, and The Family.* New York: Basic Books.

ix. Okin, Susan Moller. (1994). Political Liberalism, Justice and Gender. *Ethics, 105* (1), 23-43.

x. Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice.* Cambridge: Harvard University Press.

C.C. : 1.2

Unit-6

Communitarian Critique of Liberalism: Sandel, Walzer and McIntyre

Contents :

6.1 Objectives

6.2 Introduction

6.3 Emergence of communitarianism and inception of its debate with liberalism

6.4 Main points of the debate

6.5 Contemporary aspects of the debate

6.6 Self-Assessement Questions

6.7 Suggested Readings

6.1 Objectives

This unit in its first part discuses the emergence of Communitarianism and the inception of its debate with Liberalism. In the second part the unit continues with the debate in the post-1990 period.

6.2 Introduction

Since the 1980s, theories belonging to the Liberal genre, have been subjected to scathing criticisms. Many of the critics of liberalism are clubbed together as Communitarians. The notion of 'community' is at the core of Communitarianism. Although there is no distinct conception or definition of 'community' , yet generally, it has been used to refer to cordiality in personal relations, fellow-feeling, sharing etc. Even the conception of community has not been succinctly used in the writings of the Communitarians. Many have argued that it is not an 'ism', but only a collective representation of the ideas of some theorists. Communitarianism, it seems, doesn't offer any viable alternative to liberalism, yet the proponents of the same have been able to theoretically construct a strong critique of liberal ideas. The debate has engendered several new questions in the arena of Western society and philosophy like: the notion of the **individual self, state neutrality, universalisation of justice etc.**

6.3 Emergence of communitarianism and inception of its debate with liberalism

Communitarianism is the idea that human identities are largely shaped by different kinds of constitutive

communities (or social relations) and that this conception of human nature should inform our moral and political judgments as well as policies and institutions. We live most of our lives in communities, similar to lions who live in social groups rather than individualistic tigers who live alone most of the time. Those communities shape, and ought to shape, our moral and political judgments and we have a strong obligation to support and nourish the particular communities that provide meaning for our lives, without which we'd be disoriented, deeply lonely, and incapable of informed moral and political judgment

Communitarianism emerged in the 1980s. Alasdair MacIntyre's '*After Virtue'*, was published in 1981. It was followed by the publication of Michael Sandel's *Liberalism And The Limits Of Justice;(*1982); Michael Walzer's *Spheres Of Justice*(1983) and Charles Taylor's *Philosophical Papers*(1985). The Liberal-Communitarian debate had its origin during this time.

The liberal-communitarian debate, which took its present form in the early 1980s, can be traced back to the beginning of the modern age, when liberalism emerged as a political and philosophical movement. JOHN LOCKE in 17th-century England and IMMANUEL KANT in 18th-century Prussia developed theoretical views of society and human nature that stressed equality, personal autonomy, individual rights, and universali moral principles. Considering the now-familiar preference within liberalism for autonomous reasoning rather than unquestioning acceptance of received opinions, it is not surprising that their own views were at odds with the pre-Enlightenment political philosophies then prevailing, all of which assumed the legitimacy and necessity of traditional political authority and hierarchical social structures.

The liberal-communitarian debate generally take the publication of JOHN RAWLS's *Theory of Justice* in 1971 as the starting point of the contemporary discussion, since in that work Rawls attempted to replace then-current utilitarian rationales for liberal democratic systems with more recognizably Kantian principles such as impartiality, universalizability, and respect for persons. Using his heuristic device of an "original position" in which perfectly rational individuals deliberate and choose the most adequate (i.e., most just) institutions for distributing burdens and benefits, Rawls effectively projected his vision of the American political system onto a timeless, acultural intellectual screen.

6.4 Main points of the debate

The main areas of the communitarian critique of Rawlsian Liberalism are:

1. Liberalism is based on an overly individualistic conception of the self(unencumbered self) . Rawls argued that individuals rationally choose their way of life in a condition of 'original position', under a 'veil of ignorance', wherein they have only two faculties left in them: rational thinking and conception of their good as part of a higher common good. The communitarians argue that individuals can ncver choose their social attachments, they are born in a community and situated within it.
2. Communitarians argue that liberals put forward a flawed conception of individual-society relations. Rawls argued that principles of justice evolves through a contract and thereby is based on the assumption that the aim of the individuals can develop independent of the society. Communitarians argue that it is the society to which the individuals belong, that generally shapes the goals and ways of individual lives.

3. Liberalism assumes that its central assumptions are universal and applicable to all societies and cultures. But, Communitarians challenge the same and argue that liberals neglect cultural specificity. They opine that different cultures relate to different value and social systems-a fact which cant be neglected in political theorising.

The most important early actions to Rawls's book were Michael Sandel's *Liberalism and the Limits of Justice* (1981) and Alasdair macintyre's *After Virtue* (1984), each of which argued against Rawls's model of an individual moral agent as a solitary, autonomous, utterly rational holder of desires and beliefs, and replaced this model with that of a self which is culturally embedded and socially engaged from its first moments of self-awareness to its most sophisticated achievements of selfhood or personal identity. Over the next several years other important contributors to the communitarian literature emerged, most notably Charles Taylor (1989, 1989) and Michael Walzer (1983, 1987). Predictably, this literature has evoked counter replies from Rawls (1993) and other partisans of liberalism, such as Ronald Dworkin (1985), Jürgen Habermas (1994) and Will Kymlicka (1989).

Sandel: It was after the publication of Liberalism and The Limits of Justice , in 1982, that the liberal-communitarian debate had its inception. Sandel refuses to accept an individual who is devoid of such beliefs, values, obligations and conceptions and goals that shapes his personality and contructs his 'self'. He questions that how can individuals be distinguished from one another if they are behind the 'veil of ignorance'. Liberalism, according to Sandel, fails to see the particular backdrop of circumstances, place, situations, and cultures, in which individual life is embedded.

Sandel's view is that we are by nature encumbered to an extent that makes it impossible even in the hypothetical sence to have such a veil. Some examples of such ties are those with our families, which we do not make by conscious choice but are born with, already attached. Because they are not consciously acquired, it is impossible to separate oneself from such ties. Sandel believes that only a less-restrictive, looser version of the veil of ignorance should be postulated. Criticism such as Sandel's inspired Rawls to subsequently argue that his theory of justice was not a "metaphysical" theory but a "political" one, a basis on which an overriding consensus could be formed among individuals and groups with many different moral and political views. As Sandel describes Rawls' theory: the plurality of individuals is prior to their unity. ... Both this inherent separateness of the person from community, and the fundamental defining quality of individual autonomous choice, make Rawls' notion of the person inconsistent with any constitutive role for community

Walzer: He is a vehement critique of the Rawlsian conception of distributive justice. He opines that different types of goods demand separate distribution mechanisms . The nature of goods vary according to cultural specificity. A political theorist should not be detached from the society he lives in-thereby attacking Rawlsian notions of empty atomistic individualism, unencumbered self, state neutrality and claim to universalism. Walzer levels the allegation of 'methodological obstruction' against Rawls in arguing that any political philosopher should not be detached from the society in which he lives. He should not try to rise above the cultural specificities of his society. Walzer questions that why will culturally enriched and socially situated individuals be driven by a concept of rationality imposed upon them . Walzer is of the opinion that the value of the goods that the individuals desire, does not have an automated, inherent value-attachment, but is a

resultant of individual realisation and explanation. This process is entirely social. An unencumbered, isolated individual cannot realize the value of any good. Hence Walzer argues that Rawlsian distribution process of social primary goods is not rational.

Macintyre(book-'After Virtue'): He argues for the notion of Emotivist-self against Rawlsian conception of the 'unencumbered self'. It is a part of the moral philosophy that argues that the moral judgements of men are in actuality an expression of his personal views and feelings. Macintyre argues that contemporary Western legal and political tradition is embedded in a sort of falsity/logical confusion. He is of the opinion that in modern democracies, individuals get into debates with one another over a range of issues, from the standpoint of mutually conflicting ethical positions that they take. But, this debate cannot be rationally solved since the ethical positions are mutually incompatible. Every individual stands by his own ethical position from his own rational viewpoint. Macintyre argues that there is an inherent conflict between the individual wills and desires, emotions, which he terms as 'emotivism' . It means that every individual tries to argue ethically and take ethical decisions which are ultimately a meagre reflection of his personal views and feelings. It is through this process that an individual builds up his sphere of rationality and wants to incorporate/adhere others in the same. Hence, the ethical position of the individual self is totally determined by a personal likes/dislikes. The individual is located within a broader social context, which Rawls fails to envision. Rawls presented the picture of an isolated, atomistic individual self (unencumbered self) which Macintyre has refuted. He sarcastically remarks that if one adheres to Rawlsian position (original position and veil of ignorance) it will be like a 'group of shipwrecked persons located in an isolated island and who do not know each other"

6.5 Contemporary aspects of the debate

As the debate continues in the 1990s, some convergence seems to be taking place, or at least some softening of the rhetoric. Thus Daniel Bell (1993) and others have begun to use such phrases as "the communalization of liberalism."

The contemporary liberal-communitarian debate operates at several levels. At the level of political theory, it is a debate over the relationship between legal or governmental structures and cultural structures such as religions or ethnic groups. At the level of moral theory, it is a debate over the relationship of values and obligations, or more specifically, over whether conceptions of what is good can logically ground principles about what is right, or vice versa. Finally, at the level of what is sometimes called philosophical psychology, it is a debate over the nature of the self.

Political Theory. At the first level, liberals argue that laws and other social institutions are neutral with respect to individual persons' conceptions of the good or even conceptions of the good that are specific to a cultural group. The liberal position is that these institutions, as well as the political system as a whole, exist to enable each person to pursue the good life as long as doing so does not interfere with that of other persons. Communitarians, on the other hand, argue that political structures are inevitably shaped by conceptions of the good, even though these conceptions are culture-specific.

Moral Theory. At the second level, that of ethics or moral philosophy, liberals hold that morality is primarily a matter of procedural rightness, such that it would be immoral to use unfair or otherwise unacceptable procedures in order to attain substantive goods or ends, no matter how worthy these goals are in themselves. Communitarianism, on the other hand, refuses to adopt the detached perspective of the impartial reasoner, insisting instead that all perspectives, including moral perspectives, are inherently historical and hence relative to one's socialization history. For communitarians, moral principles express the community's sense of its own history and its own conception of the good, which can be thought of as the common good or individual flourishing or some combination thereof.

Communitarians generally distance themselves from the rather simplistic cultural relativism which was popular in the 1960s, though there are obvious similarities between the two views. However, few liberals would count this as a genuinely middle position between universalism and moral relativism.

Philosophical Psychology. At the third level, that concerned with the moral self, the liberal-communitarian debate turns on the question of whether human personality is best thought of individualistically, which is to say in terms of autonomy and its correlates (freedom, critical thinking, self-realization) or, in contrast, collectively, which is to say in terms of historical embeddedness and its correlates (relationships, cultural identity, loyalty, sense of the common good).

It seems obvious that communitarian critics of liberalism may have been motivated not so much by philosophical concerns as by certain pressing political concerns, namely, the negative social and psychological effects related to the atomistic tendencies of modern liberal societies. Whatever the soundness of liberal principles, in other words, the fact remains that many communitarians seem worried by a perception that traditional liberal institutions and practices have contributed to, or at least do not seem up to the task of dealing with, such modern phenomena as alienation from the political process, unbridled greed, loneliness, urban crime, and high divorce rates. And given the seriousness of these problems in the United States, it was perhaps inevitable that a second wave of 1990s communitarians such as Amitai Etzioni and William Galston would turn to the more practical political terrain of emphasizing social responsibility and promoting policies meant to stem the erosion of communal life in an increasingly fragmented society. Much of this thinking has been carried out in the flagship communitarian periodical, *The Responsive Community*, which is edited by Amitai Etzioni and includes contributions by an eclectic group of philosophers, social scientists, and public policy makers. Etzioni is also the director of a think-tank, *Institute for Communitarian Policy Studies*, that produces working papers and advises government officials in Washington.

Such political communitarians blame both the left and the right for our current malaise. The political left is chastised not just for supporting welfare rights economically unsustainable in an era of slow growth and aging populations, but also for shifting power away from local communities and democratic institutions and towards centralized bureaucratic structures better equipped to administer the fair and equal distribution of benefits, thus leading to a growing sense of powerlessness and alienation from the political process. Moreover, the modern welfare state with its universalizing logic of rights and entitlements has undermined family and social ties in civil society by rendering superfluous obligations to communities, by actively discouraging private efforts to help others (e.g., union rules and strict regulations in Sweden prevent parents from participating voluntarily

in the governance of some day care centers to which they send their children), and even by providing incentives that discourage the formation of families (e.g., welfare payments are cut off in many American states if a recipient marries a working person) and encourage the break-up of families (e.g., no-fault divorce in the US is often financially rewarding for the non custodial parent, usually the father). Libertarian solutions favored by the political right have contributed even more directly to the erosion of social responsibilities and valued forms of communal life, particularly in the UK and the US. Far from producing beneficial communal consequences, the invisible hand of unregulated free-market capitalism undermines the familyMore serious from the standpoint of those generally sympathetic to communitarian aspirations, however, is the question of what exactly this has to do with community. For one thing, Etzioni himself seeks to justify his policies with reference to need to maintain a balance between social *order* and freedom, (Etzioni 1996) as opposed to appealing to the importance of community. But there is nothing distinctively communitarian about the preoccupation with social order

6.6 Self-Assessement Questions

a) Write detailed note on the communitarian critique of liberalism as forwarded by Sandel and Walzer.

b) How did McIntyre critique liberalism?

6.7 Suggested Readings

i) Kymlicka, Will. (1989). *Liberalism, community and culture.* Oxford: Clarendon Press.

ii) MacIntyre, Alasdair. (1984). *After virtue.* South Bend, IN: Notre Dame University Press.

iii) Rawls, John. (1971). *A theory of justice.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

iv) Rawls, John. (1993). *Political liberalism.* New York: Columbia University Press.

v) Sandel, Michael. (1981). *Liberalism and the limits of justice.* Cambridge: Cambridge University Press.

vi) Taylor, Charles. (1989a). Cross purposes: The liberal-communitarian debate. In N. Rosenblum (Ed.), *Liberalism and the moral life.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

vii) Taylor, Charles. (1989b). *Sources of the self: The making of the modern identity.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

viii) Taylor, Charles. (1991). *The ethics of authenticity.* Cambridge, MA: Harvard University Press. (Originally published in Canada in 1991 under the title *The malaise of modernity.*)

ix) Walzer, Michael. (1983). *Spheres of justice.* Oxford: Basil Blackwell.

x) Walzer, Michael. (1987). *Interpretation and social criticism.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

C.C. : 1.2

Unit-7

Communication Theory: Habermas

Contents :

7.1 Objectives

7.2 Introduction and Background : Critical theory, Marxism and Frankfurt school – Theodor Adorno, Max Horkheimerand Jurgen Habermas ; Habermas' concept of emancipation; Habermas' concept of Public Sphere

7.3 Communication Theory of Habermas

7.3.1 Strategic and Communicative Action

7.3.2 System and Life-World; Communicative Rationality

7.3.3 Language in Communicative Action and Speech Acts

7.4 Conclusion – criticisms and contemporary relevance

7.5 Self Assessment Questions

7.6 Suggested Readings

7.1 Objectives

This unit in its first part traces the theoretical and intellectual background of Jurgen Habermas. In the second part the unit provides an insight into the major aspects of the communication theory of Habermas like his concepts of strategic and communicative actions, communicative rationality, language and speech acts, and so on.

7.2 Introduction and Background

Jurgen Habermas, a German philosopher and sociologist, belong to the critical school of thinking. He is probably the most renowned and prolific second generation critical theorist. Born in Dusseldorf in 1929 in post-war Germany, initially he came under the influence of his father who encouraged him to join Hitler Youth. In fact, he was recruited by the Hitler Youth in 1944 and was assigned the duty at the western front shortly before the end of the Second World War. However, after the Nuremberg Trials and the horrifying tortures perpetrated inside the concentration camps, Habermas realized the dangers of Nazi suppression which was gradually leading to the moral and political failure of the country's national socialist fabric. The socio-political events happening in Germany at that time changed the perspective/s of Habermas and drew him gradually to

the German intellectual tradition. Habermas completed his Ph.D in 1954 from the University of Bonn and engaged with an intellectual debate with Martin Heidegger around this time. In 1953, Habermas critiqued Heidegger's reinforcement of the "inner truth and greatness of the Nazi movement" and the inability of Heidegger to defend his own views fortified Habermas' conviction that German government has failed to rejuvenate the socio-political fabric of a war-torn country and had instead flagged extremist ideals, jeopardizing the country's moral, economic, social, and political ambience. Similarly, he was frustrated with the German academic and intellectual tradition for hiding the defects of Nazism rather than critiquing it. If we try to analyse the intellectual and academic development that has revolved around Habermas' life, we can see that a variety of interdisciplinary strands may be identified – speculative-hermeneutic, empirical-critical, communicative-theoretical and so on. His major works consist of the following- *The Structural Transformation of the Public Sphere*(1962), *Toward a Rational Society*(1967), *Knowledge and Human Interests*(1968), *Legitimation Crisis*(1971), *Communication and the Evolution of Society*(1976), *The Theory of Communicative Action*(1981), *Moral Consciousness and Communicative Action*(1983), *The Inclusion of the Other*(1996), *Religion and Rationality: Essays on Reason, God and Modernity*(1998), *The Divided West*(2006), *This Too a History of Philosophy*(2019) and so on.

Habermas has been an analytical Marxist. He has drawn from and revised a comprehensive framework of social and political ideals which comprised German philosophical tradition as enunciated by Immanuel Kant, George Wilhelm Friedrich Hegel and Friedrich Schelling, Marxian framework as envisaged by Karl Marx himself and later by critical neo-marxists of the first generation of the Frankfurt School like Max Horkheimer, Theodor Adorno and Herbert Marcuse, sociological theories of Emile Durkheim, Max Weber and George Herbert Mead and sociological systems theory of Talcott Parsons, American pragmatism as enunciated by Charles Sanders Peirce and John Deway, theories of moral development as propounded by Jean Piaget and Lawrence Kohlberg and linguistic philosophy and speech act theories as enunciated by Ludwig Wittgenstein, J.L. Austin and John Searle.

After becoming a doctorate, Habermas studied philosophy and sociology at the institute of social research of the Frankfurt School and worked as a Research Assistant under Theodor Adorno, one of the founders of the institute. The origin of the Frankfurt School can be traced to the *Institut fur Sozialforschung* or Institute for Social Research, which was established in 1924 as a centre for Marxist Research.Theodor Adorno and Max Horkheimer belonged to the first generation of Critical theorists. Baylis and Smith has pointed out in 2000 that 'both Critical theory and Gramscianism grew out of attempts from within the Marxist tradition to understand why the optimism of an earlier generation, who had believed in the emancipatory transformation, had proven to be so disastrously misplaced.' However, despite rising from the Marxist tradition, the critical school of thinking and its intellectual concern has been far different from the Marxist tenet. In fact, many philosophers and thinkers like Alvin Gouldner have made a division between "Scientific Marxism" and "Critical Marxism" (Critical theory). Gouldner has sad that while Scientific or "true" Marxism is 'determinist, evolutionary, structuralist, and economistic', Critical Marxism is 'voluntarist, cataclysmic, historicist, and cultural.' It has to be kept in mind that the major objective critical theory lies in emancipation and Habermas, in this context, feared that through the over-positivist and over deterministic philosophy of

Marxism, the emancipatory role of Marxism would be subsided. He was critical not of Marxism but of the application of Marxism. He criticized Marxism's excessive reliance on functionality and cause-and-effect theory. He feared that in the process of claiming to bring emancipation from the capitalist domination, Marxism would in turn bring another kind of domination. Thus, for Habermas, Marxism became synonymous to a pseudoscientific means of legitimizing the party and state with little regard for facts or systematic ideas.

Intellectually, critical theory emerged as a response to the Marxist notions of economy and society and politically, various factors like the crumbling radical ideals of the social democratic parties, proliferation of fascism throughout Europe, possibilities of USSR providing a suitable socialist alternative getting dwindled, the shattering of western Marxist ideals of the collapse of capitalism and 'withering away' of the state demonstrated by the New Deal Legislation and flexible development of capitalism all gave way to the critical school of thinking. The term "critical theory" was used for the first time in Max Horkheimer's 1937 essay *Traditional and Critical Theory.* Max Horkheimer and Theodor Adorno were the leading figures among the first generation of critical thinkers. Horkheimer led the Frankfurt school during that time to make a critique of a plethora of economic, social, political and aesthetic challenges with the help of intellectual, empirical, theoretical and philosophical framework. He made a critique of authoritarian means of revolution, for instance through the dictatorship of the party and the proletariat as reproducing self-perpetuating hierarchical domination rather than bringing in democratic forms of governance and emancipation as a whole. Growth of mass culture accentuated by increasing capitalization and bureaucratization led to the decline of freedom and autonomy in social life. Therefore, Horkheimer advocated what is commonly known as emancipatory social criticism. Theodor Adorno, another leading light of the first generation of critical school, also agreed on the Frankfurt School's general criticism of orthodox Marxism and economic determinism. He further explicated that reason had become a tool in the hands of suppression, domination and suffering and he was looking for ways of emancipation from this vicious nexus, otherwise, as he viewed, this would have a jeopardizing effect on the proliferation and exploration of critical theory in the future.

The concept of emancipation forms a core component in any discussion on critical theory and with regard to this, critical thinking differs in more than several ways from the Marxist approach. Emancipation, according to the first generation of critical thinkers could be achieved through reconciliation with nature, which is in stark contrast to the Marxist notion of emancipation through domination over nature. The first generation of critical thinkers like Horkheimer, Adorno and Marcuse argued that extreme scientific and rigorous approach, over-emphasis on objectivity and excessive domination of human beings lead ultimately to the destruction of human sensibilities. Thus, for the first generation of critical thinkers, establishment of peaceful and reconciliatory relationship with nature has been observed as a necessary prerequisite for achieving emancipation. The second generation of critical thinkers like Jurgen Habermas laid emphasis not upon the economic base of society but upon the pivotal role of communication and dialogue in the process of emancipation.' Politically, he advocated traversing the path of radical democracy for reaching emancipation, that is, encouraging widest possible participation not merely in word but through action, by identifying difficulties in communication and overcoming them.

Habermas' *habilitationsschrift* or post-doctoral thesis *Strukturwandel der O'effentlichkeit* or The

Structural Transformation of the Public Sphere, first published as a book in 1962 has been of special importance with regard to his communication theory. Interestingly, Habermas dedicated this first renowned work not to Horkheimer or Adorno but to the Marburg political scientist and legal expert Wolfgang Abendroth, a personality which has remained majorly unknown in the European context. Habermas defined the public sphere as a "virtual or imaginary community which does not necessarily exist in any identifiable space". His theory gives us an insight into the emergence and rise of the Bourgeois public sphere in the 18th and 19th century and also talkes about its decline amidst the surge of mass consumer capitalism in the 20th century. Habermas gives a detailed description of the salons and coffee shops of 18th century bourgeois society in Europe, which reflected the idea and practice of inclusive critical discussion, free of social and economic pressures, in which interlocutors treated each other as equals in a cooperative attempt to reach an understanding on matters of common concern. This description has reflected the communicative ideals of Habermas, providing a comprehensive framework for the development of his moral and political theory in his later life.The importance of communication was inherent here in the process because free public discussion shaped or moulded public opinion and in turn influenced transformation in the structures and functions of social life of the people in Europe. Further, the bourgeois public sphere emerged as an institution between the individual or the private sphere and the state and therefore has traditionally never been an integral component of state power. The importance of communication was also reflected through the fact that one of the primary goals of this public sphere was to make political and administrative decisions transparent. Emancipation, according to Habermas therefore lied in communication and this form of communication was central to the socio-cultural and political transformations that European society witnessed during the 18th-19th centuries.

7.3 Communication Theory of Habermas –strategic and communicative action, system and life-world, communicative rationality, language and speech Acts, theory of Communicative Action

7.3.1 Strategic and Communicative Action

Habermas talkes about two types of social action – strategic and communicative. One common feature with regard to both these types of actions is that they are linguistically mediated interactions, taking or happening place between agents.' Both these forms of actions involve linguistic mediums but the difference is that in case of strategic action, there is strategic use of language whereas in case of communicative action, there is communicative use of language. Habermas opines that a strategic use of language aims at solving the problem of action coordination through an exertion of influence. On the other hand, a communicative use of language tries to solve the problem through the process of reaching understanding.In other words, in case of strategic action, actors are not much interested in reaching mutual understanding. Rather they are much more interested in achieving individual goals. On the other hand, in communicative action, the concerned speakers coordinate their actions and pursuit individual (or joint) goals on the basis of a common and shared understanding that those goals or aims are reasonable and merit-worthy. Thus, the success of strategic action

lies in achieving individual goals and the success of communicative action lies in understandably agreeing that their goal is reasonable and merits cooperative behaviour, indicating an inherently consensual form of social coordination. Habermas further opines that 'these two ways are not only analytically deferent to terms of their structural features; they are furthermore distinguishable in terms on empirical practice, from the point of view of the subjects involved.

7.3.2 System and Life-World; Communicative Rationality

The concepts of system and life-world are integral components of Habermas' communication theory.His dual conception of society includes the distinction between the social system on the one hand where specifically structured and institutionalized networks of interaction (economic, legal normative and political) exist among individuals and the life-world on the other hand where there is no specific structure but where human beings establish direct relationships with each other in their everyday lives.

Habermas views the system as consisting of formally organized spheres of action and considers it as inclusive of the government's bureaucracy, market economy and legal mechanisms. It includes common patterns or networks of strategic action which seek to serve the interests of institutions and organizations. Thus, a system means a predetermined situation or a mode of coordination in which the demands of communicative action are laid down within legally specified limits. The world of life on the other hand refers to the background contexts and dimensions of social action which enable individuals to cooperate with each other on the basis of mutual and personal understanding and shared cultural values.

According to Habermas, communicative action generally takes place within a social context, a context which he calls the "life-world". It is through this life-world that individuals realize their projected ends. 'Baxter says in 1987 that the choice of project determines which part of the life-world is relevant and is to become thematic; the "interpretative scheme" with which the actor seeks to realize this project depends upon background knowledge that actors normally take for granted.' Habermas seeks to relate this concept of background knowledge to the theory of communicative action. He argues that it is difficult to locate the resources upon which participants rely with this background knowledge alone and regards the institutional order which the actor inhabits merely as an aspect of the given situation. This institutional order is itself, according to Habermas, is a "structural component" of the life-world and provides with a resource upon which actors in communicative action depend. He says in the Theory of Communicative Action (1987) that the three "structural components" of the life-world are: culture, society and personality. Habermas defines these three components as follows: 'By *culture* I mean the stock of knowledge upon which participants in communication draw in order to provide themselves with interpretations that will allow them to reach understanding [with one another].... By *society* I mean the legitimate orders through which participants in communication regulate their membership in social groups, and thereby secure solidarity. Under *personality* I understand the competences that make subjects capable of speech and action, and thus enable them to participate in processes of reaching understanding, and thereby assert their own identity.' (TkH II, 1987) With regard to these three structural components Habermas talks about three processes – cultural reproduction,

social integration and socialization. He further talks about certain conditions which can lead to the rationalization of the life-world, one of which is the process of compartmentalization among the three structures of culture, society and personality. This evolutionary process takes place through the raising, defending, criticizing and revising of validity claims in communicative action. This involves reason and rationality. Reason and rationality occupy central positions in Habermas' theory of communicative action. Habermas observes in the opening chapter of The Theory of Communicative Action (1987) that "whenever we use the term 'rational', we imply a close relationship between rationality and knowledge (wissen). Our knowledge has a propositional structure: beliefs can be stated explicitly in the form of propositions." Thus, this possibility of establishing a rationally motivated agreement, Habermas has argued, is the possibility of *communicative rationality* and this ratiorality refers to the communicative rationalization of a society as life world. Thus, communicative rationalization refers to the rationalization of the life-world. In other words, this is basically a society which stands for a communicatively rationalized life-world, and rationalized to the extent that its reproduction leads to this rational potential to be realized.

However, the rationalization of the life-world remains incomplete as it starts getting dominated and colonized by the system, which again, is motivated by money and power orientation, bureaucratization, and politicization. Thus with this kind of a system dominating and overpowering the life-world, the quality of life of the people starts getting dwindled and impoverished. Human communicative structures start getting distorted. Further, the system's domination leads to an aggressive impact on the life-world, turning it into a medium of power, monetary and political trafficking and creating difficulties in establishing mutual understanding with each other. Therefore, Habermas contends that the ideal form of a society is a rational society where rationalization of both the system and the life-world takes place in a logical and consistent manner and this would ultimately lead to human emancipation. However, the rationalization of the life-world remains unsuccessful due to the system's domination and despite rise in standards of living of the individual, his/her life is not enriched due to persistent qualitative degradation like war, pollution, alienation and so on. Thus, quantitative success fails to provide relief in an era of qualitative failure. In such a situation, Habermas opines, there can be no mutual understanding, no full-fledged genuine communication and no genuine relationships among individuals.Under these circumstances, as Matrolic points out in 1999, Habermas seeks to find the way out 'in affirmation of the "communicative rationality", in strengthening civil society autonomy, in expanding the space reserved for free action and communication of people who, in mutual communication, bring about rational decisions founded upon rational argumentation and consensus instead of upon strengthening of authoritarian government forms of system enforcement.'

With regard to this kind of a situation Habermas proposes his theory of communicative action. The philosophy of communicative action requires critical analysis as well as practical action. He tries to explore ways in which individuals can co-exist in mutual dependence and harmony and at the same time be autonomous. This autonomy and emancipation, according to Habermas can be achieved through transparent, open-minded and honest communication which demands uninterrupted argumentation. Habermas contends that it is only through arguments and dialogues that there can be a determination of whether an agreement or

understanding is communicatively achieved and whether the expressed message or action is rational. However, most importantly, successful communication, Habermas contends, requires an ideal speech setting, in the lack of which there can be no ideal speech act.

7.3.3 Language in Communicative Action and Speech Acts

Communication can be successful if the intended communication is done in an honest and sincere manner and if there is an accurate reflection of background consensus existing among the individuals with regard to the communication norms. This requires ground rules to be established beforehand. Habermas opines that the net result of individuals acting together can be highlighted through three dimensions of communicative action –they coordinate their actions amongst themselves, they act on the basis of certain conventions or norms and they manifest certain inner human realities. As already mentioned before, the success of communicative action is entirely dependent on achieving mutual understanding, which is again manifested through the hearer's response of "Yes" or "No" to the claims raised. However, there are other considerations if successful communicative action is to take place, and the use of language is such a vital consideration.

Habermas views communicative action as a dialogical model of communication where language is a significant medium of coordinating action, although it is not the only such medium. Language, according to Habermas determines community or individual consciousness which forms an important condition of fruitful communication. Through language, actors seek to mobilize the potential for rationality given with ordinary language and its telos, that is, the purpose of rationally motivated agreement. The fundamental form of coordination through language, as Habermas opines, requires speakers to adopt a practical stance oriented towards "reaching understanding", which according to him is the "inherent telos", or purpose of speech. When actors and speakers address each other with this sort of a practical endeavour, they engage in what Habermas defines as the "communicative action". Language, according to Habermas, should thus involve the communicative use of language and the importance of communicative action as Niemi points out in 2005, lies in the fact that 'if the only way we can account for a genuine agreement is through adopting the communicative use of language and if agreements cannot be understood as agreements without that, then communicative action appears necessary at least in this regard: without it, we cannot account for certain features of language.... if Habermas is correct, without a postulation of communicative action, significant portions of our everyday language become unintelligible, which necessitates the introduction of communicative action alongside strategic action as a legitimate method for interaction.' As already mentioned, an ideal speech act requires an ideal speech setting, the absence of which results in failure of communication as a whole. The reasons behind the absence, if there is any, can be constraints prohibiting the actors from speaking up freely and a lack of consensus on the values that help to define the collective goals.' (Gasper, 1999)

What is a speech act? 'Habermas says in 1998 that we understand a speech act when we know the kinds of reasons that a speaker could provide in order to convince a hearer that he is entitled in the given circumstances to claim validity for his utterance – in short, when we know what makes it acceptable.' Thus, for Habermas, a speech act is inherently linked to reason-giving because speech acts involve claims that require reasons – claims that are open to both criticism and justification. A speech act is said to reach

understanding successfully when the hearer takes up an "affirmative position" towards the claims made by the speaker. When the offer made by the speaker fails to receive uptake, both the speaker and the hearer may shift reflexive levels from ordinary speech to "discourse". Although there is no universal parameter of defining a discourse, with regard to the communicative action, discourse may be identified as processes of argumentation and dialogue in which the claims implicit in the speech act are tested for their rational justifiability as true, correct or authentic and thus, the rationality of communicative action is integrally linked to the rationality of discourse. With regard to communication, validity indicates a notion of correctness analogous to the idea of truth. In this context, "validity claim", or *geltungsanspruch* does not imply a narrow logical sense but rather connotes a richer social idea of a statement or a claim meriting the addressee's acceptance because it is justified or true in some sense, which can vary according to validity and dialogical context. Thus, Habermas, in his analysis of the speech act, goes beyond the narrowly conceived truth-conditional semantics of representation to the wider social intelligibility of interaction.

However, there certain barriers to an ideal speech act may consequently have an adverse impact on the entire process of communication. One barrier to an effective communicative action arises when the validity claims of the speakers are confusing and cannot be guaranteed. For instance if a group of speakers have an inherently wrongful intention and are considered to be perennial liars, or are speaking of wrongful and cynical matters, then even language cannot be a solution and no mutual understanding can be reached between these group of speakers and the opposite side. If there are barriers to an ideal speech act, then attempts must be made to overcome these barriers before the beginning of the conversation. One condition that may be ideal with regard to this is that each actor participating in the speech act should be free and empowered.

7.4 Conclusion – criticisms and contemporary relevance

The theory of communicative action of Habermas has been critiqued from various dimensions, one of the foremost of which has been that his notion of 'communicative rationality' is nothing more than an illusionary approach. Ian McNeeley, one of the critiques opines that the Habermasian theory lacks any notion of pre-existing sets of power relationships. This has been contrasted by Mcneeley in 2003 with Foucault's notion of communication– "Jurgen Habermas subscribes to an unrealistic ideal of power-free communication.... Michel Foucault remedies this idealism by treating knowledge as power; his work is in fact suffused with applications of knowledge for the control of human bodies.' Criticisms have also been levelled against Habermas by Nikolas Compridis, who opines that Habermas' theory of communicative action reaches a "view from nowhere" because the principle of communicative rationality attempts to reach agreement independent of any particular participants' context or perspective. Critics also point out as in evident from writing of introvic in 1999 that Habermas has 'simplified too much the social life of modern society by reducing it to "pure" laboratory conditions this depriving it of real and contradictory dialects of special and general interests, most of all, of class contradictions.' The theory of communicative action has encountered criticisms from the feminist perspective as well. For instance, it has been argued that the conceptual distinction between the system and the life-world obscures the oppression that women encounter. Nancy Fraser has

observed that apart from referring briefly to feminism as a "new social movement", 'Habermas says virtually nothing about gender in the Theory of Communicative Action'and Habermas' bourgeois public sphere is fundamentally at fault as it ignores those who are marginalized and oppressed, and therefore socio-political transformations remain restricted to the few rather than reaching the masses. Further, she says in 1985 that the social-theoretical framework enunciated by Habermas casts anew the patriarchal, child-rearing and the modern nuclear family.

However, despite being criticised and objected to, it can be perceived well that the Habermasian concept of rationality and inclusivity has for a long time permeated public spheres like British coffee houses, French salons and German tischgesellshaften. Today, the thriving of the public sphere has crossed the boundaries of those closed spaces and has reached the wider arenas of press, social settings and media as a ground for debate and sharing information. The real, structural transformation of the public sphere has been witnessed from informal political discussion at the pubs and coffee houses to policy making in formal political organizations. Thus, the political public sphere has emerged as a significant arena since a long time, and even more today. For Habermas, the current political public sphere is a 'sounding board' for problems and issues which must be solved by the political system, and it is further a 'warning system' with sensors that are not specialised but that are sensitive throughout society. The relevance of communicative action today lies in the fact that the political public sphere still works as a network of communicating information and opinions – as he says in the year 1996, 'the streams of communication are, in the process, filtered and synthesized in such a way that they coalesce into bundles of topically specified opinions.' With the emergence and increasing proliferationof mass media, the public sphere has widened immensely, and with the internet in the contemporary era of globalization, the sphere has become more inclusive, complex and action-oriented.

In fact, the most significant transformations have occurred since the 1990's with the World Wide Web, the emergence of the smart phone and emergence and proliferation of the social media, further making the public sphere more complex and multi-faceted. Especially, a number of scholars, practitioners, theorists and philosophers have considered that social media has emerged as a form of public sphere in the last decade. The exchange of ideas and opinions has witnessed a huge surge with the emergence of the social media platforms like twitter, facebook and youtube. Further, cela points put in 2015 that 'communicating online means to publish online which on the other hand refer to be connected with other people. The published content in the social media is reachable from anyone throughout the world eliminating in this way the physical and infrastructure obstacles....' With specific reference to the political public sphere, scholars like Elmer et.al has pointed out the ways in which internet and social media like Facebook and Twitter have emerged and redefined the structures of permanent campaign through new avenues of communication like social media platforms, new roles and functions, political actors and political communication.

However, Habermas himself has been a little sceptical of the relevance and use of digital media platforms as public spheres of action. He regards the internet as of little significance to the public sphere. For him, for reasons of quality, the mass media rather than the digital media still constibutes an important backbone of the modern public sphere. Scholars including Barber agree with Habermas with regard to this aspect and opine that the new digital media 'tend to distribute illegitimate or confused information, in contrast to the authoritative

interpretations in the mass media that from our norms and standards... this obstructs the common framework necessary to represent democracy and indispensable for a strong democracy….' scholars like Youchai Benkler, on the other hand argue that digital media and the internet signifies a transformation towards a more responsive and democratic public sphere.

Habermas' theory of communicative action remains crucial in the contemporary world as it tries to integrate and has cast profound influence upon diverse theoretical approaches, paradigms and disciplines like sociology, media research and even humanistic disciplines like history and literary history. His exploration of the entire public sphere and diversified model of communication has altogether led to a new plethora of theoretical and practical explorations all over the world which are continuing till this day, and this is exactly why we have to turn to Habermas again and again.

7.5 Self Assessment Questions

a) Write a note on the emergence of the critical school of thinking with special reference to its difference with the Marxist tradition and the philosophical tradition of the first generation of critical theorists.

b) Write a note on the concept of public sphere as enunciated by Habermas.

c) Give a comparative outline of strategic and communicative action.

d) Give an account of Habermas's concepts of system and life-world.

e) What do you understand by the term 'Communicative Rationality'?

f) What are 'Speech Acts'?

g) Reflect on the role of language and speech acts, as viewed by Habermas, with regard to Communicative Action

h) Is there any significance of Habermas's Communication Theory today? Argue for or against your standpoint.

i) Give a detailed account of Jurgen Habermas's theory of Communicative Action.

7.6 Suggested Readings

i. Habermas, Jurgen. (1984). *The Theory of Communicative Action - Reason and the Rationalization of Society* (Vol. I). (T. McCarthy, Trans.) Cambridge: Polity Press in association with Blackwell.

ii. Habermas, Jurgen. (1987). *The Theory of Communicative Action - Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason* (Vol. II). (T. McCarthy, Trans.) Cambridge: Polity Press in association with Blackwell.

iii. Held, David. (1980). *Introduction to Critical Theory - Horkheimer to Habermas.* University of California Press.

iv. Mitrovic, Ljibisa. (1999). New Social Paradigm: Habermas's Theory of Communicative Action. *FACTA UNIVERSITATIS, II* (Philosophy and Sociology), 217-223.

পাঠক্রম : ১.২

Unit-8

উদারনৈতিক বহু সংস্কৃতিবাদ : কিমলিকা ও টেলর
Liberal Multiculturalism: Kymlicka and Taylor

বিষয়সূচি :

৮.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৮.২ বহুসংস্কৃতিবাদ: পরিপ্রেক্ষিত ও সংজ্ঞা

৮.৩ বহুসংস্কৃতিবাদ: মূল সূত্র ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

৮.৪ বহুসংস্কৃতিবাদ: তাত্ত্বিক প্রকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস

৮.৫ উদারনৈতিক বহুসংস্কৃতিবাদ: উইল কিমলিকা

৮.৬ উদারনৈতিক বহুসংস্কৃতিবাদ: চার্লস টেলর

৮.৭ মূল্যায়ন

৮.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৮.৯ সাহায্যকারী গ্রন্থাবলী

৮.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বহু সংস্কৃতিবাদ এর উদারনৈতিক ধারার অন্যতম তাত্ত্বিক কিমলিকা ও টেলরের চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। তাছাড়া, বহু সংস্কৃতিবাদ বলতে কি বোঝায় এবং তার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত ধারণা অর্জন করা সম্ভব হবে।

৮.২ বহু সংস্কৃতিবাদ: পরিপ্রেক্ষিত ও সংজ্ঞা

রাষ্ট্র ও রাজনীতি চর্চার ইতিহাসে সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন কালে বিবিধ তত্ত্ব ও মতবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অতি সম্প্রতি 'বহু সংস্কৃতিবাদ' (Multiculturalism) রাজনৈতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষত উত্তর-আধুনিক (Post-Modern) দুনিয়ায় তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বিনির্মাণের (Deconstruction) পথে সত্য (Truth) খুঁজে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় অনেকাংশ সমাজ এককে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও বহুমুখীন সমাজ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ-এর ক্ষেত্রে উপ-সমাজ-এর আলোচনার পাশাপাশি 'বহুসংস্কৃতিবাদ' (Multiculturalism) এর চর্চা সামনে এসেছে। ''সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য'' তথা ভাষা, ধর্ম, জাতপাত ও অন্যান্য বহুবিধ পরিচিতি কে কেন্দ্র করে 'বহুসংস্কৃতিবাদ' বিকশিত হয়েছে। ভিখু পারেখ মনে করেন একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব বা দার্শনিক ভাবনা থেকেও বেশি কিছু হল 'বহুসংস্কৃতিবাদ'। মানব সমাজ অনুধাবন ও অনুশীলনের একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবেই একে গ্রহণ করা উচিত। (Multiculturalism is best understood neither as a political doctrine with a programmatic content nor a philosophical school with a distinct theory of

man's place in the world but as a perspective on or a way of viewing human life)। আসলে বহুমাত্রিক সমাজ কাঠামোয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ঠিকঠাক করে আত্মস্থ ও প্রকাশ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বহুসংস্কৃতিবাদের প্রাণ।

অন্যভাবে বলা যায়, দুনিয়া জুড়ে ক্রমবর্ধমান পরিচিতি কেন্দ্রিক স্বাভিমানের সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। নিত্য-নতুন দাবী-দাওয়া ও আন্দোলন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে পরিচিতির রাজনীতি আজকের বাস্তব। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভাষা, ধর্ম, নৃতাত্বিকতা, এবং জাতপাত তথা বর্ণকে কেন্দ্র করে স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে চলেছে। বহুসংস্কৃতির স্বীকৃতি (Recognition) এবং পারস্পরিক সহনশীলতা (tolerance) বর্তমানের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে অন্যতম চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অন্তর্ভুক্তিকরণের রাজনীতি (politics of inclusion) কে কেন্দ্র করে বৃহত্তর অর্থে সচেতনভাবে জনগোষ্ঠীর পরিচিতিকে সামনে এনে অধিকার দান কিংবা হরণের প্রশ্নে সংস্কৃতির বিবিধ নির্মাণ ও বিনির্মাণ সামনে এসেছে। সমাজের সামগ্রিক রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ার হাত ধরেই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও পাঠের জগতে বহুসংস্কৃতিবাদ জায়গা করে নিয়েছে।

পরিভাষার দিক থেকে বহু সাংস্কৃতিক (Multicultural) এর ব্যবহার সাম্প্রতিক সময়ে বহুসাংস্কৃতিক পাঠক্রম (Multicultural curriculum); বহুসাংস্কৃতিক শিক্ষা (Multicultral Education) কিংবা বহুসাংস্কৃতিক সমাজ (Multicultural Society) তে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। 'বহুসাংস্কৃতিক' শব্দটি কে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধারণার গুরুত্বকে সমকালীন সমাজের উপযুক্ত করে চর্চা করা হয়। আসলে বহু সাংস্কৃতিক সমাজ বলতে এমন এক সামগ্রিক সমাজের কথা বোঝানো হয়ে থাকে যেখানে পরিচিতিকে সামনে এনে বহু সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেখা যায়, বহুসংস্কৃতির সঙ্গে অন্যান্য যে কোনও পরিচিতির তুলনা করলে সাংস্কৃতিক নির্মাণকে ব্যক্তি বেশি গ্রহণ করে।

উত্তর-উপনিবেশিক সমাজে নতুন জাতিগুলির (Nation) নৃতাত্ত্বিক, আঞ্চলিক, ধর্মীয়, জাতপাত ও ভাষা কেন্দ্রিক সমস্যা থেকে উত্তরণে একইসঙ্গে বহুত্ববাদের পাশাপাশি বহুসংস্কৃতিবাদ গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া উত্তর-আধুনিক সমাজে নাগরিকদের ন্যায়, এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রেও বহুসংস্কৃতিবাদ গুরুত্ব পেয়েছে। আসলে বহুসংস্কৃতিবাদ এমন এক প্রকল্প প্রস্তাব করে যা সমাজের মধ্যকার সমস্ত ভেদাভেদ তথা খাদ্য, পোশাক, পরিচ্ছদ, সংগীত, থিয়েটার, নাটকসহ ব্যক্তি জীবনের আহরিত, বিচার্য, এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয় সমূহকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করে নেয়। বিশ্বব্যাপী সামাজিক সচলায়নের সামগ্রিক বৃদ্ধির কারণে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি, ধর্ম ও জাতীয়তাকে স্বীকার করে চলেছে যা বহুসংস্কৃতিবাদকে পুষ্ট করে। এক কথায় বলা যায়, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের আলোকে পরিবর্তনশীল সামাজিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে সকল নতুন তাত্ত্বিক বর্ণালীর ছটায় রাষ্ট্র বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ আলোকিত তার অন্যতম হল বহুসংস্কৃতিবাদ।

৮.৩ বহুসংস্কৃতিবাদ: মূল সূত্র ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

বহুসংস্কৃতিবাদ-এর উপজীব্য বিষয় সমূহ এবং ধ্যান ধারণাগুলি এক অর্থে যথেষ্ট পুরানো কারণ বহু সংস্কৃতিবাদ এর উদ্ভব হয়েছে মূলত বহুত্ববাদী (pluralist) সমাজ কাঠামোকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি (political culture) চর্চার নানাবিধ প্রকরণে পরিচিতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে তাত্ত্বিকগণ বহুত্ববাদের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছেন। আর এই পথ পরিক্রমায় সামনে এসেছে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য', পরিচিতি সত্তা রাজনীতি এবং সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকৃতি ও সহনশীলতার বাতাবরণ, যার হাত ধরে উদ্ভব হয়েছে মতাদর্শ ও তত্ত্বরূপে বহুসংস্কৃতিবাদের।

এক্ষেত্রে বহুসংস্কৃতিবাদের তাত্ত্বিক পরিসর অনেকাংশে বহুত্ববাদের থেকে বৃহত্তর আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে। বহুত্ববাদ কার্যত একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্যময়তার দিকটিকে গুরুত্ব প্রদান করে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথকে প্রশস্ত করতে ও উদ্যোগী হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করে তুলতে চায়; বহু সংস্কৃতিবাদ জোর দেয় এমন এক

নৈতিক মূল্যবোধের উপরে যেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিশেষত সংখ্যালঘু অংশের পরিচিতি সত্তার স্বীকৃতি ও অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে সংঘাত নিরসন করে ভারসাম্য বজায় রাখার সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এটি কার্যত একটি রাজনৈতিক মতবাদ-এর গণ্ডি অতিক্রম করে স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ও দার্শনিক ভাবনার খোরাক ও প্রকল্পে রূপায়িত হয়েছে।

বহুসংস্কৃতিবাদ এর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে গিয়ে তাত্ত্বিক পরিসরে অনেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত কোনও সংস্কৃতির অন্তর্গত বৈচিত্র সম্পর্কিত সামাজিক উপলব্ধি সমূহকে বহুত্ববাদী সমাজ ব্যাখ্যার একটি তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন ও তা রূপদানের প্রয়াস হিসেবে দেখা (From understanding diversities of a culture to developing a conceptual tool for explaining plural societies)। দ্বিতীয়ত; একটি বিশেষ সমাজের পারস্পরিক সহাবস্থানের প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থার উদ্যোগী করে তোলা। (From recognition of specificities of a culture to exploring the mechanism of accomodation)। তৃতীয়ত; 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-এর কথা বলে কার্যত 'একীকরণ' বা 'সাদৃশ্যকরণ'-এর প্রবণতার পরিবর্তে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্রকে মর্যাদা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করা (From expectation of assimilation to extension of some space for autonomy)।

সাধারণভাবে বহুসংস্কৃতিবাদের আলোচনা সাংস্কৃতিক বহুত্ব (Cultural pluralism)-কে ঘিরেই। এটি আসলে ব্যক্তি, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার আন্তঃসম্পর্ক অনুশীলনেই ব্যাপৃত। এক্ষেত্রে প্রধান বিষয়টি হল পৃথকত্ব (difference)-এর স্বীকৃতিদানের মাধ্যমেই সহাবস্থান (accomodation) সম্ভব করে তোলার প্রকরণ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা। বহিঃকরণ/(exclusion)-এর সম্ভাবনা কমিয়ে এনে 'অন্তর্ভুক্তিকরণ' (inclusion)-এর তাগিদ এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলেও 'সাদৃশকরণ' (assimilation)-এর পরিবর্তে ভিন্নতর 'পরিচিতি-সত্তা' (identity)-র স্বীকৃতি (recognition) প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'বিভিন্নতা' (difference) কে বৈধতা প্রদানই এখানে মূল কথা।

ভিখু পারেখ বহুসংস্কৃতিবাদ এর বিচার্য হিসেবে তিনটি দিকের উল্লেখ্য করেছেন। যথা—

১) সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পৃক্ততা (Cultural embeddedness of human beings)

২) সাংস্কৃতিক বহুত্বের অনিবার্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা (Inescapability and desirability of cultural plurality)

৩) প্রতিটি সমাজেরই বহুত্ববাদী ও বহুসাংস্কৃতিক গঠন (plural and multicultural constitution of each society)।

এই তিনটি বিষয় একে আরেকটির পরিপূরক হয়ে 'সৃজনশীল পারস্পরিকতা' (creative interplay)-র মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আসলে সমাজভেদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ভিন্নতা আমাদের চোখে পড়ে। বহুসংস্কৃতিবাদ তাই বহুমাত্রিক সমাজকেও চর্চার তাত্ত্বিক দিশা নির্দেশ করে।

বহুসংস্কৃতিবাদ এর তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণে রাজীব ভার্গব চারটি প্রধান বিষয় তুলে ধরেছন। যথা—

ক) পরিচিতি সত্তা (identity) নির্মাণের প্রশ্ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অধিকার সংরক্ষণ তথা সামাজিক-রাজনৈতিক সুস্থিতি বিধানে তার প্রয়োজনীয়তাবোধ।

খ) এমনতরো প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহের সম্ভাব্য অবদানের ক্ষেত্রগুলির চিহ্নিতকরণ এবং গুরুত্ব প্রদানের বাধ্যবাধকতা।

গ) 'পরিচিতি-সত্তা' (identity) এবং 'স্বীকৃতি' (recognition)-র যোগসূত্রটির অনুধাবনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

ঘ) সংশ্লিষ্ট সকলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব প্রদান করে তাদের 'পৃথকত্ব' (difference) বজায় রাখার আকাঙ্খাকে বৈধতা প্রদানের উপর জোর দেওয়া।

আসলে বহুসংস্কৃতিবাদ-এর মূল পূর্বানুমান ও বৈশিষ্ট্যের চর্চায় মূলত বিষয় প্রেক্ষাপট ও সংজ্ঞাজনিত যে বিতর্ক আছে তা বিশেষরূপে সামনে আসে। তাত্ত্বিকগণ এক্ষেত্রে সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতায় সমাজ ভেদে যে বিবিধ নির্মাণ তাকেও গুরুত্ব

দিয়েছেন। তাছাড়া বহুত্ববাদ ও বহুসংস্কৃতিবাদ এর তাৎপর্য এবং বিভিন্নতাও যেমন এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি অনেকে মনে করেছেন যে বহুসংস্কৃতিবাদ এর মূল সূত্র নিহিত রয়েছে উদারনৈতিক তত্ত্বচিন্তার প্রাণ কথা ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা এবং সমতার আদর্শের মধ্যে। ফলে বহুসংস্কৃতিবাদ উদারনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তা থেকে উদ্ভূত নৈতিকতা কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আবার অনেকে উদারনৈতিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে তুলে ধরে সংখ্যালঘু পরিচিতির রাজনীতির সচলায়ন প্রবণতা বহুসংস্কৃতিবাদ এর কাঠামো নির্মাণ করে বলে মনে করেছেন। আবার মার্কসীয় বীক্ষণের সামগ্রিক শ্রেণী প্রশ্নকেও তারা অন্যান্য পরিচিতির আলোক সমালোচনা বিদ্ধ করেছেন। ফলে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বহুসংস্কৃতিবাদ অস্বীকার করে। এক কথায় বিদ্যমান বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদের সমালোচনা বহুসংস্কৃতিবাদ করলেও তার নিজস্ব তাত্ত্বিক কাঠামো নানা ভাবনা ও মতের সমাহার। সংস্কৃতি কেন্দ্রিক মতবাদ যেমন বহুত্ব মিশ্রিত ঠিক তেমনি বহুসংস্কৃতিবাদ এর যে প্রাক শব্দ বহু তার মধ্যেই এই বিষয়ের ধারণাগত ব্যঞ্জনা নিহিত। পরের পর্বে আমরা সংক্ষেপে সে বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করতে পারি।

৮.৪ বহুসংস্কৃতিবাদ: তাত্ত্বিক প্রকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস

বহুসংস্কৃতিবাদের তাত্ত্বিক ক্ষেত্র তুলে ধরতে গিয়ে প্রথমেই যে বিষয় সামনে আসে তা হল আজকের দুনিয়ায় ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক ভিন্নতার স্বীকৃতি ও দমনের নানাবিধ আলোচনা। ফলে সুসংবদ্ধ আলোচনায় অনেকে বহুসংস্কৃতিবাদ এর চারটি উপাদানকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যথা—

ক) একটি মনোভাব রূপে বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism as an attitude) অর্থাৎ একটি সমাজের ব্যক্তি কে তার জীবনযাত্রার ধরন, অধিকার এবং সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করার মনোভাবকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

খ) জননীতি রূপে বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism as a tool of public policy) অর্থাৎ এক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিষেবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্যদের মান্যতা দেওয়ার নীতির কথা বলা হয়।

গ) প্রাতিষ্ঠানিক প্রকরণ রূপে বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism as an aspect of Institutional design) অর্থাৎ যে কোনও দেশ তাদের সমাজ নিহিত যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তার বৈধতা আনয়নে ও সকল গোষ্ঠী ও পরিচিতিকে গুরুত্ব দানে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে যে নকশা তৈরি করে সেখানে বহু সংস্কৃতিবাদকে যুক্ত করে; এবং

ঘ) বহুসংস্কৃতিবাদ ও নৈতিক ন্যায় সঙ্গততা (Multiculturalism and moral justification) অর্থাৎ রাজনৈতিক তত্ত্ব যে শুধু প্রতিষ্ঠান নিয়ে চর্চা করে তা নয় পাশাপাশি তার নৈতিকতার প্রশ্নও চর্চিত হয়।

বহুসংস্কৃতিবাদ এর তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে উপরোক্ত চারটি দিক যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি সংস্কৃতি, জাতি ও বর্ণ, নৃতাত্ত্বিকতা এবং ধর্মের দিক ও সমাজ সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া তাত্ত্বিকদের মধ্যে নানাবিধ চিন্তার অন্তর তথা ব্যবধান থাকলেও মানব পরিচিতি (human identity), যৌক্তিকতা (rationality), স্বাধীনতা (freedom) এবং সমতা (equality)কে প্রায় সকলেই বহুসংস্কৃতিবাদ এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে স্বীকার করেছেন।

উদার গণতান্ত্রিক তত্ত্বের বিস্তৃত পরিসরে বৌদ্ধিক বিতর্ক (academic debate) এর বিষয় রূপে বিভিন্ন দেশে বিবিধভাবে বহুসংস্কৃতিবাদ চর্চিত হচ্ছে। বহুসংস্কৃতিবাদ এর বহুবিধ মডেল নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন চার্লস টেলর, জেরেমি ওয়ালড্রন, জেমস টুলি, জন রলস এডওয়ার্ড সঈদ, রাজীব ভার্গব, ভিখু পারেখ প্রমুখ।

বহুসংস্কৃতিবাদ এর আলোচনায় যে বর্ণনাত্মক দিক উঠে আসে সেখানে বলা হয় রাষ্ট্রতত্ত্ব ও জনগণের আলোচনায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় এমন বহু অর্থও আছে যাদের মধ্যে আবার অধিক্রমন দেখা যায়। ফলে একটা বিভ্রান্তি ও তৈরি হয় (The term "multiculturalism" has in political theory as well as in public discussions been used in a veriety of slightly different, partially overlapping and certainly confusing ways)। সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক

বিভিন্নতার বর্ণনাই হল বহুসংস্কৃতিবাদ। বর্ণনার দৃষ্টিকোণ থেকে বহুসংস্কৃতিবাদ একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিদ্যমান ও বহমান সংস্কৃতির নানা আধার বর্ণনা করে মাত্র। যাকে 'সাংস্কৃতিক বহুত্বতা' (Cultural pluralism) দিয়েও তুলে ধরা যায়। এখানে মূলত সমাজের বিবিধ সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, কোনও রাজনৈতিক কিংবা মতাদর্শগত নির্মাণ এখানে থাকে না কিংবা বৈচিত্রকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও তেমন প্রচেষ্টা থাকে না, বরং তা বর্ণনা করতে চাওয়া হত।

অন্যদিকে কিছু তাত্ত্বিক বহুসংস্কৃতিবাদ এর আলোচনায় মূল্যবোধাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বহুত্বতার ধারণার মধ্যে মূল্যবোধ বিচার করে এক বিশেষ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। আসলে বহুসংস্কৃতিবাদ এর আলোচনায় আমরা দ্বিবিধ তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। যথা—

ক) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা (affirm cultural diversity as an acceptable state of affairs);

খ) সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও বিবিধ সংস্কৃতির পাশাপাশি অবস্থানের ফলে উদ্ভূত মূল্যবোধকে গুরুত্ব দান (Concentrate on the normative issuse arising from the coexistence of different cultures and cultural groups within society)।

বহুসংস্কৃতিবাদ এর আলোচনায় সাংস্কৃতিক নীতিসমূহেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে পরিণত সমাজগুলিতে ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সংখ্যালঘুদের অধিকারের নীতি নির্ধারণ কিংবা সরকারি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতি নির্ধারণের বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং তার মধ্য দিয়েই বহুসংস্কৃতির আকাঙ্খা ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। তবে এক্ষেত্রে মূল্যবোধাত্মক বহুসংস্কৃতিবাদ (normative multiculturalism) এর সঙ্গে সাংস্কৃতিক নীতি (cultural policies) সমূহের ব্যবহারিক কোনও পার্থক্য করা জটিলতা অনুসারী হলেও ধারণাগত দিক থেকে উভয়ের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন।

সামগ্রিকভাবে বহুসংস্কৃতিবাদ এর বর্ণনা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (cultural diversity) সংজ্ঞাত। মূল্যবোধাত্মক বহুসংস্কৃতিবাদ এর মূল বিষয় হল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সমূহকে ব্যাখ্যা করার নানা তত্ত্ব সমূহ। এই আলোচনায় সমাজ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি রাষ্ট্র ও রাজনীতির যে অন্তর্ভুক্তি তা রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া (state responses) কে কেন্দ্র করে সামনে এসেছে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে কিংবা তার নানা পরিসরকে বৈধতা দানে রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক নীতি (cultural policy) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

বহুসংস্কৃতিবাদ যখন নীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেখানে নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রকরণ, পরিচিতি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অধিকারের প্রশ্ন, পৃথকত্ব ও একীকরণের বিষয়গুলি বিভিন্ন সমাজ কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাদের নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে বহুসংস্কৃতিবাদের আলোচনায় মূল যে ধারা আজকের সময়ও অধিকতর মান্যতা পেয়েছে তা হল উদারনৈতিক বহুসংস্কৃতিবাদ (Liberal Multiculturalism)। আমরা উদারনৈতিক বহুসংস্কৃতিবাদ এর দুজন গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক উইল কিমলিকা ও চার্লস টেলরকে নিয়ে পরবর্তী অংশে আলোচনা করব।

৮.৫ উদারনৈতিক বহুসংস্কৃতিবাদ: উইল কিমলিকা

কানাডার রাজনৈতিক দার্শনিক অধ্যাপক উইল কিমলিকা বর্তমান সময়ের অন্যতম পরিচিত ব্যক্তিত্ব। বিদগ্ধ মহলে তার চিন্তা ও দর্শন বিশেষ করে বহুসংস্কৃতিবাদ, নাগরিকতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে লেখনি তাঁকে স্থান করে দিয়েছে। তাঁর লেখালেখির উপরে জন স্টুয়ার্ট মিল, জন রলস্, রোনাল্ড ডরকিন, জি. এ. কোহেন, টম রেগান প্রমুখের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থের অন্যতম হল Politics in the Vernacular : Nationalism, Multiculturalism,

Citizenship (2001); Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (1995); Contemporary Political Philosophy: An Introduction (2nd Edition/2002); Liberalism, Community and Culture (1989.1991) ইত্যাদি।

কিমলিকা বহুসংস্কৃতিবাদ তত্ত্ব ভাবনার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোয় বহুবিধ পরিচিতির যে সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ বিদ্যমান তাদের প্রতিনিধিত্ব দাবি-দাওয়া ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার আলোচনায় প্রাণ কথা হিসেবে 'সংস্কৃতিবাদ' (culturalism) উঠে এসেছে যার অর্থ স্বরূপ তিনি বলেছেন একটি সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত এবং সে যে সংস্কৃতিতে সামাজিকীকরণ ঘটায় তার মধ্য দিয়েই ব্যক্তির পরিতৃপ্তি ঘটে। নাগরিকতার ক্ষেত্রেও এই দাবিগুলির পরিসর সামনে আসে। বিশেষ করে রাজনীতি যখন পরিচিতি ও স্বার্থের বিষয়গুলো তুলে ধরে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তার ব্যবহার করে তখন এই ধরনের ভাবনা যথার্থতা পায়। কিমলিকা লিখেছেন, ".....in reality, politics is almost always a matter of both identities and interests. The question is always which identities and interests are being promoted."

আসলে কিমলিকা উদারনীতিবাদের বিভিন্ন ধারাকে তুলে ধরে নাগরিকতা ও অধিকারের প্রশ্ন কে সামনে এনে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে বিচার ও বিশ্লেষণ করা চেষ্টা করেছেন। সেখানে যেমন 'পরিচিতি' গুরুত্ব পেয়েছে ঠিক তেমনি সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব ও দাবি-দাওয়ার বিষয় সমূহ এসেছে। কিমলিকার উদার বহুসংস্কৃতিবাদ এর মধ্যে তাই উদারনৈতিকতার মূল ধারার বিষয়সমূহও এসে পড়েছে।

উদারনৈতিকতাবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব মূলত ব্যক্তির নৈতিকতা কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যার মূলকথা হল সমতার আদর্শের ভিত্তিতে তার সর্বাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ পাবে। ফলত উদারনৈতিক তত্ত্ব প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার আস্থা প্রদর্শন করে পৌর অধিকার ও স্বাধীনতা দানের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়িত করণের পছন্দের সুবিধা দেওয়ার কথা বলে। কারণ উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকরা নিজেদের পছন্দ না থাকলেও তারা নানা ধরনের জীবন পরিকল্পনা ও জীবনযাত্রা নির্বাহের পছন্দের স্বাধীনতা দানের মূল্যবোধে তারা বিশ্বাস পোষণ করেন। ফলে রাষ্ট্রের কাজ হল যতক্ষণ না কোনও ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সুখের পছন্দ ব্যবহার করতে গিয়ে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয় ততক্ষণ সেই সুযোগ ব্যক্তিকে দেওয়া। আসলে উদারনৈতিক তত্ত্বে ব্যক্তির অধিকার গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সকলকে উপযুক্ত অধিকার ও পছন্দ অনুযায়ী জীবন ধারনের সুযোগ দানের কথা উদারনীতিবাদীরা বলেছেন।

বর্তমানে পরিচিতি (identity) সত্ত্বাকে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রার মান সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বহুমাত্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদারনীতিবাদীরা আধুনিক যুগের প্রয়োজনে তাদের ভাবনাও পাল্টেছেন। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থার বাতাবরণে আত্মসচেতন গোষ্ঠীগুলির নানাবিধ দাবি তুলে আনার আন্দোলনকে উদারবাদীরা তাত্ত্বিক পরিসরে ব্যাখ্যা করলেও কিমলিকা উদারনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকে বহুসংস্কৃতিবাদ এর আলোকে চর্চা করেছেন। ফলে তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে, "Today, however, previously excluded groups are no longer willing to be silenced or marginalised, or to be defined as 'deviant' simply because they differ in race, culture, gender, ability or sexual orientation from the so called 'normal' citizen. They demand a more inclusive conception of citizenship which recognizes (rather than signifies) their identities, and which accommodates rather than excludes (their differences.)।

বহুবিধ পরিচিতি, নাগরিকতার প্রশ্ন ও সংখ্যালঘুদের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার বিষয় বিধি কিমলিকার রচনাতে উঠে এসেছে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বহুসংস্কৃতিবাদ বহুল চর্চিত হয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে সমসাময়িক বিশ্বের বাতাবরণকে উপলব্ধি করে কিমলিকা লিখেছেন, "....the questions of multiculturalism has moved to the forefront of political theory. There are several reasons for this. Most obviously, the collapse of communism unleashed a wave of ethnic nationalism in Eastern Europe which dramatically affected the democratization process. Optimistic assumptions that liberal democracy would emerge smoothly from the ashes of communism were derailed by issues of ethnicity and nationalism"।

কিমলিকা মূলত ১৯৮০'র দশকে সমাজবাদের সংকটের বিষয়ে এবং সমকালীন গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়ার প্রভাবের উপর নৃতাত্ত্বিকতা ও জাতীয়তাবাদের প্রভাবকে দায়ী করেছেন। উদারনীতিবাদ সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় ব্যক্তির অধিকার (Individual Rights) এবং অধিকারের সর্বজনীনতা (Universalism)-র উপর। কিমলিকার আলোচনায় সংস্কৃতি ও রাজনীতির অন্তঃসম্পর্কের মিথস্ক্রিয়ার দিক সমূহ সামগ্রিকভাবে উদারনৈতিকতার প্রবহমান কাঠামোয় উঠে এসেছে। এটা ঠিক যে পশ্চিমের রাজনৈতিক সন্দর্ভে লক, মিলসহ অপরাপর রাজনৈতিক দার্শনিকদের লেখনীতে ব্যক্তির অধিকার কেন্দ্রিক ভাবনা-চিন্তা সপ্তদশ শতকে চলে আসে এবং ১৭৭৬ ও ১৭৮৯ সালের বৈপ্লবিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা পায়।

সাবেকি উদারনৈতিকতার বিপ্রতীপে আধুনিক উদারনীতিবাদীরা সহজ সরল ও আশাবাদী ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী থাকেন নি। তারা মনে করেছেন যে তাদের মানসজাত আধুনিক ব্যক্তি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যবোধ ও প্রক্রিয়ার ফসল যা মূলত পাশ্চাত্য, আধুনিক, পুঁজিবাদী, বহুত্ববাদী, বিজ্ঞান কেন্দ্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যক্তির পছন্দ কেন্দ্রিক সংস্কৃতি অনুসারী। তাছাড়া আধুনিক উদারনীতিবাদীরা অন্যের সঙ্গে থাকা এবং স্বীকৃতি লাভ কে গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বোপরি উদারবাদের সাম্প্রতিক ধারণায় উঠে এসেছে উদার ব্যক্তি সর্বদা আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং আইনি প্রশাসন কেন্দ্রিক সমাজে বসবাস করার দরুন তার স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হবে অন্যের বাধ্যবাধকতার কারণে। অন্যভাবে বলা যায় উদারনীতিবাদ যে ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার কথা বলে তা আধুনিক যুগে এসে সামাজিকভাবে নির্মিত হচ্ছে। এই নির্মাণের পেছনে শিক্ষা, আইন এবং সামাজিক রীতি-নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলত ব্যক্তির স্ব-শাসিত (autonomous) জীবন সামাজিক মিথস্ক্রিয়া কে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে।

কিমলিকার কাজের মধ্যে উদারনীতিবাদের এই প্রবণতা সমূহকে বৃহত্তরভাবে পুনর্মিলিত করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তিনি এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। তার লক্ষ্য ছিল উদারনীতির নয়া বহুসংস্কৃতিবাদী প্রেক্ষিত নির্মাণ। যার মূল ভিত্তি হল বহুমাত্রিক উদারনীতিবাদ যা মূলত তিনটি উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে। যথা :—

ক) ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানকে গুরুত্ব দান এবং ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার জন্য সংস্কৃতিকে প্রাধান্য প্রদান।

খ) আধুনিক, বহুত্ববাদীসহ সমস্ত সমাজের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকে স্বীকৃতি এবং

গ) অ-পশ্চিমী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী স্বীকার করা।

এহেন ভাবনাকে কেন্দ্র করে কিমলিকা'র বহুসংস্কৃতিবাদ এর তত্ত্ব উঠে এসেছে। একটি তত্ত্ব হিসেবে বহুসংস্কৃতিবাদ এর বিকাশ ধারার পর্যালোচনা করতে গিয়ে কিমলিকা তিনটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় (Three distinct stages) এর কথা তুলে ধরেছেন। যথা :—

ক) প্রথম পর্যায়ে তিনি বহুসংস্কৃতিবাদকে কৌমবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখেছেন (Multiculturalism as communitarianism)। ১৯৭০ ও ১৯৮০'র দশকের বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি এই পর্যায় কে চিহ্নিত করেছেন।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে বহুসংস্কৃতিবাদ কম বেশি উদারনৈতিক চিন্তা কাঠামোয় অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কিমলিকা এই পর্যায়কে চিহ্নিত করেছেন (Multiculturalism within a liberal framework) হিসেবে। এখানে মূলত উদারনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বহুসংস্কৃতিবাদের স্থান ও সম্ভাব্য পরিধি চর্চার পাশাপাশি বিতর্ক হিসেবে উঠে এসেছে বিবিধ নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর পরিচয়কে কেন্দ্র করে নৈতিকতা ও সংখ্যালঘু অধিকারের প্রশ্ন। তবে উদারনৈতিক রাষ্ট্রের চরিত্র ও সংখ্যালঘুদের দাবীর সারবত্তা থেকে মুক্তি লাভের প্রশ্ন এখানে মীমাংসিত হয়নি।

গ) তৃতীয় পর্যায়টিকে কিমলিকা অভিহিত করেছেন, জাতি নির্মাণের প্রতিক্রিয়া (Multiculturalism as a response to Nation Building) রূপে বহুসংস্কৃতিবাদ। এই পর্যায়ে আলোচনায় কিমলিকা জাতি গঠনে উদারনৈতিক

নিরপেক্ষতার নীতি রাষ্ট্রগুলি অনুসরণ করতে পারেনি কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং কারণ স্বরূপ ব্যক্তি ও সমষ্টির সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতাকে অস্বীকার করে এগোনোর প্রচেষ্টাকে তিনি দায়ী করেছেন। রাষ্ট্র গঠন ও জাতি গঠনের পর্যায়ক্রমিক ও বিতর্কিত নির্মাণ এই পর্বের প্রাণ। জাতি গঠনের নামে যেভাবে এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, একই ধরনের প্রতিষ্ঠান ও এক শিক্ষা কাঠামো নির্মাণের প্রচেষ্টা হয়েছে এবং সব ধরনের বিভিন্নতা ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার চেষ্টা কিংবা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে তা কার্যত নানা সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এই সকল বিষয় কিমলিকার আলোচনায় এই পর্বে ওঠে এসেছে। কিমলিকার মতানুসারে, "The question is no longer how to justify the departure from a norm of being neglected, but rather, do majority efforts at nation building create injustice for minority? And if so, do minotiry rights help protect against these injustices?"

কিমলিকার আলোচনায় বহুসংস্কৃতিবাদ এর কয়েকটি মডেল গুরুত্ব পেয়েছে, যার অন্যতম হল জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহ (National Minorities) এর প্রশ্ন। কিমলিকার মতে, "By national minorities, I mean groups that formed complete and funtioning societies in their historic homeland prior to being incorporated into a larger state" অর্থাৎ জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহ বলতে আমি সেই সকল গোষ্ঠীর কথা বলতে চেয়েছি যারা তাদের স্বভূমিতে ঐতিহাসিকভাবে সমাজ গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নিজেদের কর্মকাণ্ড সংগঠিত করেছে এবং এক্ষেত্রে তারা বৃহত্তর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হওয়ার পূর্বে তাদের ভাবনাগুলি প্রসারিত করেছে। জাতীয় সংখ্যালঘুদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা :— উপরাষ্ট্রীয় জাতি (Substate nations) এবং দেশজ জনগণ (indigenous people)। উপরাষ্ট্রীয় জাতি (substate nations) গুলো মোটামুটিভাবে সংখ্যাগুরুদের মতো বর্তমানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালক হতে না পারলেও একসময় তাদের সেই ক্ষমতা বা সুযোগ ছিল। পরবর্তীকালে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার স্বার্থে তারা অন্য এক বা একাধিক জাতির সঙ্গে নানা রকমের সম্পর্ক তৈরি করে ও রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে সংযুক্ত হয়ে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। অন্যদিকে দেশজ জনগণ হলেন সেই রাষ্ট্রের আদি জনগণ যাদেরকে শাসকগোষ্ঠী দমন করে কিংবা কৌশলে সরিয়ে ক্ষমতা অর্জন করে। এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বঞ্চিত থেকে যায়। বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্রের এই সকল গোষ্ঠীর সামগ্রিক সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার উপরে উদারবাদী বহুসংস্কৃতিবাদের প্রবক্তা হিসেবে কিমলিকা গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছেন। বিশেষ করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তার লেখায় যেমন গুরুত্ব পেয়েছে ঠিক তেমনি তিনি গোষ্ঠীগতভাবে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে পলিথেনিক অধিকার প্রদানের কথাও বলেছেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ব্রিটিশ-শিখদের মোটর সাইকেল চালানোর সময় হেলমেট পরার উপরে ছাড় দেওয়া আছে। তাছাড়া, গোষ্ঠীগতভাবে প্রতিনিধিদের জন্য বিষয়ই হল সকলকে সুযোগ দান এবং সংখ্যালঘুদেরও গুরুত্ব দিয়ে সমতা নির্মাণ। এক্ষেত্রে অনেক রাষ্ট্রে শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে সদর্থক কার্য (Affirmative Action) চালু আছে।

কিমলিকা জাতি গঠন প্রক্রিয়া এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার নিম্নোক্ত সাহায্যে দেখেছেন :

রাষ্ট্রের জাতি গঠন প্রক্রিয়া সরঞ্জাম সমূহ :

- নাগরিকতা নীতি
- ভাষা আইন সমূহ
- শিক্ষা নীতি
- জনসেবা ও চাকুরি
- কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা
- জাতীয় সংবাদমাধ্যম, প্রতীক ও ছুটি সমূহ
- সৈন্য সেবা

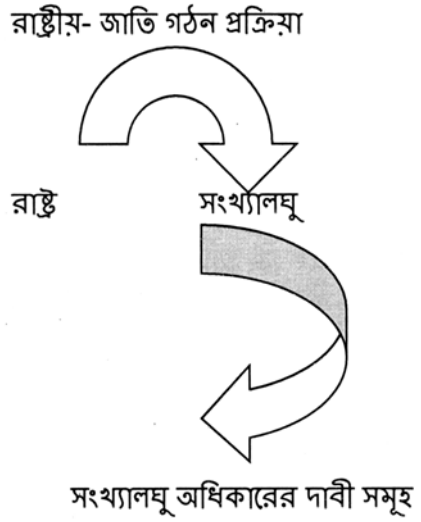

সংখ্যালঘু অধিকারের দাবী সমূহ :

- অভিবাসীদের বহুসংস্কৃতিবাদ
- বহুজাতিক যুক্তরাষ্ট্রীয়
- মেটিকদের সংযুক্তিকরণ
- ধর্মীয় অব্যাহতি

এই সামগ্রিক আলোচনায় যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায় তা হল বহুসাংস্কৃতিক নাগরিকতার প্রশ্ন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কিছু দায়িত্ব ও নাগরিকদের কিছু অধিকার দানের প্রশ্ন গুরুত্ব পায়। রাষ্ট্র এমন অর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে ব্যক্তি নিজেকে বিকশিত করতে পারবে। এমনকি মূল্যবোধ যুক্ত (Value loaded/normative) সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে চেতনা ও অনুরাগ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বীয় সংস্কৃতির প্রতি থাকে। রাষ্ট্র জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় তা বিশেষভাবে সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়। তাই রাষ্ট্রের নীতির মধ্যে বহু সংস্কৃতির স্বীকৃতি ও নাগরিকদের অধিকারের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন দেখা যায়। বিশেষ করে রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ধর্মীয়, সংস্কৃতি, বহুজাতিসহ সমস্ত অভিবাসীদের তথা বসবাসকারীদের অধিকার দাবি করে এবং এক্ষেত্রে মেটিক তথা যারা অন্যদেশ বা এলাকায় থেকে কাজের জন্য দীর্ঘদিন একটা অঞ্চলে বসবাস করে এবং সেই বসবাসকৃত এলাকায় রাষ্ট্রের দিক থেকে তারা বেআইনি থাকা এবং সামাজিক দিক থেকে স্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশার কারণে তাদের নানাবিধ সম্পর্ক তৈরি হয় ফলে তারা বৈধতার স্বীকৃতি দাবি করে। জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় এদেরও সংযুক্ত করণের কথা বলা হয়। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে নাগরিকতার নীতি নির্ধারণের মধ্য দিয়ে সকলের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে।

কিমলিকার চিন্তনে বহুসংস্কৃতিবাদ এর কিছু প্রয়োগগত দুর্বলতার দিক রাষ্ট্র তাত্ত্বিকরা চিহ্নিত করেছেন। বিশেষ করে অধিকার ও নাগরিকতা প্রশ্নে অধিকারের শ্রেণীকরণ ও তার প্রয়োগের কোনও স্পষ্ট বিভাজন যেমন কিমলিকা দেননি বা ক্ষুদ্রভাবে দিলেও কিভাবে তার প্রয়োগ হবে তার সম্পর্কে অনেকে সন্দিহান। আবার নাগরিকতার প্রশ্নে মেটিকদের ভূমিকা ও সামগ্রিক অন্তর্ভুক্তি নিয়েও তার তত্ত্বে জটিলতা আছে। বিশেষ করে যে বিশ্বজনীনতার আদর্শ তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন তার ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই তাই তার পদ্ধতি অনৈতিহাসিক। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের এত সহজ বিভাজন করা যায় না। ক্ষমতার বিষয়ে সংখ্যালঘু ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে এখানে চর্চায় অস্পষ্টতা আছে।

তবে একথা বলা যায় যে কিমলিকার উদার বহুসংস্কৃতিবাদ এর মডেল আজকের বিশ্বের বহু রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

৮.৬ উদারনৈতিক বহুসংস্কৃতিবাদ: চার্লস টেলর

কানাডিয়ান দার্শনিক ও চিন্তক চার্লস এম টেলর বহুসংস্কৃতিবাদ তত্ত্ব ও দর্শন ভাবনার অন্যতম পথিকৃৎ। মূলত রাজনৈতিক দার্শনিক চার্লস টেলর তার কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ নানা পুরস্কার ভূষিত হয়েছেন। ২০০৭ সালে তিনি কুইবেক এ সংখ্যালঘু সংযুক্ত করার কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির অন্যতম হল ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত Sources of the Self : The making of Modern Identity; ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত Multiculturalism : Examining the Politics of Recognition; ২০০৭ সালে প্রকাশিত A Secular Age এবং ২০২০ সালে প্যাট্রিসিয়া নাঞ্জ এর সঙ্গে রচিত Reconstructing Democracy : How Citizens are Building from the Ground up, এছাড়াও তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছেন।

মূলত তিনি কোনও সমাজে 'নবীন আগন্তুক' বা নবাগত জনগোষ্ঠী (যা ওয়ালৎজার এর ভাষায় মেটিক) দের সমস্যা এবং বিদ্যমান সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোয় তাঁর প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল নির্যাস হল যে, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে জনগোষ্ঠীর ও ব্যক্তির স্থানান্তর ঘটে এবং এর ফলে নানা ধরনর সমস্যা তৈরি হয়। জনগোষ্ঠীসমূহের কোনও না কোনও ধরনের সচলতার (mobility)-র ফলে প্রতিটি সমাজই চরিত্রগতভাবে কম বেশি বহুত্ববাদী হয়ে পড়ে এবং বহু সমস্যারও উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে দ্রুত এবং সহজ সমাধান স্বরূপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'সাদৃশ্যকরণ' তথা 'আত্তীকরণ' (assimilation) এর নীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং এই নীতির ফলে সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধান তো হয়ই না বরং আরও জটিল হয়ে পড়ে।

টেলর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এ ধরনের জোরপূর্বক বা 'জবরদস্তি' করে এক ধরনের সংস্কৃতি অন্যের উপর আরোপ করার নীতির বিরোধিতা করেছেন। তার মতে, এরকম প্রবণতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। তাই প্রয়োজন হল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে গোষ্ঠীগত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। এক্ষেত্রে টেলর তার বহু রচনায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী সমূহের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন কে ঘিরেই 'স্বীকৃতির রাজনীতি' (politics of recognition) বিষয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে দু'ধরনের 'স্বীকৃতি'-'অন্তরঙ্গ' (intimate) এবং 'সরকারি' (public) এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, '....it has become familiar for us at two levels: first, in the intimate sphere, where we understand that formation of identity and I occurs in a sustained dialogue and in conflict with the rest of signifiers. And then, in the public sphere, where the politics of egalitarian in recognition have performed an increasingly relevent role....with the politics of egalitarian dignity what is established intends to be universally the same identical "basket" of rights and immunities; with the politics of differences, what we ask to be recognised is the unique identity of that individual or group, the fact that it is different from rest.'

টেলরের মতানুযায়ী এই পথেই যে সকল অভিনব পরিচিতি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মূলগত ভাবে বহন করে তার স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির প্রভাব থেকে তাদের রক্ষা করাও সম্ভব হবে। আসলে টেলর 'জন পরিসর' বা 'গণ পরিসর' (public sphere)-এর 'স্বীকৃতি'-র বিষয়টিকেই তাঁর আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন যে, জনপরিসরের যথার্থ স্বীকৃতির অভাবেই কোনও জনগোষ্ঠী নিজেদের 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' (second class citizen) ভাবতে পারেন এবং এ ধরনের 'অস্বীকৃতি' (mis-recognition) গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোয় সমস্যা সৃষ্টি করে।

টেলর মনে করতেন যে আধুনিক গণতন্ত্র 'হেগেলিয়ান উভায়-সংকট' (Hegelian dilemma) আক্রান্ত। বিশ্বব্যাপী যেহেতু কোনও নৈতিকনীতি বা ব্যবস্থা তৈরি করা যায়নি তাই আধুনিক সমাজে পরিচিতির নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ড বিচারের

ক্ষেত্রে কিছু কূটাভাস (paradox) উঠে আসে। আসলে উদারনীতিবাদের পদ্ধতিগত ও অ-পদ্ধতিগত দিকগুলির বিশ্লেষণ করে তিনি ওই বিষয়ে তার সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করে তা অতিক্রমের পরামর্শ দিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন একজন অন্যতম রাষ্ট্র দার্শনিক ও বহুসংস্কৃতিবাদের মুখ্য ভাষ্যকার।

৮.৭ মূল্যায়ন :

বহুসংস্কৃতিবাদ এর তাত্ত্বিক শেকড় নিহিত আছে বিগত দিন সমূহের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহে। যদিও একটি তত্ত্ব হিসেবে এর উদ্ভব ও বিকাশ এবং প্রয়োগ সাম্প্রতিককালের বিষয় এক্ষেত্রে সি. ডব্লু. ওয়াটসন তার Multiculturalism গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "this appearance may be deceptive, since through the label and the slant of the discussion may be new, the issues themselves are historically familiar"। আসলে প্রথম দর্শনে এটা মনে হতেই পারে যে, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই এই তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে; কিন্তু কার্যত তা সর্বাংশে ঠিক নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, যুগ যুগ ধরেই মানব সমাজে বিদ্যমান অসংখ্য ধরনের সচলতা (mobility) সব সমাজকেই কার্যত বহুত্ববাদী করে তুলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করে ওয়াটসন বহুসংস্কৃতিবাদ এর শেকড়ের সন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, সাম্প্রতিককালে 'বিশ্বজোড়া সচলতা' (global mobility)-র নাটকীয় প্রভাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্র সমূহে বহুত্বের হিসেব নিকেশের বাধ্যবাধকতা তার মৌলিক ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার সামনে বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ উপস্থাপিত করেছে। সেই প্রক্রিয়াতেই পরিচিতি সত্তা (identity), নৃকুলগত পরিচিতি (ethnicity), ধর্ম (religion), জাতীয়তাবাদ (nationalism) ইত্যাদি বিষয়গুলির নতুনতর ব্যঞ্জনা নিয়ে সামনে এসেছে। এক্ষেত্রে ওয়াটসন যথার্থই লিখেছেন,

> "Multiculturalism in this broad sense is a relatively new coinage but under different guises its implications have long been matters of direct concern to post-colonial nations where diversity and heterogeneity have been the rule rather that the exceptions."

পরিশেষে বলা যায় যে, বহুসংস্কৃতিবাদ তত্ত্ব হিসেবে বর্তমান সময়কার রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার নানা বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে এক নতুন পথের সন্ধান দিলেও পার্থক্যের রাজনীতির নানাবিধ প্রকরণকে সহজ সরলভাবে দেখার ফলে অতি সরলীকরণ প্রবণতা আবৃত। এর থেকে মুক্ত হতে হবে।

৮.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) বহুসংস্কৃতিবাদ কাকে বলে?

খ) বহুসংস্কৃতিবাদ মূল সূত্র ও বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

গ) বহুসংস্কৃতিবাদ এর তাত্ত্বিক প্রকরণ

ঘ) উদারনীতিক বহুসংস্কৃতিবাদ এর তাত্ত্বিকরূপে উইল কিমলিকার অবদান বিশ্লেষণ কর।

ঙ) কিমলিকা কি 'জাতীয় সংখ্যালঘু' চিহ্নিত করেছেন?

চ) কিমলিকার মতানুসারে জাতি গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা কর।

ছ) বহুসংস্কৃতিবাদ এর অন্যতম পথিকৃৎ রূপে টেলরের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

জ) ওয়াটসন কিভাবে বহুসংস্কৃতিবাদ এর মূল্যায়ন করেছেন?

৮.৯ সাহায্যকারী গ্রন্থাবলী

i. Amiya Kumar Bagchi, R. S. (Ed.). (1999). *Multiculturalism, Liberalism and Democracy.* Oxford University Press.

ii. Kymlicka, Will. (2002). *Contemporary Political Philosophy: An Introduction.* New York: Oxford University Press.

iii. Kymlicka, Will. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights.* New York: Oxford University Press.

iv. Taylor, Charles. (1994). *Multiculturalism: Examining the politics of Recognition.* Princeton: Princeton University Press.

v. Watson, C. W. (2000). *Multiculturalism.* Buckingham: Open University Press.